ভুতো

ইকবাল আলমগীর কবীর

ভুতো

(কিশোর উপন্যাস)

ইকবাল আলমগীর কবীর

www.MurchOna.com

১

ভুতোর নাম ভুতো। সেজন্যই সবাই ওকে ভুতো বলে ডাকে। নাম ভুতো হলেও তারসাথে ভুতের কোন সম্পর্ক নেই। ভুতো মানুষ। ভুতো একটি ছেলে। বছর বারো বয়স। ওদের গ্রামের অন্যসব ছেলেদের মতই একজন। তারপরও ভুতো অন্য সকলের মত না। সে সবার থেকে আলাদা। ভুতো এমন কিছু করতে পারে যা সবাই পারে না, এমন কিছু দেখতে পায় যা সবাই দেখে না, এমন কিছু শুনতে পায় যা সবাই শোনে না। সেজন্যই সে এমন কিছু করে যা সবাই করে না।

ভুতোর কান লম্বা। ও একসময় স্কুলে যেত। তখন স্কুলে মাষ্টাররা ওর কান ধরে টেনে টেনে লম্বা করে দিয়েছে। এতে ওরই-বা কি দোষ? পড়া পারতে হলে যে পড়াশোনা করতে হবে। ওর সে সময় কোথায়? সকাল থেকেই ওকে কাজে লাগতে হয়। কোন মতে ঘুম থেকে উঠে এক দৌড়ে দোকানে যেতে হয়, সেখানে এটাওটা টানাটানি করতে হয়। তারপর স্কুলের সময় হলে খেয়ে না খেয়েই দৌড় দিতে হয় স্কুলে। পেটে খিদে থাকলে কি পড়া পারা যায়? এজন্যই ওর কান ধরে এত টানাটানি।

এতেই ওর কান লম্বা হয়ে গেল। ওর যেন কাজ আরো বেড়ে গেল তাতে। স্কুলে বসে থেকেই শুনতে পেত বাড়িতে ওর মা ব্যথায় কাতরাচ্ছে। কোন মতে মাষ্টার মশাইয়ের চোখ এড়িয়ে বাইরে এসে ও দৌড় দিত বাড়িতে। সেখান থেকে আরেক দৌড়ে কবরেজের বাড়ি। এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে ওর পায়ে এখন খুব জোর। ওর সাথে দৌড়ে কেউ পারে না।

ভুতো আরো অনেক কিছু করতে পারে। তরতর করে যে কোন গাছে উঠতে পারে। অন্যরা যখন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে তখন ও উঠে যায় একেবারে মগডালে। গাছ থেকে আম, পেয়ারা ছিঁড়ে নিচে দাঁড়ানো অন্যদের দিকে ছুড়ে দেয়। ক্রিকেটের বল ধরার মত অন্যরা ধরে। ডুবসাঁতারেও ওকে হারাতে পারে না কেউ। এক ডুবে এপার থেকে ওপারে চলে যায়। আর অন্ধকারেও সে দেখতে পায় বেশ। সেটা বোধহয় শিখেছে ওর মিশমিশে কালো বিড়ালটার কাছে। বিড়ালটার নামও ওরই মতো, কেলো। কেলোই ভুতোর সবচেয়ে কাছের বন্ধু। অন্যরা যখন দরকার তখন ভুতোকে ডাকে, কেলো সবসময়ই ডাকে। দরকার থাকলেও ডাকে, না থাকলেও ডাকে। সে অবশ্য ভুতো বলে না, বলে ম্যাও। শুনে ভুতো বুঝতে পারে, ওকেই ডাকছে।

ভুতো খুব খাটতে পারে। ওর খাটা খাটনি এখন আরো বেড়ে গেছে। ওর মা যে মারা গেল, তখন থেকে। এখন বাবার সাথে সারাদিন দোকানে থাকতে হয়। এটা ওটা আনা নেয়া করতে হয়। জিনিষপত্র মাপতেও শিখেছে সে। জিনিষপত্রের দাম হিসেব করতে শিখেছে। দোকানে এসব কাজে সাহায্য করে বাবাকে।

আর বাড়িতে থাকলে এর ওর নানারকম ফাইফরমাস খাটতে হয়। স্কুল ছাড়তে হল এজন্য। স্কুল বাদ দিয়েও সারাদিন একটু বসতে পারে না। সবসময় কাজ নিয়ে থাকতে হয়। কাজ করতে করতে কখনো যদি ওদের স্কুলের পাশ দিয়ে যায় তাহলে সেদিকে তাকায়, অন্যদের সুর করে পড়া শোনে, আর ভাবে। তার কাজ শেষ হলে সেও একদিন আবার স্কুলে যাবে। আবার পড়বে। এবার মনোযোগ দিয়ে পড়বে। আর ওর কান ধরার সুযোগই পাবে না কেউ। সেজন্য হাতের কাছে কোন কাগজ পেলেই সে বানান করে পড়ে। একদিন দেখল কয়েকজন লোক ছোট ছোট কাগজ দিচ্ছে সবাইকে। তাকেও একখানা দিল। সাইকেলের ছবি দেয়া আছে কাগজে। বড়বড় লেখা ও বানান করে পড়ল, আপনার মুল্যবান ভোট দিন।

তাকেও আপনি করে বলেছে! পড়ে খুব অবাক হল ভুতো। ওকে তুই ছাড়া অন্যকিছু কেউ বলে না। তাও ভাল করে বললে হয়!

কাজ করতে করতে খুব ভাবল ভুতো। ওকে লেখাপড়া শিখতেই হবে। সবাই ওকে আপনি করে বলবে। ভদ্রভাষায় কথা বলবে। ওদের স্কুলের গনি স্যারের মত। গনি স্যারকে সবাই সন্মান করে চলে। কেউ তার সামনে মাথা তুলে কথা বলে না। ভুলেও তার সামনে অসন্মানের কথা বলে না।

গনি স্যার তাকে তুই বললেও কখনো গালাগালি করেননি। ধমকও দেননি কখনো তাকে। বরং অন্যসব বড়বড় মানুষকে ধমকান। সবাই ভয় পায় গনি স্যারকে।

সেও গনি স্যারের মতই হবে একদিন।

কিন্তু কিছুতেই সেটা হয় না। একটা কষ্টের দিন শেষ হলে আরেকটা শুরু হয়। তারপর আরেকটা। এভাবে চলতেই থাকে। মাঝে মাঝে ভুতো হাঁফিয়ে ওঠে। ভাবে এইবেলা একটু বসি। ঠিক তক্ষুনি ওর ডাক পরে, 'ভুতো, ভুতো- এই কুমড়োটা নিয়া যা-তো পরানের বাড়ি। বদলে এই শিশি ভইরা ত্যাল আনবি। দেখিস- কম না দেয়।'

সাথে সাথে শিশি আর কুমড়ো হাতে নিয়ে ভুতো দেয় ছুট। সোজা পরানের বাড়ি। পরান অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। তারপর তেল নিয়ে ফেরে।

তেল কম আর বেশি কি! পরান সব সময়ই বলে বেশি দিলাম, গুলচেহারাবানু সব সময়ই বলে কম দিল। দুদিকের কথাই শোনে ভুতো। নিজে কিছুই বলে না। গুলচেহারাবানু ওর খালা। মুখে অন্য যা-ই বলুক তাকে গালাগালি করে না, এটা-ওটা খেতে দেয়। ভালমন্দ খোঁজ নেয়।

তেলের শিশিটা পেয়ে এবারও কিছুক্ষন গজগজ করল গুলচেহারাবানু। বেশ একচোট নিল পরানের ওপর। ভূতোকে ছোটমানুষ পেয়ে, ভালমন্দ কিছু বলে না দেখে সাহস বেড়ে গেছে তার। নিজে গেলে ঠিক দেখে আসত সে কতবড় ঠকবাজ হয়েছে।

ভুতোকে বলল, ‘দাঁড়া, যাস না।’

বলে তেলের শিশিটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল। ভুতো সেখানে দাঁড়িয়েই থাকল কিছুক্ষন। তারপর অপেক্ষা করে করে একসময় বসে বড়ল বারান্দায়, ঠান্ডা মাটিতে। একটুপর গুলচেহারাবানু একটা বাটিতে করে চিড়ে এনে ওকে দিল।

‘নে-খা’, বলে ওর সামনে বাটিটা রেখেই চলে গেল ভেতরে।

কাঁসার বাটিতে একটু শুকনো চিড়ে আর একটুকরো গুড়। ভূতো একটু একটু করে খেতে থাকল। তারপর যখন দেখল ওর খালা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে, ওর দিকে ঘুরেও তাকাচ্ছে না তখন বুঝল এখন আর ওকে ডাকবে না। এখন ওর করার মত কোন কাজ নেই বাড়িতে। বাকি চিড়েটুকু প্যান্টের ঢোলা পকেটে ঢেলে বাটিটা ঘরে রেখে বাইরে রওনা হল। হাঁটতে হাঁটতে একটু একটু করে চিড়ে মুখে দিতে লাগল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই দেখল ন্যাপা যাচ্ছে ওর ছাগলের গলার দড়ি ধরে টানতে টানতে। মনে হচ্ছে যেন ছাগলই ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওকে থামিয়ে একমুঠো চিড়ে দিল ওর হাতে। তারপর সে তার ছাগলটা নিয়ে চলে যেতে ভুতো জঙ্গলে ঢুকল। ওদের বাড়ি থেকে একেবারে কাছেই জঙ্গল। কতরকম যে গাছ, ভুতো নিজেও নাম জানে না সবগুলোর। বিশাল বিশাল গাছ মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে। অনেক যায়গায় সুর্যের আলো মাটিতে পৌছে না। একবার সেখানে ঢুকলে গা ছমছম করে। একটাও বাড়িঘর নেই আশেপাশে। যায়গাটাকে কেউ বলে জঙ্গল, কেউ বলে বন।

ভুতো যেখানে ঢুকল সেখান থেকে একটু বামে গেলেই বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে মাটির ছোট্ট রাস্তা। সেদিক দিয়ে হাঁটতে লাগল ভুতো। মটমট করে শব্দ হচ্ছে বাঁশঝাড়ে। একবার তাকাল সেদিকে।

সবাই বলে ওখানে নাকি ভুত থাকে। একা কেউ যায় না ওদিক দিয়ে। একা কাউকে পেলেই নাকি ধরে ঘাড় মটকে দেয়। ভুতো মোটেই ভয় পায় না ভুতকে। ভুত কি তার শত্রু? বরং ভুতকে পেলে খুশিই হবে সে। দুটো আলাপ করা যাবে বেশ। ওরা নিশ্চয়ই অনেক মজার মজার গল্প জানে। ওরা কত যায়গায় ঘুরে বেড়ায়, কতকিছু দেখে।

কিন্তু আজও ভুতোর ভুত দেখা হল না। কেউ বের হল না ওখান থেকে। ভুতো দেখল বাতাসেই একটা বাঁশের সাথে আরেকটা বাঁশের ঘষা লেগে শব্দ হচ্ছে মটমট মটমট। একেই সে প্রথমে ভেবেছিল ভূতের শব্দ। কি কান্ড!

যাকগে- ভুতো পা বাড়াল সামনে। জঙ্গলের আরো ভেতরে।

একটু সময় পেলেই জঙ্গলে বেড়াতে আসে ভুতো। ওর খুব ভালো লাগে জঙ্গলে হেঁটে বেড়াতে। বড়বড় গাছপালায় প্রায় অন্ধকার। পায়ের কাছে ঠান্ডা মাটি। খুব গরমের দিনেও ঠান্ডা। চারিদিকে পাখির ডাক। কতরকম যে পাখি। দোয়েল, শালিক, ছাতারে, ঘুঘু। ভুতো কান পেতে পাখির ডাক শুনতে লাগল। আর তখুনি ও যেন অন্য কোন শব্দ শুনতে পেল। কে যেন কথা বলছে আশেপাশেই কোথাও। শুনতে পেল দুজন লোক কথা বলছে। আসলে কথা বলছে একজনই, আরেকজন হুঁ-হ্যাঁ করছে।

একজন বলল, ‘আসল যায়গা খুঁজে বের করাই কঠিন।’

আরেকজন বলল, ’হুঁ’।

আগেরজন বলল, ‘ওর কথাবার্তা ঠিক আছে কি-না কে জানে। ব্যাটা মিথ্যেও বলতে পারে।’

আরেকজন বলল, ’হুঁ‘।

একটুপর আগেরজন আবার বলল, ‘নুরুকে হাতে রাখতে হবে। কখন কে এরমধ্যে নাক গলায় ঠিক নেই।’

আরেকজন বলল, ’হুঁ‘।

নুরু কে? একবার ভাবল ভুতো। ওদের স্কুলে পড়ে এক ছেলে, তার নাম নুরু। ওর বাবা খুব ভাল চানাচুর বানায়। প্যাকেট করে বিক্রী করে। ওরা গেলে

এমনিতেই খেতে দেয়। গ্রামের একেবারে শেষ মাথায় ওদের বাড়ি। তাকে হাতে রাখতে যাবে কেন এরা?

নিশ্চয়ই অন্য কোন নুরু। বড় মানুষ। তাহলে নিশ্চয়ই নুরু দারোগা। তাই হবে।

নুরু দারোগাকে দেখলেই ভুতোর হাঁসি পায়। এই লোক চোর ধরবে কি করে? এতবড় ভুড়ি। ঠিকমত হাঁটতেও পারেনা। থপথপ করে হাঁটতে দেখলে হাঁসের কথা মনে হয় ভুতোর। ওর সামনে দিয়ে চোর দৌড়ে গেলেও ধরতে পারবেনা। আর চোর কি দৌড় না দিয়ে নিজে ওর কাছে এসে দাঁড়াবে? এসে বলবে, আমাকে ধর? সে তাহলে খুব বোকা চোর। ওদের গ্রামের সরাফত আলী নাকি চোর। সে খুব চালাক। কোনদিন কেউ তাকে চুরি করতে দেখেনি তবু সবাই বলে সরাফত চোর। রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে।

কিন্তু এই লোকগুলো কি করছে এখানে? ভুতোর খুব কৌতুহল হল। যেদিক থেকে কথার শব্দ এসেছিল সেদিকে সে হাঁটতে শুরু করল। কয়েক মিনিট পরই সে দেখতে পেল দুজন লোককে। ভাল প্যান্ট-সার্ট পড়নে। তারমানে এই গ্রামের কেউ না। অন্য গ্রামেরও না। শহরের লোক।

একজন বসে আছে একটা গাছের গোড়ায়। গাছের গুড়ির ওপর বসে গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। বেশ মোটাসোটা লোক, মাথায় অল্প চুল। হাতে গোলমত কি যেন নাড়াচাড়া করছে। ওটা দিয়ে জমি মাপতে দেখেছে ভুতো। ফসলের জমি মাপে, বাড়ি তৈরীর সময় যায়গা মাপে।

এরা কি জমি মাপার লোক? একবার ভাবল ভুতো। লোকটার পায়ের কাছেই একটা কালো রঙের কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ পড়ে আছে। মনে হয় ওটার মধ্যে করে এনেছে।

আরেকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। এই লোকটা বেশ লম্বা। কুচকুচে কালো মোটা গোঁফ। লম্বা লম্বা চুল। জামার হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো।

প্রথমে দুজনের কেউই দেখতে পায়নি ভুতোকে। ভুতো এক যায়গায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে ওদেরকে। তারপর বসে থাকা মোটা লোকটাই আগে দেখতে পেল তাকে। দেখেই রীতিমত ধমকে উঠল সে।

‘এ্যাই, তুই কে?’

‘আমি ভুতো।’ ভুতো উত্তর দিল।

www.MurchOna.com

আরেকজন লোকও ঘুরে দাঁড়িয়েছে কথা শুনে। এখন দুজনই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এমন অবাক যেন আর কেউ হয় না। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুজন। তারপর ভুতোর দিকে অবাক হয়ে চেয়েই থাকল।

ভুতো খুঁজে পেল না এতে অবাক হওয়ার কি আছে। ওর নাম ভুতো, একটু দূরেই ওদের বাড়ি, ও হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসেছে। এতে অবাক হওয়ার কি? যেন ওর নাম ভুতো হতে নেই, কিংবা ওর এখানে আসতে নেই। যেন সে কোন অন্যায় কাজ করেছে।

দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা এবার ধমকে উঠল ওর দিকে তাকিয়ে।

'এখানে কি করিস?'

'বেড়াই।'

'এটা বেড়ানোর যায়গা? যা ভাগ এখান থেকে।'

শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল ভুতোর। তার বাড়ির কাছে সে বেড়াবে না-তো কি ওরা বেড়াবে? আর তাকে ধমকাবে? ওরা না হয় বড়, তাই বলে ছোটদের দেখলেই ধমকাতে হবে? বড় মানুষগুলোই এমন, ছোটদের দেখলেই ধমকায়। জানে ছোটরা ওদের সাথে পারবে না, তাই।

এটা যেন ওদের কেনা জঙ্গল। হুঁহ।

মন খারাপ করে সে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল গাছপালার ভেতর দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে গেল। ওদের চেয়ে এই গাছপালা, বনের পাখি অনেক ভাল। কখনো ভুতোর সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি কেউ। বরং গরম লাগলে গাছগুলি পাতা দিয়ে বাতাস করে, মন খারাপ হলে পাখিরা গান শোনায়।

গাছ থেকে টুপ করে একটা ফল পরল ভুতোর পায়ের কাছে। ভুতো ওপরে তাকিয়ে দেখল গাছের ডালে বসে একটা পাখি তাকিয়ে আছে তারদিকে। কালো রঙের পাখি, গলার কাছে সাদা। বিশাল বাঁকানো ঠোঁট। তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তাকে দেখেই ফলটা ফেলে দিয়েছে। এখন দেখছে ভুতো কি করে। ভুতো সেটা হাতে তুলে নিল। সফেদা। বেশ লাগে খেতে। সেটা খেতে খেতে ভুতো হাঁটতে লাগল।

বনের অনেক ভেতরে, যে যায়গায় ভাঙা একটা দেয়াল রয়েছে, সবাই বলে একসময় রাজবাড়ী ছিল, সেখানে এসে পরল ভুতো। ভাঙা দেয়ালের সামনে ছোট বটগাছের নিচে বসে থাকে উদাসীবাবা। এখানে বসে থেকে কি করে সে-ই জানে। কোন কাজকম্ম করে না। কোথাও যায়ও না। নড়েই না যায়গা থেকে।

মাঝে মাঝে দুএকজন এসে তার সামনে খাবার দিয়ে যায়, তা-ই খায়। ভুতো কখনো খেতেও দেখেনি। খাবারগুলো সেখানেই পরে থাকে, পরদিন আর দেখা যায়না। নিশ্চয়ই সবাই চলে গেলে তখন খেয়ে নেয়। অন্যসময় চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। কেউ কেউ তার সামনে বসে কান্নাকাটি করে, তখনো চোখ খোলে না। তবু লোকজন আসে এখানে। অসুখ হলে আসে, বাড়িতে চুরি হলে আসে। কোনরকম বিপদআপদ হলেই আসে। আবার কেউ কেউ ভালকিছু হলেও আসে। সেবার পোদ্দারকাকুর ছেলে হওয়ার পর এসে একছড়া কলা রেখে গেল সামনে। তবে এমনি এমনি কেউ এদিকে আসতে চায় না। জায়গাটা একেবারে জঙ্গল। সাপ, বিছের ভয়। সেজন্যই যায়গাটা সবসময় একেবারে শান্ত। পাখিরাও এখানে ডাকেনা। চুপ করে থাকে উদাসীবাবার মতই।

ভুতো কি মনে করে হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে পরল। উদাসীবাবার সামনে যে ফাঁকা যায়গাটা আছে, তার সামনে যে ছোট একটা বেগুনি ফুলের ঝোপ, সেখানে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদাসীবাবাকে দেখতে লাগল। এখনও উনি বসে আছেন বরাবরের মত। বইতে ছবি দেখেছে ভুতো, ঋষি মশাই বসেন পুজায়, ঠিক তেমনি করে। লম্বা একটা সাদা কাপড় গায়ে জড়ানো। লম্বা লম্বা জট পাকানো চুল দাঁড়ির সাথে মিশে গেছে। দুপায়ের ওপর দুহাত রেখে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন একা একা।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভুতো একবার ভাবল আরো কাছে যাই। গিয়ে সামনে বসে থাকি। এখানে ওকে কেউ কিছু বলতে আসবে না, কেউ ধমকাবে না। বেশ কিছুক্ষন বসে থাকা যাবে। আরেকবার ভাবল চলে যাই এখান থেকে। শুধু শুধু উনাকে বিরক্ত করে কি হবে।

ভুতো ঠিক করতে পারল না কি করবে। সে শুধু তাকিয়েই থাকল উদাসী বাবার দিকে।

আর তখনই, কি অবাক কান্ড-, ভুতো দেখল উদাসী বাবা ডানহাত উঁচু করেছে ওরই দিকে। ওকে ডাকছে।

হতভম্ব হয়ে গেল ভুতো। ও যতবার এসেছে একবারও উদাসীবাবাকে নড়াচড়া করতে দেখেনি। আর এখন তাকে ডাকছে!

ভুতো গুটিগুটি পায়ে সামনে এগোল। একেবারে কাছে, চার=পাঁচ হাত দুরে এসে থামল। ততক্ষনে হাত আবার আগের যায়গায় চলে গেছে। আবার আগের মত বসে আছেন উদাসীবাবা। চোখ বন্ধ। দুহাত দুপায়ের ওপর রাখা। একবার

চোখ কচলাল ভুতো। ভুল দেখেনিতো! হয়ত উদাসীবাবা এভাবেই বসেছিলেন সর্বক্ষন। কখনোই হাত নাড়েননি। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ভুতো।

না, ভুতো ভুল করেনি। ও দেখতে পেল আবার উদাসীবাবার হাত নড়ল। এবার বসতে বলল ওকে হাত নেড়ে। সাথেসাথে সেখানেই বসে পরল ভুতো। একবারে উদাসীবাবার সামনে।

ভুতো অনেকক্ষন বসেই থাকল তারদিকে তাকিয়ে। সোজা উদাসীবাবার মুখের দিকে তাকিয়ে। দেখল একটা মাছি তাঁর মাথার ওপর থেকে হেঁটে হেঁটে কপালের দিক দিয়ে চলে গেল। তখনও এতটুকু নড়লেন না উদাসীবাবা। যেমন বসে ছিলেন তেমনি বসেই থাকলেন। ভুতোও বসে থাকল উদাসীবাবার সামনে। তারই মত দুপা ভাজ করে। দুহাত একসাথে জড়ো করে পায়ের ওপর রেখে।

এবারে ঘটল আরো মজার কান্ড। উদাসীবাবা আবার হাত উঠালেন। ডানহাত সোজা সামনের দিকে। ভুতো দেখল সেই হাতের তালুতে একটি তাবিজ। চারকোনা তাবিজ। বেশ বড়। সাথে মোটা কালো সুতা লাগানো। ভুতোর দিকে এমনভাবে বাড়িয়ে ধরেছে যে সে নেয়ার জন্য হাত বাড়াল।

ভুতো সামনে হাত পেতে আছে। এদিকে তাবিজটি উদাসীবাবার হাতের তালুতে। ভুতো সেখানে হাত দিয়ে তুলে নিল না। এখনও সে জানে না উদাসীবাবা কেন ওটা বাড়িয়ে ধরেছে তার দিকে। একসময় সে দেখল তাবিজটি হাতের পাশ দিয়ে ঝুলে পরল একদিকে। এখন শুধু সুতার সাথে আটকে আছে উদাসীবাবার হাতে। ঝুলে আছে হাত থেকে। তখন ভুতো ধরল সেটাকে। উদাসীবাবার হাত আবার ফেরত গেল আগের যায়গায়। আর ভুতো সেটাকে মুঠোর মধ্যে এনে ভাল করে দেখল।

এতবড় তাবিজ সে আগে দেখেনি। কেমন সুন্দর নক্সা করা। কালচে রঙ। যেন ছোট একটা বাক্স। মুঠোর মধ্যে তাবিজটা ধরে উদাসীবাবার দিকে আবার তাকাল ভুতো।

তাকে এটা দিল কেন? লোকে তাবিজ পরে অসুখ হলে। তাতে নাকি অসুখ ভাল হয়। ওর তো কোন অসুখ নেই। কখনো অসুখ হয় না। তাহলে? এটা কি অন্য কিছুর তাবিজ? কোন কোন তাবিজ থাকলে নাকি সাপ কামড়ায় না। কোন কোন তাবিজে ভুত ধরে না। কোন তাবিজ থাকলে বিপদ হয় না। সেরকম কিছু?

উদাসীবাবার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল ভুতো। আর তক্ষুনি কে যেন কথা বলল, ‘ভাল করে রেখে দিস। হারাস না।’

উদাসীবাবার দিকে তাকিয়েছিল ভুতো। তিনি কথা বলেননি। কেউ কথা বললে তার ঠোঁট নড়ে, উদাসীবাবার ঠোঁট নড়েনি। নড়লে ভুতো দেখতে পেত। কে বলেছে দেখার জন্য চারিদিকে তাকাল ভুতো। কাউকে দেখতে পেল না। ওর চারিদিকে শুধু গাছপালা। আর উদাসীবাবার পেছনে ভাঙা দেয়াল।

কিন্তু কেউ কথা বলেছে। সে ভুল শোনেনি। ভুতো নিশ্চিত, তাকেই বলেছে। তাকে ভাল করে রাখতে বলেছে তাবিজটা।

আবার উদাসীবাবার দিকে তাকাল ভুতো। আবার হাত নড়ছে। এবার তাকে যেতে বলল। সাথেসাথে উঠে দাঁড়াল ভুতো। যেতে বললে সেখানে থাকা উচিত না, জানে সে। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ভুতো। সে চলে যাবে। মুঠোর মধ্যে তাবিজ ধরে সে হাঁটতে লাগল যেদিক দিয়ে এসেছে সেদিকে। ফাঁকা যায়গাটা পেরিয়ে বনের ধারে এসে সে আরেকবার তাকাল উদাসীবাবার দিকে। আর কি কান্ড-

ভুতো দেখল ওর সামনে বটগাছ নেই। উদাসীবাবাও নেই। আগের কোন গাছপালা নেই। তার বদলে সেখানে একটি বাড়ি। সাদা ধবধবে বিশাল বাড়ি। নানারকম লাল-সবুজ-সোনালী নক্সায় ঝলমল করছে বাড়িটা। দোতলার সমান উচু। কতরকম নক্সাকাটা তাতে। লতাপাতা, ফুল, পাখি এসব আঁকা। দেয়ালে, থামের সাথে, দরজায়। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ সবরকম রঙ। এমন বাড়ি ভুতো দেখেনি কখনো।

স্বপ্ন দেখছে না-কি?

একবার চোখ কচলাল ভুতো। তারপরই দেখল বাড়ি উধাও। সেই আগের যায়গা। সেই বটগাছ, পেছনে সেই ভাঙা দেয়াল। শুধু সামনে বসা উদাসীবাবা নেই। সে যায়গাটা একেবারে ফাঁকা। চিহ্নমাত্র নেই উদাসীবাবার। যেন কোনকালেও ওখানে কেউ ছিল না।

হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ভুতো। এসব কি ঘটছে? পুরোটাই কি স্বপ্ন?

না-তো। ওর হাতে এখনো তাবিজ ধরা। এটাই ওকে দিয়েছে উদাসীবাবা। ভাল করে রাখতে বলেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষন ভাবল ভুতো ওর কি করা উচিত। একবার ভাবল কারো সাথে আলাপ করলে হয়। সাথেসাথে গনি স্যারের কথা মনে হল ওর। কান উচু করে ও শুনতে পেল গনিস্যার রাজা লক্ষন সেনের কথা বলছেন। তারমানে ছাত্রদের ইতিহাস পড়াচ্ছেন। এখন ওখানে যাওয়া যাবে না তাহলে। আর তক্ষুনি ওর মনে হল ওকে দোকানে যেতে হবে। সেখানে কত কাজ। বাবা

একা চারিদিক দেখে রাখতে পারেনা। লোকজন এটা ওটা চুরি করে। দাম না দিয়েই চলে যায়। দোকানে যেতে হবে।

তাবিজটা পকেটে রেখে আবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পরল ভুতো।

২

ভাল করে ভাবল ভুতো। ওকে তাবিজটা ভাল করে রাখতে বলেছে। হারাতে নিষেধ করেছে। কোথায় রাখবে সে? লুকিয়ে রাখবে কোথাও? নাকি হাতে বাঁধবে? অন্যরা যেমন বাঁধে। হাতে বাঁধতে হলে কারো সাহায্য লাগবে। সে একাএকা একহাতে বাঁধতে পারবে না। আর কারো কাছে গেলেই তাকে বলতে হবে সবকিছু। সে এক ঝক্কি। ভুতো দেখেছে সবাই বিনা কারনেই কেমন কথা বলে। এ কান থেকে সে কান, তারপর সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পরবে সে কথা। অনেকে উদাসীবাবার কাছে তাবিজ চেয়েছে, পানিপড়া চেয়েছে, উদাসীবাবা কাউকে কিছু দেয়নি। আর সে না চাইতেই তাকে তাবিজ দিয়েছে একথা বিশ্বাস করবে কে? তাকেই খোঁচাবে সবাই মিলে।

বেশি কথা পছন্দ করে না ভুতো। দরকার নেই বাবা, তারচেয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখি।

দুপুরে বাড়িতে খেতে এসে প্রথমেই তাবিজ লুকিয়ে রাখার যায়গা খুঁজল ভুতো। সবচেয়ে ভাল হয় কোথাও পুতে রাখলে। কেউ জানতে পারবে না। ওদের উঠোনের বামদিকে ছোটছোট গাছপালা। কয়েকটা কলাগাছ। ওখানে মাটি নরম। সহসা কেউ খুঁড়তে যাবে না। ওখানে কোন গাছের কাছে লুকিয়ে রাখলে হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়গা বাছতে লাগল ভুতো। তাবিজ বের করে হাতে ধরল। আর তক্ষুনি আবার-

ভুতো দেখতে পেল ওর সামনের দৃশ্য পালটে গেছে। ওদের তেঁতুল গাছটা নেই, কাঠাল গাছটাও নেই। সেখানে কি যেন গাছ সার বেঁধে লাগানো। সবগুলো সমান সমান গাছ, গাঢ় রঙের ঝকঝকে সবুজ পাতা। তারই মধ্যে দিয়ে রাস্তা। পরিস্কার ঝকঝকে রাস্তা। রাস্তায় লোক। ভুতো দেখল কয়েকজন লোক, ঝলমলে পোষাক পরা, হেঁটে গেল। ওদের হাতে লাঠির মত কি যেন। মাথায় লোহার ফলা লাগানো। এগুলোকে বলে বর্শা। ওরা যাকে বল্লম বলে তারই মত, তবে মাথা অনেক চওড়া আর নক্সা করা। সেখানে একটুকরো লাল কাপড় বাঁধা। একজনের কোমড়ে তলোয়ার ঝোলানো। তার পেছনে একটা ছোট সাজানো ঘর, চারজন ঘাড়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ওটার নাম পাল্কি, জানে ভুতো। আগে মানুষ ওতে করে

চলাফেরা করত। নক্সাদার পাল্কি। ভেতরে কে যেন বসে আছে। মোটাসোটা একজন লোক, উচু পেটটা দেখা যাচ্ছে। তার গায়েও নক্সাকরা পোষাক। মুখ দেখা যাচ্ছে না। পাল্কির পেছনে আরো কয়েকজন বর্শাহাতে লোক। তারপরই, হাতবাঁধা একজন লোক। তাকে নিয়ে যাচ্ছে দুজন হাতে বাঁধা দড়ি ধরে টেনে টেনে। লোকটা হাঁটতে পারছে না। পরে পরে যাচ্ছে। তখনই পেছন থেকে একজন ধাক্কা মারছে। পরে যাওয়া চলবে না।

হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল দৃশ্যটা। আবার আগের মতই সবকিছু। সেই তেঁতুল গাছ, সেই কাঠাল গাছ। সেই হেঁটে চলা রাস্তা।

ভুতো ভয় পেল না। তাকাল হাতের তাবিজের দিকে। এটাই- এরই জন্য এসব হচ্ছে। এটা হাতে থাকলেই সে কিসব দেখতে পাচ্ছে। অনেক মজার মজার গল্প শুনেছে ভুতো। আলাদিনের প্রদীপ, যাদুর চাদর, যাদুর আঙটি। এটাও তেমনি। যাদুর তাবিজ। এটা হাতে রাখলে মজার মজার ঘটনা দেখা যায়।

ঘুরে এসে বারান্দায় বসল ভুতো। ওর সামনে কেলো হেঁটে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা, ও-ও কি দেখতে পাবে এসব? একবার নিজেকেই প্রশ্ন করল ভুতো। তারপর কেলোকে ধরে এনে বারান্দায় বসাল। তাবিজের সুতোটা ওর গলায় জড়িয়ে ধরে রাখল ওকে। তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

কেলো কিছুই করল না। চুপ করে বসে থাকল। তারপর সামনে কি একটা পোকা দেখতে পেয়ে ভুতোর হাত ঠেলে উঠে লাফ দিল। দৌড়ে চলে গেল একদিকে।

তাবিজটা আবার পকেটে রাখল ভুতো। নাহ- কেলো ওসব কিছু দেখেনি। হয়ত ও বেড়াল বলেই। অন্য কোন মানুষ হলে ঠিকই দেখতে পেত। যেমন ও দেখেছে। দু-দুবার। তাবিজটা আর মাটিতে পুঁতে রাখা হল না। ওটা পকেটে নিয়েই আবার দৌড়াল দোকানের দিকে। রাত পর্যন্ত থাকতে হবে সেখানেই।

৩

ভুতোদের গ্রামের নাম নিশিথপুর। লোকের মুখেই নামটা বেশি প্রচলিত। অনেকে অবশ্য পুরো নামটাও বলে না। বলে নিশিপুর। কেউ কেউ নিশাপুরও বলে। একমাত্র ওদের স্কুলের সামনে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে পুরো নাম, নিশিথপুর সরকারী বিদ্যালয়। আর কোথাও লেখা দেখেছে বলে ভুতোর মনে পড়ে না। গ্রামে কোথাও কোন সাইনবোর্ড নেই। ভুতোদের দোকানের নেই, অন্য কোন দোকানেরও নেই। নিশিথপুরের মানুষগুলো এতেই অভ্যস' হয়ে গেছে। নিজের জমি থাকলে সেখানে চাষবাস করে, নয়ত অন্যের জমিতে মজুর খাটে। কেউ কেউ শহরেও যায় মজুর খাটতে, জিনিষপত্র বিক্রি করতে। আর বাকি সময়টা বসে গল্পগুজব করে। এমনকি এই গ্রামের লোকজনের সাথে অন্য গ্রামের লোকজনেরও যোগাযোগ তেমন নেই। কোথাও বেড়াতে যায় না কেউ, তাদের কাছেও কেউ বেড়াতে আসে না। যারা ব্যবসা করে তারাই কেবল বাইরে থেকে জিনিষপত্র কিনতে যায়।

নিশিথপুর গ্রাম থেকে সবচেয়ে কাছের শহরমত যায়গাটার নাম জাফরাবাদ। নিশিথপুর থেকে মাইল পাঁচেক দুরে। জাফরাবাদকে কেউ বলে সদর, কেউ বলে টাউন। টাউন বললেও জাফরাবাদকে দেখে আসলে একেবারেই শহর মনে হয় না। বেশির ভাগ ঘরবাড়িই টিনের। অল্প কয়েকটা দালানঘর রয়েছে এখানে ওখানে। একতলা কিংবা দোতলা। সেগুলিও পুরানো। এই এলাকার মানুষগুলিই আসলে গরীব। বাড়িঘরের যত্ন নেয়ার সামর্থ্য যেমন নেই, তেমন ইচ্ছেও নেই। যেভাবে চলে যাচ্ছে সেভাবেই দিন চালাচ্ছে।

সবসময় কিন্তু এমন ছিল না। একসময় এখানে জমজমাট ব্যবসা ছিল। জাফরাবাদ শহরের মাঝখান দিয়ে প্রতিদিন শতশত বাস যাওয়াআসা করত। নদী দিয়ে চলত চিনিষ বোঝাই নৌকা। সপ্তাহে দুদিন হাট বসত নদীর ধারে। দুরদুর থেকে লোকজন আসত এখানে। ধান-পাট, তাঁতীদের বোনা কাপড়, পাহাড়ের মত উচু করে রাখা মাটির হাড়িপাতিল এসব কেনাবেচা হত। হাটের দিন না হলেও বড়বড় বটগাছের নিচে দল ধরে লোকজন বসে গল্পগুজব করত।

ফলে লোকজনের হাতেও টাকাপয়সা থাকত। নিজেদের জমির ফসল, শাকসবজি, হাঁসমুরগীর ডিম, হাতে তৈরী জিনিষপত্র বিক্রি করত হাটে কিংবা

www.MurchOna.com

বাসযাত্রীদের কাছে। তারাও টাটকা জিনিষ কম দামে পেয়ে খুশী হত। সবসময় লাইন ধরে বাস থেমে থাকত রাস্তার ধারে।

এমন সময় নতুনভাবে আরো চওড়া রাস্তা তৈরী হল জাফরাবাদ ছাড়িয়ে পাঁচ মাইল উত্তর দিক দিয়ে।

নতুন রাস্তা হওয়ার পর আগের রাস্তা একেবারে বাতিল হয়ে গেল। বড়বড় দোকানপাটও কিছুদিনের মধ্যেই উঠে চলে গেল নতুন রাস্তার ধারে। নতুন করে হাট বসল সেখানে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা গেল সেদিকে। অন্যদের কাছে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে তারাই বেশি দামে বিক্রি করত, লাভ হত তাদেরই। যাদের জিনিষ অল্প তারা অতদুর নিয়ে সুবিধে করতে পারত না। কাজেই যাদের সামর্থ্য নেই তারা থেকে গেল আর ক্রমেই আরো গরীব হতে থাকল। নতুন হাটকে এখন বলে বাজার। সেখানে যেন নতুন করে আরেকটা শহর গড়ে উঠছে। অনেকে বলে ওটাই নাকি নতুন জাফরাবাদ। এখন কেউ যদি বলে সদর, তাহলে বুঝতে হবে একেই বুঝাচ্ছে। সেখানে হাসপাতাল হয়েছে, নতুন নতুন স্কুল হয়েছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন ঘরবাড়ি তৈরী হচ্ছে।

ভুতো যে দুজন লোককে জঙ্গলে দেখেছিল তারা জাফরাবাদের বাসিন্দা না। নতুন্তপুরনো কোনটারই না। তবুও তারা দুজন বসেছিল জাফরাবাদের বাতিল হয়ে যাওয়া হাটের এক কোনে একটা ছোট টিনের ঘরে। ঘরে আরো একজন রোগাপাতলা লোক। লোকটির গালভাঙা, মাথায় সোজাসোজা অল্প কিছু চুল। কপালের দুপাশে লম্বা টাক। লম্বা নাক। নাকের ওপর মোটা কাঁচের চশমা।

এই লোকটির নাম মোহর আলী।

সে এখানেই থাকে। বহুদিন থেকে এই ঘরেই থাকে। নাম শুনলেই সবাই তাকে চেনে। তবুও এলাকার কারো সাথে তার সদ্ভাব নেই। তারসাথে কারো সাধারন আলাপটুকুও নেই।

মোহর আলী কি করে কেউ জানে না। কেউ তাকে কখনো কাজ করতে দেখেনি। তবু মোহর আলীর কোন অভাব নেই। কেউ কেউ বলাবলী করে তার কাছে সোনার মোহর রয়েছে অনেক। সেগুলো বিক্রি করেই সে চলে। দুএকজন তার ওপর নজর রেখে দেখার চেষ্টাও করেছে সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে ওগুলো। কিন্তু মোহর আলী খুব চালাক। কেউ তার মোহরের খোঁজ পায়নি। সবাই বলে মোহর আলী ভুতের মত চলাফেরা করে। কখন বাইরে যায়, কখন ফেরে, কোথায় যায় কেউ জানতে পারে না। কেউ কেউ আরো বাড়িয়ে বলে ও তুকতাক মন্ত্র জানে। মন্ত্র পড়ে মানুষের ক্ষতি করতে পারে। সেজন্যই কেউ লাগতে যায় না

ওর সাথে। ওকে দেখলেই দূর থেকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকে, নয়ত অন্যদিকে মুখ করে থাকে।

এখানকার লোকজনের সাথে সদ্ভাব না থাকলেও মোহরআলীর সাথে ভাল সম্পর্ক অনেক বড় বড় লোকদের। সে নিজে যেমন শহরে অন্য লোকের কাছে যায় তেমনি তার কাছেও শহর থেকে লোকজন আসে। যেমন ভুতোর দেখা লোক দুজন।

গত কয়েকদিন ধরেই তারা আসছে তার কাছে। মোহরআলীর সাথে এরা কি আলাপ করে কেউ জানে না। লোকজন শুধু দেখে আর নিজেদের মধ্যে নানারকম গুজব তৈরী করে। একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে যায়। যাবার সময় তার আরো ডালপালা গজায়। তারপর আরো। তাকে নিয়ে গল্প যেন উড়তে থাকে।

কেউ বলে লোক দুজন আদম ব্যাপারী। এখান থেকে লোকজনকে বিদেশে পাঠাবে। কদম আলীর বহুদিন থেকে বিদেশে যাওয়ার শখ। তার পরিচিত কে যেন কোন দেশে গিয়ে রাজার হালে আছে। মাসেমাসে টাকা পাঠায় সেখান থেকে। সে একদিন বিদেশে যাওয়ার শখ করে মোহরআলীর ঘরে ঢুকে ধমক খেয়ে ফিরল। তখন সবার মত অন্যদিকে গেল।

এরপর নতুন যে কথা চালু হল তা হচ্ছে মোহর আলী কিছু একটার কারখানা দেবে। শহরের লোকদুজন সেজন্যই তার কাছে এসেছে। মোহরআলী যায়গা ঠিক করবে কারখানার জন্য। মনেহয় ইটের ভাটা। ইট বানিয়ে বিক্রি করবে শহরে। সেজন্য যায়গা খুঁজছে।

কিন্তু ওরা ঘর থেকে বাইরে কোথাও যায় না। বাইরে থেকে এসে মোহর আলীর ঘরে ঢোকে, আর সেখান থেকে বেরিয়ে চলে যায়। কাজেই এই মতও বেশিদিন টিকল না।

এরই মধ্যে একদিন নুরু দারোগাকে দেখা গেল মোহরআলীর বাড়িতে। আবার নতুন করে গুজব ছড়াতে শুরু করল।

আগের দারোগা একবার মোহর আলীকে ধরে থানায় নিয়েছিল। সেদিনই ছেড়ে দিয়েছে। এখন মোহরআলী নিজেই থানায় যায় নিয়মিত। নতুন দারোগা নুরুর সাথে তার ভাল সম্পর্ক। লোকজনও সেজন্যই সরাসরি তারসাথে লাগতে যায় না। এদের সাথে দারোগাকে দেখে নতুন গল্প তৈরী হল। ওই লোকদুজন সরকারী গোয়েন্দা। এলাকায় কে কে অপরাধ করছে সেটাই দেখতে এসেছে। মোহর আলী চরের কাজ করছে, কে কি করছে সে খবর ওদের দিয়ে দিচ্ছে।

www.MurchOna.com

এর ফলে মোহরআলীকে ওরা আরো এড়িয়ে চলতে শুরু করল। এলাকার সবাই কমবেশি অপরাধ করে। অন্যকে ঠকায়, কমদামের জিনিষ বেশিদামে বিক্রি করে, টাকা ধার নিয়ে সময়মত ফেরত দেয় না, অন্যের সাথে গালাগালি মারামারিও করে। এজন্য যদি ধরে নিয়ে যায় তাহলে বিপদ। সবাই শুধু দুর থেকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকল ওদের কারবার। কেউই সামনে যেতে সাহস করল না।

মোহর আলীও যেন সেটাই চায়। সবাই যত দুরে দুরে থাকে তার কাজের তত সুবিধে। সে নিশ্চিনে-, আয়েস করে বসেছিল তার বিছানায়।

তারকাছে আগত লোক দুজনের মধ্যে মোটা যে তার নাম আক্কাস, আর লম্বা মোটাগোঁফ লোকটার নাম মোকসেদ। আক্কাস বসেছিল চেয়ারে, আর মোকসেদ একটা কাঠের বাক্সের ওপর। মোহরআলীর ঘরে দ্বিতীয় চেয়ার নেই।

মোকসেদের হাতে সিগারেট।

মোহরআলীর মুখ দেখে কখনোই মনের ভাব বোঝা যায়না। তবে এখন দেখলে মনে হবে সে বিরক্ত। বিরক্ত এই দুজন লোকের ওপর। মোহর আলী তার বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'আগেই কইছিলাম সাবধান হইতে, অহন তো পেজগি লাগাইলেন।'

মোকসেদ নামের লোকটা এতে বিরক্ত হয়ে ঘোতঘোত শব্দ করল। মোহরআলীর কথা পছন্দ হচ্ছে না তার। তাদের ওপর দোষ চাপাচ্ছে এই শুটকো লোকটা। এমন একটা নোংরা ঘরে থাকে, নোংরা পোষাক পড়ে, বসার মত একটা চেয়ার নেই, আর এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তার কথাই সব। রীতিমত হুকুম করছে তাদের। তাদের কথার কোন গুরুত্বই নেই। দেখিয়ে দেবে নাকি সে কি করতে পারে?

আক্কাস লোকটি ধীর সি'র। সে পরিসি'তি বোঝার চেষ্টা করছে। এখন মোহরআলী তার কাছে অন্ধকারে আলোর মত। তাকে চটানো যাবে না। সে ব্যাখ্যা করল তাদের কার্যকলাপ। সে বলল, 'আমরা পেজগি লাগাইনি। আমরা সেই সন্যাসীবাবাকে ভালভাবে বললাম আমাদের বাকি অংশটা দরকার। তা-সে কথাই বলেনা। আর তখন ও রেগে গেল। তারপর আমরা দেখতে গেলাম যায়গাটা।'

'পঞ্চাশহাজার টাকা দিতে চেয়েছি- তারপরও ব্যাটা মুখই খোলেনা।' রাগ ঝাড়ল আরেকজন।

'যা পারেন করেন, আমি এর মইদ্যে নাই।' আরো বিরক্তি দেখিয়ে একেবারে সাফ জবাব দিল মোহরআলী। ওদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

'আর আমাদের টাকা?' চটে উঠল মোকসেদ।

'ফেরত নিয়া যান।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে জানাল মোহরআলী, 'এই মগজ লইয়া কামে নাইমেন না। একটা কাউয়ারও এরচে বেশি বুদ্ধি থাকে।'

মোহরআলীর উপমা শুনে এবারে রীতিমত রেগে গেল মোকসেদ নামের লোকটা। তাকে কাকের সাথে তুলনা? কাকের সমান বুদ্ধিও তার নেই? রেগে উঠে দাঁড়াল সে।

মোটা লোকটা সাথেসাথে উঠে দাঁড়াল। দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে মোকসেদকে থামাল সে।

'বস, একটা কথা বলবে না।' ধমকে উঠল সে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে, 'টাকা তোমার না, আমার। যা করার আমি করব। ভাল না লাগে সময় থাকতে কেটে পর।'

রাগে ফোঁসফোঁস করতে লাগল মোকসেদ। তবে বিষয়টা বুঝল। টাকা আক্কাসের আর সহযোগিতা এই শুঁটকো লোকটার। এই দুই বাদ দিলে তার কোন মুল্যই নেই।

মোহরআলী তার যায়গা থেকে এতটুকু নড়েনি। সুযোগ পেয়ে আরেকটু হাত দেখাতে চাইল সে। সে জানে কখন কতটুকু কথা বলতে হয়। বলল, 'অহনও বোঝে নাই ক্যামনে ভজঘট পাকাইছে। উদাসীবাবারে যেমন তেমন মনে করচেন। হ্যায় আপনাগো চে অনেক বেশি শিক্ষিত। বিদেশে পড়ালেখা করছে। ক্যান যে সন্যাসী হইছে হেই কইতে পারব। তয় হ্যার লগে টক্কর দিতে যাইয়েন না। বুদ্ধির প্যাচে পারবেন না।'

রাগে কাঁপতে লাগল মোকসেদের শরীর। এই দুজনের একজনও তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। ওরা কি জানে না এক ঘুসি মারলে ওই শুটকোটা একমাস শুয়ে থাকবে। আর ওই মোটা-

থাক সেটা। এখন শক্তি দেখালে কাজ হবে না বুঝে ফেলেছে সেও। সময় হলে দেখা যাবে। আপাতত পরাজয় মেনে ধীরে ধীরে আগের যায়গায় ফিরল। ধপ করে বসল কাঠের বাক্সের ওপর। ক্যাচক্যাচ করে উঠল সেটা ওর চাপে। আক্কাসও গিয়ে বসল তার যায়গায়।

'আচ্ছা ঠিক আছে, মানলাম সব কথা। এখন কি করা যায়?' জানতে চাইল সে।

মোহর আলী বলল, ‘উদাসীবাবারে খুইজা বাইর করন লাগব। হ্যার কাছ থিক্যা নেওন লাগব জিনিষটা। হেইডা ছাড়া সারাজীবন খুইজ্যা মরলেও কাম হইতনা।’

‘একবার খোঁজ পেলে ঘাড় মটকে দেব।’ আবার ঘোতঘোত করল মোকসেদ।

মোহরআলী বাঁকা চোখে তাকাল তারদিকে। তারপর আক্কাসের দিকে ফিরল, ‘এইডারে সামলান। দরকার হয় গলায় চেন দ্যান।’

আক্কাস রাগী চোখে চেয়ে থাকল মোকসেদের দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ ভাল না মোটেই। এবার বোধহয় তাকে বাদ দিয়ে নিজেরাই কাজ করবে। মোকসেদ সেটা বুঝে চেষ্টা করল নিজেকে সামলাতে। পরিসি'তি তার প্রতিকুলে বুঝে সে উঠে ঘরের বাইরে গেল। হাতের সিগারেট রাগে ফেলে দিয়েছিল, এবার বাইরে গিয়ে নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাল। সে না পারছে এদের সাথে থাকতে, না পারছে এদের ছেড়ে যেতে।

মোকসেদ বাইরে যাওয়ায় খুশি হল দুজনেই। সামনের দিকে ঝুঁকল আক্কাস, ‘বেশ, এখন কি করা যায়?’

মোহরআলীও একটু সামনের দিকে ঝুঁকল। বাতাসের গন্ধ শুকল যেন নাক টেনে। তারপর বলল, ‘আপনেরা পারবেন না বুজছি। এইবার আমার নিজেরই দেখন লাগব।’

‘আচ্ছা, দেখবেন। সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার জানা থাকলে সুবিধে হত না?’ যতটা সম্ভব গলায় মধু মেশাল আক্কাস, ‘আমাদের যদি কিছু করার থাকে সেটা করতাম। সকলে মিলে কাজ করলে কাজ সহজ হয় অনেক।’

মোহরআলী তাকে দেখল ভাল করে। একটু যেন হাঁসি খেলে গেল তার মুখের কোনে।

‘আইচ্ছা শোনেন তাইলে।’ আরেকটু সামনে এগিয়ে এসে গলা আরো নিচু করে বলতে শুরু করল মোহরআলী, ‘জিনিষটার ওপর উদাসীবাবার কোন লোভ নাই। হ্যায় সব লোভের উপরে উইঠ্যা গ্যাছে। ওইডা কই লুকায়া রাখছে নয় কাউরে দিয়্যা দিছে। কোন কামডা করছে হেইডা আগে জানন দরকার। আপনেরা কাউরে দ্যাখছেন?’

‘না।’ বলল আক্কাস। তারপরই ভালভাবে চিন্তা করে বলল, ‘একটা ছোট ছেলেকে দেখেছিলাম ওখানে। আমরা যখন যায়গাটা দেখছিলাম তখন উঁকি

মারছিল। ধমক দেয়ায় চলে গেছে। ও, মনে পরেছে। ওই সন্যাসীর দিকেই যেতে দেখেছি।'

'তারপর?' লম্বা নাকটা কুঁচকে জানতে চাইল মোহরআলী।

আক্কাস বলল, 'তার একটু পরই আমরা আবার যাই সন্যাসীর ওখানে। যেয়ে দেখি সে নেই।'

'হুঁ।' নিজের লম্বা নাকটা ঘসল মোহরআলী। যেন গন্ধ পাচ্ছে ঘটনার, 'এইহানে কিছু একটা ঘটছে। পোলাডারে দ্যাখলে চিনবেন?'

আক্কাস উৎসাহ নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, লম্বা লম্বা কান। ছোট ছোট চুল। গায়ের রঙ কালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ওর নাম ভুতো।'

নিজের স্বরনশক্তির কথা ভেবে নিজেই খুশী হয়ে উঠল আক্কাস। ততটাই নিরুৎসাহিত হল মোহরআলী।

সোজা হয়ে বসে বলল, 'হেইডা আরেক ফ্যাসাদ। ওই পোলাডার দশটা চোখ দশটা কান। হ্যায় যদি এর মইদ্যে থাকে তাইলে বিপদ আছে।'

'সেটা আবার কি কথা!' অবাক হল আক্কাস, 'মোটে দশবারো বছরের একটা ছেলে।'

মোহরআলী বলল, 'ছোট বাঘও বাঘ বড় বাঘও বাঘ। গাধা বয়স বাড়লে বাঘ হয়না। ওই পোলা বাঘ হইয়াই জন্মাইছে। ওই পোলার চোখ এড়াইয়া ওই গেরামে ঢুকতে পারবেন না। আরেকবার যদি হ্যার সামনে পড়েন তাইলে খবর আছে। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলাইয়্যা সবকথা জানাজানি হইব।'

'অতটুকু একটা ছেলেকে এত গুরুত্ব দিতে হবে কেন?' তখনো অবাক ভাবটা যায়নি আক্কাসের। অবাক হয়ে জানতে চাইল আক্কাস।

মোকসেদ সিগারেট শেষ করে এসে ঘরে ঢুকল। আবার গিয়ে বসল আগের যায়গায়। বাক্সটা এবার কাত হয়ে পরে যাচ্ছিল। সে কোনমতে সোজা করে রাখল। মোহরআলীর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন মনেমনে গালি দিল বসার এমন ব্যবস্থা রাখায়।

মোহর আলী একবার শুধু চেয়ে দেখল তাকে। তারপর আক্কাসের দিকে মুখ করে বলল, 'আছে, কারন আছে। উদাসীবাবা মানুষ চেনে। জিনিষটা কারো হাতে দিলে হেইডা ওই পোলা। এরচে ভাল কাউরে খুইজ্যা পাইব না। হ্যার কাছ থিক্যা জিনিষ বাগান বড়ই কঠিন কাম।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল আক্কাস। আবার নাক গলাল মোকসেদ। সে বুঝেছে কার কথা বলা হচ্ছে।

'সোজা গলা টিপে ধরব। না দিয়ে যাবে কোথায়?'

'পারলে ধইরেন।' আর বিরক্তি ধরে রাখতে পারল না মোহরআলী, 'নিজে মইরেন না।'

মুখ খুলতে যাচ্ছিল মোকসেদ, সাথেসাথে থামাল আক্কাস। রীতিমত ধমকে উঠল সে সঙ্গির দিকে চেয়ে, 'কোন কথা না, একদম কোন কথা না।'

মোকসেদ পরাজয় মেনে মাথা নিচু করায় আবার মোহরআলীর দিকে ঘুরল সে, 'এখন কি করলে ভাল হয় তাই বলেন। শুধুশুধু কথা বাড়ালে তো চলবে না। কি করার আছে সেটা বলেন।'

একটু সময় নিয়ে ভাবল মোহরআলী। তারপরই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। গলা আরেকটু নিচু করে টেনে টেনে, যেন সুর করে বলল, 'অহন খোঁজটা আমারই নেয়া লাগব, আপনেরা পারবেন না।'

একটু থামল মোহরআলী। কেশে গলা পরিস্কার করল। তারপর বলল, 'তয় কতা কি জানেন, বেশি কাম করলে বেশি ট্যাকা লাগব। এইসব কাম বাকিতে হয়না।'

ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল আক্কাস। ইতিমধ্যেই অনেক টাকা তার হাত থেকে মোহরআলীর হাতে চলে গেছে। এখনও কাজের কিছুই হয়নি। শুধু পরিকল্পনাই চলছে।

মনে যাই হোক, মুখ খুলে সে কিছু বলল না। একে চটালে আগের সব টাকাই পানিতে যাবে। বরং আরো খরচ করে যদি কাজ হয় সেদিকেই যাওয়া যুক্তিসংগত, ভাবল সে। তার সঙ্গি মোকসেদের দিকে তাকিয়ে দেখল সে মাথা নিচু করে বসে আছে।

তার বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার মন খারাপ। তার কথার কোন দামই দিচ্ছেনা এরা। মোহর আলী তো বটেই, তার সঙ্গীও না। সে মনে মনে ভাবছে একবার সুযোগটা আমার হাতে আসুক। আমিও দেখে নেব। ওই শুটকোর জন্য একটা ঘুসি। আর মটুর সাহস হবে না তার সাথে লাগে। যাকিছু করার এরা করুক আগে। জিনিষ হাতে আসুক।

আক্কাস মোহর আলীর কথা মেনে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। এখন দুই হাজার দিচ্ছি। আর নেই সাথে। আপনি কাজ করে যান। টাকার চিন্তা করতে হবে না, জিনিষ পাওয়ার ব্যবস্থা করেন।'

পকেট থেকে টাকা বের করল আক্কাস।

মোহর আলীর হাতে দেয়ায় সে ভালভাবে একটা একটা করে দেখল সেগুলো। সবগুলো একশ টাকার নোট। জাফরাবাদের মত এলাকায় একশ টাকা অনেক টাকা। এরমধ্যে একটা নকল টাকা থাকলে সেটাই অনেক বড় ক্ষতি।

টাকাগুলো দেখে আরেকবার গুনে কোমড়ে গুঁজে রাখল মোহর আলী। তারপর ওঠার প্রস'তি নিল।

তারমানে ওদেরকেও উঠতে হবে এখন।

মোহরআলী বলল, 'তাইলে ওই কথাই রইল। কালদিন পর খোঁজ নিয়েন। আমি এর মইধ্যে খোঁজখবর করি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' বলে উঠল আক্কাস।

মোকসেদকে সাথে নিয়ে সে বাইরে বের হল। ওরা চলে যাওয়ার একটু পরই মোহর আলীও বের হয়ে ঘরে তালা লাগাল। তারপর বগলে একটা ছাতা নিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওদের পথের উল্টোদিকে।

৪

দোকান বন্ধ করার পর ভুতো যখন বাড়ির দিকে রওনা হল তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। বেশ কিছুটা পথ হাঁটতে হয় ওকে। একেবারে ফাঁকা পথ। এসময় কেউই থাকেনা রাস্তায়। হাঁটতে হাঁটতে মাটির পথটা থেকে একসময় নিচে নেমে পরল ভুতো। ঘাসের পথ দিয়ে কিছুদুর গিয়ে জামগাছটার দিকে ঘুরল।

তাবিজটা নিয়ে ভেবে কোন কুলকিনারা করতে পারেনি সে। উদাসীবাবা তাকে সেটা দিলই বা কেন, সাবধানে রাখতে বলল কেন। আর সেটা হাতে রাখলে এমন সব অদ্ভুত দৃশ্যই বা দেখতে পায় কেন?

অনেকবার সে ভেবেছে বিষয়টা নিয়ে গনিস্যারের সাথে আলাপ করার কথা। এখনও সেটা হয়ে ওঠেনি। এখন একবার গনিস্যারের সাথে দেখা করা যাক। গনিস্যার একমাত্র ব্যক্তি যিনি সহজে তার কথা বুঝবেন। ভাল পরামর্শ দেবেন।

গনিস্যারের বাড়িটা ফাঁকা যায়গায়। আর কোন বাড়ি নেই আশেপাশে। বাড়ির একদিকে ছোট্ট একটা ডোবা, সবসময় পানায় ভর্তি হয়ে থাকে, ধার দিয়ে বেশ কিছু কলাগাছ। তার পাশ দিয়ে একেক সময় একেক ধরনের শাকসবজি লাগানো থাকে। এখন কচুশাকে যায়গাটা ভর্তি। একটা বড় পুইগাছ উঠে গেছে শুধু মাচার ওপর দিয়ে।

গনিস্যার একাই থাকেন বাড়িতে। এসব গাছের দেখাশোনা তিনি নিজেই করেন। নিজেই রান্নাবান্না করে খান। আর একা একা পড়াশোনা করেন।

পুরো বাড়িটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। একযায়গায় কাঠের দরজা। সেখানে গিয়ে ভুতো দেখল দরজাটা বন্ধ। ভেতর থেকে খিল আটকানো। মনেহয় শেয়াল টেয়াল এসে ঢুকে পরে সেজন্য। ভুতো ঘুরে বাড়ির পেছনদিকে ঘরের জানালার কাছে গেল।

ঘরে আলো জ্বলছে। ভুতো দেখল গনিস্যার পড়ছেন। হারিকেনটা মাথার পেছনে টেবিলের কোনায় রাখা। তারই কাছে বালিশ উচু করে তাতে মাথা দিয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। বইটা উচু করে ধরা। বইয়ের আড়ালে থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না জানালা দিয়ে।

ভুতো আসে- করে ডাকল, 'স্যার।'

'কে?' চমকে উঠলেন গনিস্যার।

ভুতো তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'আমি স্যার, ভুতো।'

বইটা সামনে থেকে সরিয়ে অবাক হয়ে ওকে দেখলেন গনিস্যার। সত্যিই ভুতো। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ও। ওখানে কি করিশ?'

ভুতো বলল, 'স্যার আপনার সাথে কথা বলব। ওদিকে দরজা বন্ধ।'

ভুতো সবসময়ই গুছিয়ে কথা বলে। একমাত্র এই ছেলেটিই তার কথামত শুদ্ধকরে কথা বলে। গনিস্যার এজন্যই ওকে অন্যদের থেকে আলাদা চোখে দেখেন। নিশ্চয়ই গুরুত্বপুর্ন কোন বিষয়। ভুতো অকারনে কাউকে বিরক্ত করার ছেলে নয় মোটেই। তিনি উঠে বসলেন।

গলা স্বাভাবিক করে ভুতোকে বললেন, 'আচ্ছা, সামনের দিকে আয়। আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।'

ভুতো ঘুরে আবার সামনের দরজার দিকে গেল। দরজা খুলে তাকে ভেতরে আসতে বললেন গনিস্যার।

'আয়, ঘরে আয়।' বলে নিজেই আগে হেঁটে ঘরে ঢুকলেন। পেছনে পেছনে ঢুকল ভুতো। গনিস্যার গিয়ে বিছানায় বসলেন।

'বস ওখানে। ওই চেয়ারে বস।'

ভুতো আগে কখনো তার সামনে চেয়ারে বসেনি। তবুও ইতস্তত না করে বসে পরল। সরাসরি কাজের কথায় গেল সে। বলল, 'উদাসীবাবা আমাকে একটা তাবিজ দিয়েছে।'

গনিস্যার বোধহয় একটু চমকালেন।

এধরনের পীরফকির তাবিজ-পানিপড়া বিষয়কে তিনি সবসময়ই সমালোচনা করেন। বলেন এদের কোন ক্ষমতা আছে মনে করা অজ্ঞতা। এদের কাছে তাবিজ-পানিপড়া নেয়া আর নিজে তৈরী করা একই কথা। অসুখবিসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়াই ভাল। এরা এগুলো করে নিজেদের লাভের জন্য। এদের অধিকাংশই ভন্ড। যারা সত্যিকারের সাধু তারা তপস্যা করেন শুধু নিজেদের জন্যই। ওষুধের বা তাবিজের ব্যবসা করেন না।

আর উদাসীবাবা?

উদাসীবাবা লোকটি তারকাছে এক রহস্য। নিজে দুয়েকবার কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছেন তাকে। এইযুগে কেউ ঘরবাড়ি ছেড়ে বনের মধ্যে বসে ধ্যান করছে, যেন ভাবা যায় না। অথচ তাকে দেখে সেটাই মনে হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন উদাসীবাবা কখনোই কাউকে তাবিজ-পানিপড়া দেননি। কখনো কারো কাছে কিছু নেন নি। কথাই বলেননি কারো সাথে। তার খোলা চোখ কেউ দেখতে পায়নি।

www.MurchOna.com

তার কোন চেলা নেই। যারা ভন্ডামি ব্যবসা করে তারা সকলের আগে চেলা জুটিয়ে নেয়। তারাই এদের হয়ে দেয়ানেয়ার কাজ করে।

তিনি তাবিজ দিয়েছেন ভুতোকে?

ভুতো ততক্ষনে পকেট থেকে তাবিজ বের করে হাতে এনেছে। কালো সুতার সাথে বাধা মস্ত তাবিজ। সেটা বাড়িয়ে ধরল সে।

গনিস্যার সেটা হাতে নিয়ে হারিকেনের কাছে ধরলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

এটা আবার কেমন তাবিজ?

তারপর ঘুরলেন ভুতোর দিকে। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে, বলতো।'

সহজভাবেই সবকিছু ব্যাখ্যা করল ভুতো, 'আমি হাঁটতে হাঁটতে ওখানে গেছি, দেখি উনি হাত উচু করে ডাকলেন। আমি কাছে যেয়ে বসলাম। তখন এইটা বের করে আমাকে দিলেন। আর কে যেন আড়াল থেকে বলল, ভাল করে রেখে দিস, হারাস না।'

'কে যেন বললেন মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন গনিস্যার।

ভুতো বলল, 'কে যেন আড়াল থেকে বলল। আমি দেখতে পাইনি।'

'উনি কিছু বলেননি?' জানতে চাইলেন গনিস্যার।

'না।'

'হুঁ।'

বলে আবারও মাথা নিচু করে তাবিজটা ঘুরিয়ে ফিরেয়ে ভালভাবে দেখতে লাগলেন গনিস্যার।

তাবিজ সবসময়ই তৈরী করা হয় তামা বা পিতল কিংবা এই ধরনের কোন ধাতব পদার্থের খোল দিয়ে। এর ভেতরে দোয়াদরুদ লেখা কাগজ ঢুকিয়ে খোলের মুখটা মৌচাকের মোম কিংবা অন্যকিছু দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। তাবিজের খোল বা অন্যকিছু কোন কাজ করে না। এর ভেতরে লেখা পবিত্র কোরানের বানীই মানুষকে রক্ষা করে বিভিন্ন বিপদ থেকে। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ছুরা লেখা তাবিজ তৈরী করে লোকে।

গনিস্যার অন্যদের থেকে আলাদা। শুধুমাত্র বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তিনি কোন সিদ্ধান্ত নেন না। সবকিছুই তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চান। এটা সাধারন তাবিজ মনে হচ্ছেনা তার কাছে। সাধারনত তাবিজে এমন নক্সা করা থাকে না। আর এত বড়ও হয় না। এটা আসলেই তাবিজ নাকি অন্যকিছু জানা দরকার।

www.MurchOna.com

তিনি তাবিজের যে দিকটা খোলা যায় সেদিকে নখ দিয়ে খুঁটতে শুরু করলেন। সত্যিকারের তাবিজের মতই মৌচাকের মোম দেয়া। একটু একটু করে মোম সরাতে লাগলেন। একটু পরই ভেতরে কাগজ দেখা গেল।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কাঠি বের করলেন গনিস্যার। কাঠিটা ভেতরে ঢুকিয়ে আরেকদিকে নখ দিয়ে চেপে ধরে বের করে ফেললেন কাগজটা। ভাঁজ করা বড় কাগজ। ভাঁজ খুলতে শুরু করলেন তিনি।

কাগজটা দেখে অবাক হয়ে গেল ভুতো। পাতলা ফিনফিনে কাগজ। ভাজ খুলছে তো খুলছেই। বিশ্বাসই হতে চায়না এতটুকু তাবিজের ভেতর এতবড় কাগজ থাকতে পারে।

কাগজটা সাবধানে টেবিলে বিছিয়ে দিলেন গনিস্যার। তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল তার মুখে। তাবিজে তার বিশ্বাস নেই সেটা যেন নিজের হাতে প্রমান করলেন। কিন্তু তারপর-

অবাক হলেন তারচেয়েও বেশী।

কাগজে কালো কালি দিয়ে নিখুঁতভাবে একটা যায়গার নক্সা আঁকা। ঘরবাড়ি, রাস্তা, গাছপালা।

যে এঁকেছে সে অত্যন্ত জানাশোনা, দক্ষ লোক এতে কোন সন্দেহ নেই। একেবারে নিখুঁত হাতে আঁকা। ঠাট্টা-তামাসা করার জন্য এটা তৈরী করা সাধারন মানুষের সাধ্যের বাইরে। বিস্ময়ে তার মুখ হা হয়ে গেল।

'এটা যে একটা ম্যাপ।'

শুনে অবাক হল ভুতো। ম্যাপ সে দেখেছে। তাদের স্কুলে দেয়ালে টাঙানো আছে। গনিস্যারই একদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন লম্বালম্বা দাগের কোনগুলি নদী, কোনগুলি রাস্তা, কোনগুলি রেললাইন। তাদের গ্রাম কোন যায়গায় তাও দেখিয়েছেন। সেটা বাংলাদেশের ম্যাপ।

এটাও কি তেমনি ম্যাপ? কোন দেশের?

গনিস্যার মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকলেন ম্যাপটা। কোথাও কিছু লেখা নেই, শুধুই ছবি। কোথাও কোথাও এমনভাবে গাছ আঁকা যেন সেটা কি গাছ তা বুঝানো হয়েছে। গাছ ছোট কি বড় তাও বুঝানো হয়েছে ছোটবড় করে এঁকে। এক যায়গায় মনে হচ্ছে একটা বাড়ি। তবে বাড়িটার অর্ধেক দেখা যাচ্ছে। বাকি অর্ধেক কাটা পরেছে কাগজের কিনারায়। পুরো কাগজটাকেই মনে হচ্ছে কেটে দুভাগ করা হয়েছে সেখান দিয়ে।

ভালভাবে ম্যাপটা দেখে এবার ভুতোর দিকে ফিরলেন গনিস্যার। রীতিমত বিস্মিত তিনি। ভ্রু কুঁচকে ভুতোর দিকে চেয়ে বললেন, 'আর কি কি হয়েছে মনে করে বলত।'

ভুতো মনে করার চেষ্টা করল। মাথা নিচু করে ভাবল সে। নতুন কিছুই মনে করতে পারল না সে তাবিজ সম্পর্কে। তক্ষুনিই তার মনে পরল সেই দৃশ্যগুলির কথা।

'এটা হাতে রাখলে আমি স্বপ্ন দেখতে পাই।'

'কি?'

ভ্রুদুটো আরো কুঁচকে গেল গনিসারের। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি ভুতোর দিকে।

ভুতো বলল, 'স্বপ্নের মত। নতুন নতুন যায়গা, নতুন নতুন মানুষ। মনে হয় চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে।'

'ভুল করছিস না-তো? ঠিক করে বল।' এবারে যেন বিরক্ত হলেন গনিস্যার।

'আমি- তিনবার দেখেছি।' ইতস্তত করে বলল ভুতো।

'কি দেখেছিস?'

ভুতো বলল, 'উদাসীবাবা যখন এটা দিলেন তখন দেখলাম উনার পেছনে একটা রাজবাড়ী। ধবধবে সাদা। খুব সুন্দর। লতাপাতা নক্সা করা। বারান্দায় লম্বা লম্বা থাম। বারান্দার সামনে দুদিকে গোল বসার যায়গা। সিঁড়ির মত।'

চমকে একবার কাগজটার দিকে তাকালেন গনিস্যার। এই বাড়ি?

জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

ভুতো বলে চলল, 'তারপর বাড়ির সামনে থেকে দেখলাম কয়েকজন লোক একজনকে হাতবেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। লোকগুলোর গায়ে লাল- হলুদ- কালো পোষাক। হাতে বর্শা। মাথায় পাগড়ি। আর একটা নক্সাকরা পালকি-'

'হুঁ।'

'তারপর দেখলাম মারামারি। দুদল লোক মারামারি করছে। তলোয়ার দিয়ে, তীরধনুক দিয়ে-'

অপলক চোখে ভুতোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন গনিস্যার।

ম্যাপটা সম্পর্কে এতক্ষন তিনি যা ভেবেছিলেন তার পেছনে কোন যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব। কেউ কোন কারনে কোন যায়গার ম্যাপ তৈরী করে তাবিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেই পারে। কিন্তু এই কথাগুলো? এ-যে অবিশ্বাস্য, আজগুবি।

কিন্তু ভুতো মিথ্যে বলছে না। ভুতোকে তিনি চেনেন। সে আর যা-ই করুক, বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলবে না। ওর চোখমুখ বলছে ও যা দেখেছে তা-ই বলছে।

একবার ভুতোর কপালে হাত দিলেন তিনি। অসুখ বিসুখ করেনি তো? অসুখ হলে অনেকে স্বপ্নের মত দেখে। না, ভুতোর অসুখ করেনি। ও একেবারে স্বাভাবিক। সবসময় যেমন দেখা যায় তেমনই।

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর আপনমনেই বললেন, 'তিনবার দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলেন তিনি। ভুতো তার কাছে এসেছে পরামর্শের জন্য বুঝতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। তার নিজেরই মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে, আর এতটুকু ছেলে চিন্তা করবে এটা তো স্বাভাবিক। এখনও যে মাথা ঠিক রেখেছে এটাই তো অবাক করা।

'আর কাউকে বলেছিস?' জানতে চাইলেন তিনি।

'না।'

মনে মনে তারিফ করলেন তিনি ভুতোর। ছেলেটা সত্যিই বুদ্ধিমান। কেন যে ওর বাবা ওকে দোকানে লাগাল। এর একটা ব্যবস্থা না করলেই না। পড়াশোনা করলে এই ছেলে অনেক ভাল কিছু করতে পারবে।

কিন্তু-

এখন একটা কিছু করা দরকার।

তিনি ভুতোকে বললেন, 'আচ্ছা ভুতো, তুই এক কাজ কর। এখন বাড়ি যা। খেয়েদেয়ে ঘুমা, আর কাউকে কিছু বলিশ না। এটা আমার কাছে রেখে যা, আমি ভাল করে দেখি।'

ভুতো মাথা নেড়ে সায় দিল।

গনিস্যার আবার বললেন, 'কোন কিছু হলে, কিছু মনে পরলে সাথেসাথে জানাবি। দৌড়ে এসে খবর দিবি। চুপ করে থাকিস না। বুঝতে পারছিস আমার কথা? এটা সাধারন জিনিষ না। এটা ভয়ংকর কিছু। ভালো হোক-মন্দ হোক, ভয়ংকর কিছু। তোকে সাবধানে থাকতে হবে।'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভুতোর মনে হল দুটো কথা গনিস্যারকে বলা হয়নি। সেই লোকদুজনের কথা, আর উদাসীবাবার চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তখন আর পা চলছে না ভুতোর।

৫

মোহরআলীকে বহুদিন দেখা যায়নি নিশিথপুর গ্রামে। অনেকের ধারনা তাকে দেখে দিন শুরু করলে অমঙ্গল হয়। তাকে দেখলেই লোকজন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় সেটা। মোহর আলী সেটা বোঝে ভালমতই। সেও পারতপক্ষে এদিকে পা বাড়ায় না।

সাতসকালে বাড়ির সামনে গরুর দুধ দুইতে দুইতে মোহরআলীকে এগিয়ে আসতে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল রজবআলীর। তাকে ঘিরে যেসব কথা চালু আছে সেটাই মনে হল তার। কে জানে কোন অমঙ্গল অপেক্ষা করছে তারজন্য। মুখ ফিরিয়ে নিলেও সে দেখল মোহরআলী তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

'কি রজব মিয়া, খবর-টবর কি?'

হাসতে হাসতে একেবারে তারকাছেই এগিয়ে এল মোহরআলী।

'ভালাই।' নিজের কাজে মনোযোগ দিল রজবআলী।

'ভাল, ভাল। ভাল থাকলেই ভাল।' রজবআলীর কাছে এসে দাঁড়াল মোহরআলী। চারিদিকে চোখ বুলাল একবার। বাছুর ধরে আছে রজবআলীর ছেলে মজনু। তারদিকে নজর দিল সে, 'কি মজনু মিয়া, স্কুলে যাস না?'

'যাই।'

'অ, তুইত ভুতোর লগে পড়স, না-কি?'

'ভুতো স্কুলে যায় না।' জবাব দিল মজনু।

'ক্যান, স্কুলে যাইবনা ক্যান?' অবাক হল মোহরআলী, 'স্কুলে না গেলে পোলাপান শিখব ক্যামনে।'

'হ্যাঁয় দোকানে কাম করে।' জানিয়ে দিল মজনু।

'পড়া ছাইরা দোকানে লাগছে?' মজনুর কথায় যেন আকাশ থেকে পড়ল মোহরআলী, 'এইডা কি ভাল কাম হইছে? তুমি কি কও রজব মিয়া? পোলাপানে লেহাপড়া শিখব, শিক্ষিত হইব, তবে না দ্যাশের কামে লাগব।'

'হ।' সায় দিতে হল রজব আলীকে।

'হ্যায় সারাদিন দোকানে থাকে। অনেক রাইতে ফেরে।' জানাল ভুতোর প্রাক্তন সহপাঠি।

'হায় হায়রে, ওইটুক পোলাপান রাইতেও কাম করে। গাও গেরামে কি রাইতে ব্যবসা হয়? এইডা ভালা কাম না রজব মিয়া তুমি যাই কও।'

‘হ।’

মোহরআলী বলল, ‘একটা কিছু করন দরকার। ওর বাপেরে কওন দরকার।’

‘কন না গিয়া।’ কোনমতে বিরক্ত চেপে বলল রজবআলী।

‘হ, তাই করন লাগব।’ বড় করে শ্বাস ফেলল মোহরআলী।

মজনু লাল রঙের বাছুরটার গলার দড়ি ধরে আছে। সেদিকে চোখ দিল সে, ‘বাছুরডা তো বড় সুন্দর হইছে।’

মজনু দাঁত বের করে হাসল। ততটাই শঙ্কিত হল রজব আলী। মোহরআলীর নজর ভাল না। সে গ্রামে ঢুকলেই কোথাও না কোথাও সমস্যা হয়। কারো না কারো ক্ষতি হয়। এবার তার ওপর দিয়ে না যায়। দুধের পাত্র রেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। গরু নিয়ে গোয়ালের দিকে রওনা হল।

ছেলেকে বলল, ‘ছাইরা দে।’

মজনু ছেড়ে দিতেই বাছুরটা গোয়ালে গিয়ে ঢুকল। সেদিকে তাকিয়ে দেখল মোহরআলী। তাকে পছন্দ করছে না রজবআলী। সে আসায় বিরক্ত হয়েছে। সে এত বোকা না যে সেটা বুঝবে না।

মোহর আলী পা বাড়াল যাওয়ার জন্য, ‘যাইগা রজব আলী। আমুনে পরে একসময়।’

কোন উত্তর না দিয়ে ভেতর থেকে উঁকি মেরে তার যাওয়া দেখল রজব আলী। দেখল মোহরআলী সোজা পথ ধরে কিছুদুর গিয়ে গাছপালার আড়ালে চলে গেল।

মোহর আলীকে যখন ভুতোদের বাড়ির সামনে দেখা গেল তখন সেখানে কেউ নেই। উঠানটা ফাঁকা। সেখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল মোহরআলী। তারপর হাঁক দিল, ‘ভুতো, ও ভুতো-’

ঘর থেকে গুলচেহারাবানু বের হল গলা শুনে।

‘ভুতোরে খোঁজেন ক্যান?’

‘এমনেই।’

দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করল মোহরআলী। তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল গুলচেহারাবানু। বলল, ‘ভুতো দোকানে। দরকার থাকলে সেইখানে যান।’

‘অ, আইচ্ছা। ঠিকআছে ঠিকআছে।’ ঘুরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল মোহরআলী। তারপরই আবার ঘুরল এদিকে, ‘হুনলাম ভুতো স্কুলে যায়না।

এইডা ক্যামুন কতা কন দেহি? পোলাপান পড়ালেখা শিখব, ভালা কাম করব, এইডা দেহা উচিত আছিল না?'

'তার বাপেরে কন।' রীতিমত বিরক্তি দেখাল ভুতোর খালা, 'আমি আমার মাইয়ারে স্কুলে দিছি, হ্যায় যদি তার পোলারে না দেয় তো আমি কি করমু?'

'তাই তো, তাই তো।' সাথেসাথে সায় দিল মোহরআলী, 'আপনে আর কি করবেন যার পোলা তার যদি মাথাব্যথা না থাকে। আপনে তো যা করার করতাছেন, আরো বেশি করতাছেন। মা মরা পোলাডারে নিজের পোলার মত দ্যাখতাছেন। এইডা কয়জন করে? তয় কথা কি জানেন- লোকে নানানরকম কথা কয় তো, শুনতে খারাপ লাগে। একসময় আপনেরেই দোষ দিব। কইব হ্যারে খাটাইছেন। আমি কই না- আমি কই না, লোকে কি কইব তাই কই। দ্যাহেন পোলাডারে যদি স্কুলে দেওন যায়। আমি একলা মানুষ, খরচাপাতি তেমন নাই। যদি দরকার হয় কিছু খরচাপাতি নাহয় দিমু। আপনে কি কন?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল গুলচেহারাবানু। ভাবতে লাগল। এই লোক সম্পর্কে সবাই অকথা-কুকথা বলে। মনে হচ্ছে লোকটা তত খারাপ না। নিজে থেকে ভুতোর খরচ দিতে চাইছে। ওর পড়াশোনার কথা বলছে। মন্দ কি?

গলার স্বর নরম করে ভুতোর খালা বলল, 'আপনে বসেন। রইদের মইদ্যে হাইটা আইছেন। আমি আর কি করতে পারি কন। আপনে ওর বাপের লগে আলাপ করেন। হ্যারে দোকানে পাইবেন। হ্যায় কি কারো কথা শোনে। আমার বইনডাতো হ্যার লাইগাই জীবন দিল, তাও যদি এট্টু হুঁশ হয়। অহন বাড়িঘরও ছাইরা দিছে। সারাদিন ওই দোকান আর দোকান। ট্যাকা কামাইয়া কারে যে দিব কে জানে?'

'হ, কার মনে যে কি আছে কে কইতে পারে।' সায় দিল মোহরআলী, 'ভুতো কি সারাদিন দোকানে থাকে?'

'সারাদিন আর কি- দোকানে থাকে, এদিক ওদিক দৌড়ায়। পোলাপান মানুষ আর কি করব।'

মোহরআলীর দিকে চেয়ে দেখল গুলচেহারাবানু। বলল, 'পোলাডা খুব ভালা। স্কুলে না গেলে কি হইছে ঠিকই পড়ালেখার খোঁজ রাখে। কাল অনেক রাইতে আইসা কইল মাষ্টারের কাছ থিকা আইল। ওই যে গনি মাষ্টার আছে না, হ্যার কাছে। ভুতোরে খুব স্নেহ করে।'

'অ, তাই নাকি।' কেঁশে গলা পরিস্কার করল মোহরআলী, 'তাইলে তো ভালাই। শুনলাম ও মাঝে মইদ্যে বনের দিকে যায়। এইডা কিন্তু ভালা না। যায়গাডা ভালা না। আপনেরা তো এসব বিশ্বাস করেন না তাও কই, ওই বনে খারাপ হাওয়া আছে। কহন কি হয় কওয়া যায় না। ওর আবার সাহসটা বেশিই। সাহস থাকা ভালা, কিন্তু সব যায়গায় সাহস খাটেনা। কিছু হইলে কইবেন যারা জানে তারা সাবধান করে নাই। সেজন্যই কইলাম। হ্যারে নিষেধ কইরেন। আপনে এত করেন, আপনের কথা শুনব।'

গুলচেহারাবানু বোধহয় ভাবল ভুতোর তার কথা শোনা উচিত। সে তার জন্য করে তো বটেই।

এরপর আর বেশি কথা হল না ভুতোর খালার সাথে। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোহর আলী রওনা হল। ভুতোকে জঙ্গলের দিকে যেতে নিষেধ করলেও সে নিজে গেল সেদিকেই।

হিসেবে কখনো গড়মিল করে না মোহর আলী। এবারেও সে ভাল করে হিসেব করে দেখেছে। যদি সত্যিসত্যি লুকানো সোনাদানা পাওয়া যায় তাহলে অনায়াসে ভাগ বসানো যাবে। শুধু তারহাতে তুলে দেয়া কিছু টাকায় চলবে না তার। ওই বুদ্ধুদুটোর সাধ্য নেই তাকে না দিয়ে জিনিষ নিয়ে যায়। তার ভাগ সে ঠিকই বুঝে নেবে।

আর যদি না পাওয়া যায়?

তাতেও তার ক্ষতি নেই। তখন হাতের টাকায়ই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এটা ঠিক, তবে সেটা বাড়িয়ে নেয়া যাবে। এদের কাছ থেকে আরো অনেক টাকা বাগানো যাবে শুধু খোঁজার কথা বলেই। প্রয়োজন শুধু সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করা। কাজ দেখানো।

ওই উদাসীবাবাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। সে আর যাই করুক সোনাদানার ওপর লোভ করবে না। করলে আরো আগে করত। সে নিজেকে নিয়েই আছে। টাকাপয়সা দুরের কথা নিজের খাওয়াদাওয়া পোষাকের দিকেও লক্ষ্য নেই লোকটার। জঙ্গলে বসে থাকার জন্যই যেন তার জীবন। মনেহয় এভাবেই জীবন পার করে দেবে। হুঁহ-

উদাসীবাবার কথা ভাবতে ভাবতে গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটছিল মোহরআলী। হঠাৎ করেই ও দাঁড়াল। মনে হচ্ছে কে যেন আছে ওদিকে।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল মোহরআলী। দেখা যাক ওটা কে। কি করে ওখানে। হিসেব ছাড়া কখনো কারো সামনে যায় না সে, লোকে বলে। আড়াল থেকেই জেনে নেয়া যাক যতদুর জানা যায়।

কে একজন উবু হয়ে বসে আছে একটা গাছের সামনে। মাটিতে কিছু একটা দেখছে। একটু পরই সোজা হল। তার পেছনদিক দেখতে পাচ্ছে মোহরআলী। গায়ে সাদা সার্ট, পড়নে সাদা পায়জামা।

কে লোকটা? স্কুলের মাষ্টার মনে হচ্ছে? গনি মাষ্টার? হ্যাঁ- তাই তো দেখা যাচ্ছে।

ভাল করে নিজেকে আড়াল করল মোহরআলী। একা একা জঙ্গলের মধ্যে কি করছে লোকটা?

হাতে একটা কাগজ দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আছে। মাঝেমাঝে সামনের দিকে তাকাচ্ছে। হিসেব করছে মনেমনে। কয়েক পা সামনে হেঁটে গেল। আবার বসল। ঘাস দেখছে ভাল করে। আঙুল তুলে একটা গাছ দেখল, তারপর আরেকটা। গাছ গুনছে কেন?

একসময় বসে পরল সেখানে, একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে। চোখের সামনে কাগজ ধরে আছে।

আসে- করে পেছনে সরতে শুরু করল মোহরআলী।

সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখানেই কোথাও লুকানো থাকার কথা সব ধনসম্পদ। এই লোকটা তাই খুঁজছে। ম্যাপের আরেক অংশ এই লোকের হাতে। মস্ত ধুরন্ধর এই লোক। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কাউকে ছেড়ে কথা বলেনা। গ্রামের মোড়লও তারসাথে লাগতে যায়না। থানার দারোগার সাথে তর্ক করে।

বড়ই বিপদের কথা। কোনমতে পিছু হটে সরে গেল মোহরআলী। তারপর চোখের আড়ালে এসেই দ্রুত হাঁটতে লাগল। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নতুন করে ভাবতে হবে, নতুন করে সাজাতে হবে সবকিছু।

তারপর হঠাৎ করেই একটা আশার আলো দেখল মোহরআলী। কাগজের আরেক টুকরো খুঁজতে হবেনা। জানা গেছে সেটা কোথায়।

সেদিনই রাতে জঙ্গলের ধারে ভুত দেখে দাঁতকপাটি লাগল মোসলেম মিয়ার, আর কোন অজ্ঞাত কারনে রজব আলীর বাছুরটা মারা গেল।

www.MurchOna.com

৬

সকালে রজব আলীর বাড়ির সামনে রীতিমত জটলা করে বসেছিল লোকজন। সারাগ্রামে রটে গেছে তার বাছুরের মৃত্যুর খবর। গ্রামে সকলেরই বাড়িতে গরুবাছুর আছে। এধরনের সুস' সবল একটা বাছুর যদি অকারনে মারা যায় তাহলে চিন্তার কথা।

'সাপে কামড় দ্যায় নাই তো? দ্যাখছ ভাল কইরা?' রজব আলীর দিকে ঘুরে সহানুভূতি দেখিয়ে প্রশ্ন করল রমজান।

রজব আলী বিরক্তমুখে বসে থাকল মাথা নিচু করে। মুখ খুলল না। সে ভাল করে দেখেছে তো বটেই। এমনকি বিষাক্ত কিছু খেলে যে লক্ষনগুলো দেখা যায় তাও দেখা যায়নি। সকালে গনিস্যারকে খবর দেয়ায় তিনিও দেখে গেছেন। তার চোখ এড়ানো সম্ভব না। অবশ্য গনিস্যার তখন কোন কথা বলেননি। তাড়াহুড়ো করে স্কুলে চলে গেছেন। সেখান থেকে চলে আসবেন এখানে, বলে গেছেন। গ্রামের আরো লোকজনকে এখানে থাকতে বলেছেন তিনিই।

'আমার মনে হয় কেউ বান মারছে,' মন্তব্য করল ইদ্রিস, 'উদাসী বাবারে খবর দেওন দরকার। তিনি যদি কিছু করতে পারেন।'

সাথে সাথেই সোরগোল তুলল অন্যরা, 'তিনি তো নাইক্কা। কই জানি গ্যাছেন।'

খবরটি জানা ছিল না ইদ্রিসের। সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'ক্যান, যাইব ক্যান?'

'ক্যান যাইব সেকথা কইব ক্যাডা। তেনার ইচ্ছায় তিনি গ্যাছেন।'

'এইডা ভালা কাম হয় নাই। তিনি থাকতে কোন বিপদআপদ হয় নাই। তিনি যাইতেই বিপদ আইস্যা হাজির।' সিদ্ধান্ত জানাল জামাল।

'তারে খুঁইজা বাইর করনের কাম।' বলল ওসমান।

'কই খুঁজবা?'

তাকে কোথায় খোঁজা হবে, কে-ই বা খুঁজতে যাবে সে কথায় গেল না কেউই। ধারে কাছে অন্য কোন পীরফকির আছে তার কথা আলাপ করল কিছুক্ষন। দেখা গেল কেউই নিশ্চিত না কোথায় এমন কাউকে পাওয়া যাবে যে তাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে।

'আমার মনে অয় ভুতের কাম,' বলল সিরাজ, 'মোসলেম মিয়া অহনও বিছানা ছাড়তে পারতাছে না। ফাল দিয়া জ্বর আইতাছে। একজন ওঝা ডাকনের কাম।'

আলাপ এবার পীরফকির থেকে ভুতের ওঝার দিকে গেল। কোথায় কোন ওঝা দুই মিনিটে কার ভুত ছাড়িয়ে দিয়েছে, কোন গ্রাম মন্ত্র পড়ে ঘিরে রেখেছে সে গল্পে মেতে উঠল। তবে দেখা গেল তাকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা জানে না কেউই।

যার গায়ের ব্যথা সেই সেটা বোঝে। একমাত্র রজব আলী মুখ ব্যাজার করে বসে থাকল। অংশ নিল না এতে। একসময় সে দেখতে পেল গনিস্যার এগিয়ে আসছে। তার পেছনে বই হাতে মজনু।

গনিস্যার আশা মাত্র চুপ করে গেল সকলে। তিনি এসে সকলের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। গুনে দেখলেন উপসি'ত এগার জন। সবাই অধীর আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। মজনু দৌড়ে ঘর থেকে চেয়ার এনে দিল। তাতে বসলেন গনি স্যার।

'রজব আলীর বাছুরটা মারা গেছে শুনেছ সবাই?' একসময় সামনের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সকলে।

শুনেছে তো বটেই। সেজনই তো এখানে এসেছে সকলে।

'বাছুরটার কোন অসুখ হয়নি। ওকে বিষ দিয়ে মারা হয়েছে।' বললেন গনি স্যার।

শুনে হতবাক হয়ে গেল সকলে। বিষ দিয়ে গরু মারার কথা জানে তারা। অনেক সময় চামড়া চোর সেটা করে। মারা গেলে চামড়া খুলে নিয়ে যায়। অনেক সময় অবশ্য শত্রুতা করেও বিষ খাওয়াতে পারে, কিন্তু সেটা হলে গরু দেখে বোঝা যায়। বাছুরটা দেখে তেমন কিছু মনে হয়নি। সে প্রসংগ তুলল ইদ্রিস।

'বিষ খাওয়াইলে তো দেইখ্যা বোঝা যায়-'

'বিষ অনেক ধরনের হয়।' বললেন গনি স্যার, 'এটা সাধারন বিষ না। খুব সামান্য বিষেই সাথেসাথে মারা গেছে। কিন্তু কথা সেটা না। কথা হচ্ছে বিষ কেউ ইচ্ছে করে দিয়েছে। কে দিয়েছে সেটা জানা দরকার। আর কারো যেন এমন কিছু না হয় সে ব্যবস্থা করা দরকার।'

সবাই উৎসাহ নিয়ে চেয়ে থাকল গনিস্যারের দিকে। এর একটা বিহীত করা দরকার। রজবআলীর পর তাদের যেন এধরনের বিপদ না হয় সেটা ঠেকাতে হবে। গনিস্যার শিক্ষিত মানুষ। তিনিই বলে দেবেন কি করবে তারা।

গনি স্যার সকলের মুখভঙ্গি দেখলেন। এদেরকে নিজে থেকেই উদ্দ্যোগ নিতে হবে। তিনি আগ বাড়িয়ে বলতে যাবেন না। অপেক্ষা করলেন তিনি। কেউ মুখ খুলছে না এখনো।

'কি করতে কন?' একসময় মুখ খুলল সিরাজ।

গনিস্যার বললেন, 'আমার ধারনা বিষ দিয়েছে বাইরের কেউ। রাতের বেলা গ্রামে ঢুকেছিল। রাত জেগে নজর রাখতে হবে আবার কেউ আসে কিনা দেখার জন্য। দরকার হলে সারারাত টহল দিয়ে গ্রাম পাহাড়া দিতে হবে।'

লোকজনের মুখভঙ্গি দেখে মনে হল যেন সমাধান হয়েই গেল। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল তারা।

এতেই যদি সমাধান হয় তাহলে তাই করা উচিত। একসময় গ্রামে ডাকাতি হত, সেটা বন্ধ হয়েছে এভাবেই। গনিস্যার তখন নেতৃত্ব দিয়ে গ্রাম পাহাড়া দিয়েছেন। টর্চ, লাঠি আর বল্লম হাতে ঘুরে বেরিয়েছেন। এভাবে যদি গরুবাছুর বাঁচানো যায় মন্দ কি?

'এখন বল, কে কে থাকবে এই দলে?' তাদের থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন গনি স্যার।

হঠাৎ করেই চুপ করে গেল সবাই। নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর হা করে তাকিয়ে থাকল সামনের দিকে। যেন তারা বুঝতে পারেনি গনি স্যার কি বলেছেন।

তাদেরকেই যেতে হবে?

একেএকে সকলের মুখভঙ্গি দেখলেন গনি স্যার। মাথা নিচু করেছে তার সামনে বসা লোকজন। একজনও মুখ খুলল না দেখে বিরক্ত হলেন তিনি।

'কি হল? কেউ কথা বল না কেন? কে কে থাকবে?' আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'ভুতের লগে লাঠিবাজি করব কেডা?'

কে যেন সকলের মনের কথা বলল দলের ভেতর থেকে। কে বলল দেখার চেষ্টা করলেন গনি স্যার। সে এমনভাবে বলেছে যে তাকে আলাদা করতে পারলেন না। বিরক্ত চোখে একে একে সকলের মুখ দেখলেন তিনি।

নতুন করে ভুতের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে তাদেরকে। এদের একজনও যে রাতের বেলা বের হবেনা তা বোঝা যাচ্ছে।

গনিস্যার বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না। রীতিমত চড়া গলায় বললেন, ‘তাহলে কি? ভুতের ভয়ে এই জোয়ান জোয়ান সব মানুষ ঘরে লুকিয়ে থাকবে? একজনও বের হবে না?’

একজনও মুখ তুলে তাকাল না তার দিকে। সকলের মাথা মাটির দিকে। প্রত্যেকেই মনে মনে বলছে অন্য কেউ গেলে যাক, আমি যেতে পারব না।

অপেক্ষা করে থাকলেন গনিস্যার।

‘স্যার, আমি যামু।’

হঠাৎ করেই নিরবতা ভেঙে কে যেন বলে উঠল। চমকে উঠে সবাই তাকাল তার দিকে।

মজনু।

তার চাঁদকপালী বাছুরটাকে কেউ মেরে ফেলেছে এটা মেনে নিতে পারছে না সে কোনভাবেই। সে ভুত হোক আর যাই হোক, সামনে পেলে মাথায় বাড়ি দেবে সে।

আরো একবার সকলের দিকে চেয়ে দেখলেন গনিস্যার। মজনুর মত একটা ছোট ছেলে সাহস দেখানোর পরও কেউ সাহস করে এগিয়ে আসছে না। একমাত্র মজনুর বাবাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে মুখে না বললেও সে আপত্তি করবে না যেতে। অন্যরা যাবে না।

বিষয়টি একেবারে দুর্বোধ্য না তার কাছে। এ এলাকার মানুষ নিয়ে অনেক ভেবেছেন তিনি। বেশিরভাগ মানুষই হয় ভিতু নয় অলস। আরেকজন বিপদে পরলে এগিয়ে আসবে না। কিভাবে পরিসি'তির ভাল করা যায় তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। রজব মিয়ার বাছুরকে বিষ দিয়ে মারায় তারা এটুকুই করতে আগ্রহী যেন তাদের নিজেদের বাছুর সাবধানে থাকে। বড়জোর নিজের গোয়াল সামলাবে।

মজনুর দিকে আরেকবার তাকালেন গনি স্যার। তার মত একটা বাচ্চা ছেলেকে সাথে নিয়ে একাজে নামা যায় না। হয়ত তার মত আরো দুচারজন পাওয়া যাবে যারা এখনও ঘরকুনো হয়নি। মজনুর সহপাঠিদের। ভুতোকে পাওয়া যাবে এটা নিশ্চিত। তাহলেও সেটা যথেষ্ঠ হবে না একাজের জন্য। আরো লোকের ব্যবস্থা করতে হবে।

অপেক্ষা করতে হবে। খোঁচা মেরে জাগাতে হবে এদের। সেজন্য সময় দরকার।

সকলকে আরেকবার দেখে নিয়ে গনিস্যার বললেন, ‘ভাল করে ভেবে দেখ। যারা যেতে চাও তারা বিকেলে এখানে দেখা করবে।’

বলে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন তিনি। আবারও স্কুলে যেতে হবে তাকে। সেদিকে যাওয়ার প্রস'তি নিলেন।

বিকেলে এসে গনিস্যার শুধু রজব আলীকেই মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখলেন। লাইন ধরে একে একে অন্যরা বলে গেছে কার বাড়িতে কাজ, কার শরীর খারাপ, কাকে বাইরে যেতে হবে। হতাস হয়ে ফিরে গেলেন তিনি।

৭

ভেবে ভেবে কোন কিনারা পেলেন না গনিস্যার। ভুতোর কাছে যে ম্যাপটা রয়েছে সেটা তাদের গ্রামের পাশেরই জঙ্গলের এটা নিশ্চিত হয়েছেন তিনি। বাকী অংশ না দেখলেও অনুমান করা যায় সেখানে উদাসীবাবার বসে থাকার যায়গাটা রয়েছে। একসময় বাড়ি ছিল সেখানে। একেবারে ভাঙাচোরা হলেও দেখে বোঝা যায় খুব বড় বাড়ি। রাজা বা জমিদার যাই হোকনা কেন, তেমন কারো বাড়ি। এখন যে যায়গা পুরোটাই জঙ্গল সেখানেও ঘরবাড়ি ছিল। হয়ত রাজবাড়িতে যেসব বড় বড় কর্মচারী ছিল তারা থাকত সেই সব বাড়িতে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা ইটের টুকরো দেখা যায় এখনো। আস্ত বাড়ি একটাও নেই।

কিন্তু ম্যাপ তৈরী করেছে কে? কেন?

সেটা তাবিজের মধ্যেই বা লুকানো কেন?

এরসাথে জঙ্গলে ভুত দেখার সম্পর্ক কতটুকু? আর মজনুর বাছুরটাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলার? যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে বিষয়টি থেমে থাকবে না এখানেই। ক্রমেই আরো খারাপের দিকে যাবে।

এখানে রাজবাড়ির কথা তিনি ভাসাভাসা যতটুকু জেনেছেন সেটা একশ, দেড়শ বছরের কিংবা আরো আগের কথা। একেবারে বুড়ো মানুষের মুখে এখনও কিছুকিছু গল্প শোনা যায়। একেকজনের কথা একেক রকম বলে তিনি কখনো গুরুত্ব দেননি। তবে কথা যখন প্রচলিত তখন তাতে সত্য কিছুটা রয়েছেই।

স্কুল থেকে ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে জামা গায়ে দিলেন তিনি। এর একটা বিহীত না করলে চলে না। এই এলাকার যাকিছু সত্যিকারের ইতিহাস তা জানতে হবে তাকে। ওই রাজবাড়ি কোন রাজার, তার কি হয়েছে খোঁজ নিতে হবে। ওই জঙ্গলের যায়গায় আগে কি ছিল, কি হয়েছে তার, যায়গাটা একেবারে পরিত্যক্ত হল কেন, কোন সময় এসব জানতে হবে। তাহলে জানা সম্ভব হবে ম্যাপটা কোন সময়ের। হয়তো ম্যাপটা ঠিক কি কারনে তৈরী করা হয়েছে সেটাও জানা যাবে।

আর একাজে সত্যিকারের সাহায্য করতে পারেন রোস্তম স্যার।

গনিস্যারের শিক্ষক ছিলেন রোস্তম স্যার। শিক্ষকতা ছেড়েছেন কতদিন হল তাও যেন এখন মনে নেই। এখন বাস করেন এখান থেকে মাইল চারেক দুরে। নদীর ধারে ছোট্ট একটা কুড়েঘরে। তার আপনজন কেউ বেঁচে নেই। একাই থাকেন।

www.MurchOna.com

তার কথা মনে করার পর থেকেই মনটা খচখচ করছে গনিস্যারের। অন্তত দেড়-দুবছর একবারও তার খোঁজ নিতে যাননি তিনি। আর এখন প্রয়োজন হতেই তার কাছে যাচ্ছেন। কি ভাববেন তিনি?

তার বয়সের কথাও একবার গনিস্যারের মনে হল। কত হবে? অন্তত নব্বুই। শেষবার যখন দেখেছেন তখনও শক্তসমর্থ। একাই হেঁটে চলে বেড়ান। এতটুকু দুর্বল মনে হয় না তাকে। গায়ের চামড়া শুকিয়ে লেগে গেছে হাড়ের সাথে, দাঁত নেই একটাও। তবু কারো সাহায্য নেবেন না। বাইরে এসে নদীর ধারে হেঁটে বেড়াবেন নয়ত বসে থাকবেন। কিছু বললে করলে বলেন, পানি দেখতে খুব ভাল লাগে। জগতে এরচেয়ে ভাল আর কিছু নেই। যত খারাপ, যত আবর্জনা সব ধুয়ে ফেলে।

তার হাতে থাকে লম্বা একটা লাঠি। গনিস্যারের মনে আছে একবার ওই লাঠি দিয়ে মেরেছিলেন তাকে। সেটারও অনেক বয়স হয়েছে।

দুপুরের রোদ মাথার ওপর থাকতেই হাতে একটা ছাতা নিয়ে বের হলেন গনিস্যার। অনেকটা পথ হেঁটে পৌছাতে হবে সেখানে। কতটা সময় সেখানে যাবে বলা যায় না। কাজ সেরে ফিরতে হবে আলো থাকতে।

সেখানে পৌছে দেখা গেল রোস্তম স্যার তার ঘরের বারান্দায় বসে। খালি গায়ে, বারান্দার ওপর একটা মাদুর পেতে ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। গনিস্যারকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন। গনিস্যার ছালাম দিয়ে দ্রুত গিয়ে পদধুলি নিল।

তিনি হেঁসে ফেললেন তাকে দেখে। বললেন, 'কি-রে গনি। ভাল আছিস? বস-বস।'

বারান্দায় তার পাশেই একটি বেতের মোড়া। সেটা ঠেলে দিলেন গনিস্যারের দিকে। গনিস্যার বসলেন সেখানে। হাতের ছাতা রাখলেন পাশেই।

রোস্তম স্যার কিছুক্ষন চুপ করে থেকে হঠাৎ করে আবারও হেঁসে ফেললেন, 'খবর কি? হঠাৎ এদিকে এলি যে। এতদিনে মনে পড়ল?'

কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না গনিস্যার। কোনমতে মাথা নিচু করে হাঁসলেন। সেভাবেই বসে থাকলেন। তারপর কোনমতে মুখ তুলে বললেন, 'আপনি ভাল আছেন স্যার?'

রোস্তম স্যার উদাসভাবে বললেন, 'আর ভাল মন্দ। এখনও হেঁটে চলে বেড়াতে পারি। এর বেশি আর কি আশা করবো বল। এতবড় একটা জীবন

কাটালাম। খোদার কাছে এখন একটাই প্রার্থনা করি, ডাক এলে যেন হেঁটে হেঁটে যেতে পারি। তিনি আমার জন্য অনেক করেছেন, এটুকু আশা কি পুরন করবেন না?'

গনিস্যার মাথা নিচু করে বসে থাকলেন।

ঘরের মধ্যে থেকে থেমে থেমে ঘটঘট করে আওয়াজ আসছিল। গনিস্যার ভাবছিলেন সেটার কথা। একটুপর শব্দটা একেবারেই থেমে গেল। তারপরই শাড়িপড়া একজন মহিলা মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘর থেকে বের হল। রোস্তম স্যারের সামনে একটা গ্লাশ রেখে বলল, 'আমি সন্ধ্যায় একবার আমুনে।'

বলেই ঘরের দরজা একটু টান দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে বাইরের দিকে চলে গেল।

গনি স্যার তারদিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন দেখে রোস্তম স্যার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'কলিমুদ্দির নাতনী। বড় ভাল মেয়ে। এবেলা ওবেলা এসে খোঁজখবর নেয়, কাজ করে দেয়।'

বলে হাত বাড়িয়ে রেখে যাওয়া গ্লাশটা হাতে নিলেন। মুখে দিতে গিয়েও থামলেন। গনিস্যারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'খাবি নাকি একটু। বড্ড তেতো কিন্তু।'

গনিস্যার কিছু বলছেন না দেখে হেঁসে ফেললেন আবার। একটু থেমে বললেন, 'তুই পোলাপান মানুষ- খেতে ভাল লাগবে না।'

দিতে চেয়েও সেটা আর দিলেন না। একটু একটু করে খেতে শুরু করলেন। ঘন সবুজ রঙের পানীয়। কোনকিছুর রস বোধহয়।

গনিস্যারের হাঁসি পেল তার কথা শুনে। তিনি পোলাপান মানুষ! মাথায় সিকিভাগ চুল সাদা হয়ে গেছে, এখনও পোলাপান?

তা- উনার তুলনায় তো বটেই। বয়সে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, যোগ্যতায়, সন্মানে, সবদিকেই।

খেতে খেতে রোস্তম স্যার বললেন, 'কদিন অসুখে পরেছিলাম। পা ফুলে গেছে, হাঁটতে পারি না। ভাবছি এবার বোধহয় যাওয়ার সময় হল। এখানে মন খারাপ করে বসে আছি, একজন এসে এই ওষুধটা করে দিল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে পা ঠিক হয়ে গেল। এখন মেয়েটা বানিয়ে দেয়। এদিক ওদিক থেকে গাছপালা ছিকড়বাকড় খুঁজে আনে, সেগুলো ছেঁচে রস বানায়। তুই একসময় জেনে নিস। কারো বিপদআপদ হলে করে দিতে পারবি। খুব ভাল জিনিষ।'

গনিস্যার অবাক হলেন। নাম না বলে একজন বললেন কেন? উনি এই এলাকার সবাইকে চেনেন। কে কার ছেলে, কে কার নাতি। সকলের পরিচয় তিনি এভাবেই দেন। তার স্মরনশক্তি অত্যন্ত ভাল। কখনো কোনরকম ভুল করার কথা তিনি শোনেননি।

তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

রোস্তম স্যার বললেন, 'তা-তো ঠিক জানি না বাবা। আগে কখনো দেখিনি। একদিন এখানে এইভাবে বসে আছি, এসে আলাপ করল। পা ফুলে গেছে, সেটা টিপে দেখল। বলল ডাক্তার। একেবারে সাধারন পোষাক। তারপর সব শুনেটুনে কি কি গাছপাতা জোগাড় করে আনল। মেয়েটাকে বলে বলে ওষুধ বানাল।'

গনিস্যার বললেন, 'খুব ভাল ডাক্তার তো। সে কোথায়?'

রোস্তমস্যার বললেন, 'সে-তো জানি না। বলল ঘরবাড়ি নেই, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। বয়স একেবারে অল্প। তোর চেয়ে কম। এই বয়সে ঘরের টান ছেড়ে বাইরে বেড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম কোথায় থাকো, তা উত্তরে বলল- দরকার হলে আবার আসব।'

গনিস্যার চিন্তিতভাবে মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। ভাবতে লাগলেন।

রোস্তম স্যার বললেন, 'তুই কিছু বলতে এসেছিস, তাই না? তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে।'

গনিস্যার বললেন, 'জ্বী, আমি কিছু কথা জানতে এসেছি। ওদিকে বেশ কিছু অস্বভাবিক ঘটনা ঘটেছে, আমি বুঝতে পারছি না ওসব কেন হচ্ছে। আপনি তো এই এলাকার ইতিহাস জানেন।'

রোস্তম স্যার গ্লাশ শেষ করে রেখে দিয়েছেন। বললেন, 'ইতিহাস আর কি, একসময় আগ্রহ ছিল। জানতে চেয়েছি এখানে মানুষ কেমন ছিল, কি করত এইসব। ওরাই তো আমাদের পুর্বপুরুষ। ওদের বাদ দিলে আর তো কিছুই থাকে না। এরসাথে ওরসাথে কথা বলে যা পেয়েছি গুছিয়ে লিখে রেখেছি। তোর দরকার থাকে পড়ে নিস। আমি এত কথা বলতে পারব না। বিষয়টা কি বলতো?'

গনিস্যার তখন ভুতোর কথা বললেন, উদাসী বাবার কথা বললেন, তাবিজের কথা বললেন, জঙ্গলে লোক দুজনের কথা বললেন, বিষ দিয়ে বাছুর মারার কথা বললেন। রোস্তমস্যার মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সব কথা। শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা কথাও বললেন না। কথা শেষ হলে বললেন, 'হুঁ। ভেবেচিনে- কাজ করিশ।

তোকে সোজা একটা কথা বলে দিই, ওই রাজবাড়ির আশেপাশে কোথাও গুপ্তধন লুকানো আছে। কোথায় কেউ জানে না। এতদিন পর মনেহয় কেউ ওটার খোঁজে লেগেছে। সাবধানে থাকিস।'

রোস্তমস্যার তার ঘর থেকে হাতে লেখা কয়েকটা খাতা বের করে দিলেন গনিস্যারকে। তিনি সেগুলো যত্ন করে একটা ব্যাগে ভরে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

সারা পথ একটা প্রশ্নই তার মনে ঘুরপাক খেতে থাকল। কে সেই অজানা ডাক্তার?

৮

গনিস্যার ফেরত দেয়ার পর তাবিজটা ঘরে একটা কৌটার মধ্যে রেখেছিল ভুতো। একসময় তার মনে হল এটা এখানে রাখা ঠিক হচ্ছে না। যেকোন সময় কেউ না জেনেই কৌটা অন্য কাজে লাগাতে পারে। মাঝেমাঝে ফেরিঅলা আসে পুরনো কৌটা নিতে, তাকে দিয়ে দিতে পারে। অপ্রয়োজনীয় মনে করে ফেলে দিতেও পারে।

সন্ধ্যার কিছুটা আগে একটু সময় পেয়ে সে ভাবল ওটাকে মাটিতে একযায়গায় পুঁতে রাখি। বাড়ির পশ্চিমদিকে, যেখানে কয়েকটা কলাগাছ রয়েছে সেখানে এসে নরম কালো মাটি খুঁড়তে লাগল সে। আশেপাশে কেউ নেই দেখে সে দ্রুত হাত চালাল।

কেউ দেখবেনা ভাবলেও সেটা সকলের চোখ এড়াল না। তার খালাত বোন জোছনাবানু দেখতে পেল তাকে মাটি খুঁড়তে। দেখে এগিয়ে এল।

'কি-রে ভুতো, গুপ্তধন বাইর করস?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল সে।

'না জোছনাবু।' বলে মাথা নিচু করল ভুতো। তার হাত থেমে গেল আপনা থেকেই।

'তাইলে?'

ভুতো সাথেসাথে উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে চুপ করে বসেই থাকল। এখন তাকে সব খুলে বলতে হয়, নয়ত মিথ্যে বলতে হয়। গনিস্যার বলেছে মিথ্যে বলা চুরি করার চেয়েও খারাপ। এখন কি করবে সে?

'কি-রে, কথা কস না ক্যান?' বলতে বলতে এগিয়ে এসে ভুতোর কাছে বসে পরল জোছনাবানু।

ভুতোর আর এড়িয়ে যাওয়ার পথ নেই। বাধ্য হয়ে তাকে সত্যি কথাই বলতে হল। বলল, 'একটা জিনিষ লুকিয়ে রাখব।'

'দেহি কি?'

ভুতো এড়িয়ে যেতে পারল না। হাতের তাবিজটা দেখাল সে। দেখে সাথেসাথে উৎফুল্ল হয়ে উঠল জোছনাবানু। হাত বাড়াল নেয়ার জন্য, 'কি সোন্দর, দে গলায় পড়ি।'

ভুতো তাড়াতাড়ি বলল, 'এটা মন্ত্র পড়া তাবিজ। যদি ক্ষতি হয়?'

জোছনাবানু বলল, 'হয় হউক। দে দেখি-'

তাবিজটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল জোছনাবানু। সিনেমায় এধরনের তাবিজ গলায় পরতে দেখেছে সে। একেবারে গলার সামনে ঝুলানো থাকে। নিজের গলার কাছে ধরে দেখল কেমন মানাবে। তারপর ভুতোর দিকে ফিরল সে। তার এই ভাইটা একেবারে অন্যরকম সে জানে। নিজে যেমন কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করে না, কারো কাছে সেটা পেতেও পছন্দ করে না।

ভালভাবেই তাকে বুঝাল সে, 'তুই তো পুইতাই রাখবি, তারচে আমারে দে। যখন ইচ্ছা নিস। আমি হারামু না।'

ভুতো দেখল গুলচেহারা বানুকে দেখা যাচ্ছে দুরে। এখন আপত্তি করার মানে তারও জানাজানি হওয়া। তারপর সেখান থেকে কার কাছে যাবে ঠিক নেই। তারচেয়ে একজন জেনেছে তাতেই শেষ হোক ব্যাপারটা।

সে বলল, 'কাউকে বলবে না কিন্তু এটার কথা। গনিস্যার বলেছে এটা ভয়ংকর কিছু। ক্ষতি হতে পারে।'

'আইচ্ছা, কেউ জানব না।' বলে যেন ভুতোকে দেখানোর জন্যই সেটাকে জামার নিচে লুকিয়ে রাখল সে।

কিন্তু বিষয়টা বেশিক্ষন গোপন থাকল না। পরদিন সকালে জোছনাবানু যখন তাবিজটা গলায় পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিল মনোযোগ দিয়ে তখন গুলচেহারাবানু দেখল। তার সাথে এনিয়ে কথা বলতে বলতে হাজির হল ন্যাপার মা। তার কাছে থেকে পড়শীরা জেনে গেল জোছনাবানুর কি যেন হয়েছে। কোথায় কোন পীরের কাছ থেকে তাবিজ আনতে হয়েছে সেজন্য।

গ্রামে এধরনের কথা ছড়াতে সময় লাগেনা। অন্য কাজে সময় না পেলেও একাজে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটাতে পারে। নিজের কাজ বাদ দিয়েও শুধু খবর দেয়ার জন্যই আরেক বাড়ি যেতে পারে। এই খবরটাও এতই দ্রুত ছড়াল যে ঘন্টাখানেকের মধ্যে দোকানে বসেই শুনতে পেল ভুতো। সাথেসাথে তার একটা কথাই মনে হল, একমাত্র গনিস্যারই পারেন তার করনীয় কি ঠিক করতে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কোনরকম দেরী না করে আজই তারসাথে আবার আলাপ করতে হবে। জেনে নিতে হবে কি করা যায়।

রাতে বাড়ি ফেরার পথে গনি স্যারের বাড়ি গেল সে। তাকে খুলে বলল সব ঘটনা। লুকিয়ে রাখতে গিয়ে জোছনাবানুর দেখে ফেলা, তাকে দেয়া, সবই। সে

www.MurchOna.com

ভেবেছিল গনিস্যার রেগে যাবেন কিন্তু তিনি এতটুকু রাগলেন না। চুপ করে বসে থাকলেন। যেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

ভুতো তাকে বিরক্ত করল না। চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে থাকল। দেখল গনিস্যারের টেবিলে কয়েকটা বাঁধানো খাতা। দেখে মনে হয় অনেক পুরনো। গনিস্যার খাতার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

তারপর একসময় ভুতোর দিকে ঘুরে কথা বলা শুরু করলেন। শুনতে শুনতে ভুতোর মনে হল যেন রীতিমত গল্প শোনাচ্ছেন তাকে।

গনিস্যার বললেন, 'শোন ভুতো, এই তাবিজটা কোথা থেকে, কিভাবে এসেছে সে আমি খোঁজ করেছি। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা জানতে পেয়েছি। তোকে বলছি সেসব কথা। তোর জানা দরকার, মনোযোগ দিয়ে শোন। অনেক ঘটনা রয়েছে এর পেছনে।

অনেকদিন আগে, যখন এদেশ ইংরেজরা শাসন করত তখন এখানে এক জমিদার থাকতেন। নাম সোলেমান হায়দার। সবাই বলত রাজা সোলেমান। তার ছিল প্রচুর ধনসম্পদ। এই এলাকার সব জমির মালিক ছিলেন তিনি। এছাড়াও হীরেরত্ন, সোনাদানা, সোনার মোহর এইসব ছিল অঢেল। যেখানে উদাসীবাবা বসে থাকেন সেখানে ছিল তার রাজবাড়ি। খুব ভালোমানুষ ছিলেন তিনি। সাধারন মানুষদের খুব ভালবাসতেন। তাদের সুখদুঃখের খবর নিতেন। সবাই তাকে খুব ভালবাসত।

সব ভালোর সাথে যেমন মন্দ থাকে তেমনি মন্দও ছিল সেখানে। গল্পের রাজাদের মতই তার যে নায়েব ছিল সে ছিল বদ লোক। টাকাপয়সার হিসেব রাখার দায়িত্ব ছিল তার। সে হিসেবে গড়মিল করত, সুযোগ পেলেই চুরি করত। যা খাজনা নেয়ার কথা তারচেয়ে বেশি খাজনা আদায় করত। সেই টাকার হিসেব সোলেমানের কাছে পৌছাত না। নায়েবের লোভ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে গেল যে একসময় সে সোলেমানের সমস্ত ধনসম্পত্তি নিজের করে নিতে চাইল। সে সুযোগ খুঁজতে লাগল।

নদীর ওপারে আরেক জমিদারের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। দুদিকেই ভালমানুষ সেজে থাকত, দুদিকেই টাকা খেত। এদিকের খবর ওদিক দিত, ওদিকের খবর এদিকে আনত। সে এখানেই তার সুযোগ দেখল। দুই জমিদারের মধ্যে গন্ডগোল লাগাতে হবে, সেই গন্ডগোলের সুযোগ তাকে নিতে হবে। সে সুযোগ মিলেও গেল। একবার নদীর চরে এপারের কৃষকরা চাষ করল, ওপারের লোকজন এসে ফসল কেটে নিয়ে গেল। এতে জমিদার সোলেমান খুব রেগে

গেলেন। নায়েব তাতে আরো ইন্ধন যোগালো। পরামর্শ দিল জোর করে ফসল ফেরত আনতে হবে, জমিদারকে ক্ষমা চাইতে হবে। নাহলে ওদের দৌরাত্ম বাড়তেই থাকবে। দিনেদিনে আরো বেশি ক্ষতি করবে। ফলে দুদিকেই সাজসাজ রব পরে গেল। যে কোন সময় যেন মারামারি লেগে যায়।

এদিকে নায়েব আরেকটা কুটচাল চালল। সে জানে সরাসরি লাগলে সোলেমানই জিতবে। গ্রামের সাধারন মানুষরাও তার পক্ষ নেবে। সে বেশ কিছু লাঠিয়ালকে লোভ দেখিয়ে আলাদা করে ফেলল। অনেকটা ডাকাত দলের মত। এইসময় কোন এক অজ্ঞাত কারনে বাড়ির লোকজন, পশুপাখি মরতে শুরু করল। একসময় সোলেমানের বাড়ির লোকজনও আক্রান্ত হল সেই রোগে। তখন খুব সাধারন রোগও মরামারী হয়ে দেখা দিত। চিকিৎসা করতে না পেরে মানুষ পালাত এক গ্রাম ছেড়ে আরেক গ্রামে। এখানেও তাই হল। সাধারন লোকজন গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। আর নায়েব সোলেমানের কাছে নানারকম কানকথা লাগাতে থাকল। শেষে সোলেমানের মনে হল ওপারে আক্রমন করা ছাড়া এ থেকে মুক্তি নেই। সোলেমান একসাথে দুটি কাজ করলেন। তার পরিবারের লোকজনকে একদিন রাতের অন্ধকারে দুরে পাঠিয়ে দিলেন। আর লাঠিয়ালদের তৈরী করতে থাকলেন। পরিবারকে নিরাপদে পাঠাতে পারলেও পরের কাজটি ঠিকমত করতে পারলেন না। একরাত্রে তার বাড়ি আক্রমন করল কিছু লোক। তারা যে কে তা কেউ নিশ্চিত করতে পারে না। তারা সোলেমানকে মেরে ফেলল, বাড়িঘরে আগুন দিল, অনেক সাধারন মানুষকে মেরে ফেলল। যারা বেঁচে থাকল তারা কোনমতে পালাল। সুযোগ পেয়ে নদীর ওপারের জমিদারের লোকেরাও এসে যা পেল লুট করে নিয়ে গেল। সোলেমানের সাজানো বাড়ি ভেঙেচুরে ফেলল। একেবারে অরাজক অবস্থা হয়ে দাঁড়াল। যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে পালাচ্ছে। দুদিনেই যায়গাটা একেবারে শ্মশান হয়ে গেল।

সবকিছু হারিয়েও কয়েকজন থাকার চেষ্টা করেছিল কিছুদিন। চাষবাস করে এখানেই থেকে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দুএকজন অসুখে মারা যেতে বাকিরাও পালাল। একেবারে জনশুন্য অবস্থা হয়ে দাঁড়াল এই গ্রামের। বহু বছর এভাবেই পরে থাকল যায়গাটা। একসময় জঙ্গল হয়ে ঢেকে গেল সবকিছু। এখন এখানে যারা বাস করছে তারা এসেছে অনেক পরে।

এদিকে ওরা রাজবাড়িতে লুটতরাজ করল ঠিকই, কিন্তু সোলেমানের কোন ধনসম্পদ তারা পেলনা। কেউ কেউ বলল সে ওগুলো পাচার করে দিয়েছে তার পরিবারের সাথে। তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলল

ওগুলো এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কোথাও মাটির তলায় রাখা আছে ওগুলো। কাজটা এত সাবধানে করেছে যে নায়েবও জানতে পারেনি। সোলেমান শুধু তার ম্যাপ তৈরী করে তার পরিবারের কাছে দিয়েছেন যদি কোনদিন তারা সেগুলি বের করতে পারে সেই আশায়। আজ পর্যন্ত কেউ তার পরিবারের কাউকে খুঁজে বের করতে পারেনি, ম্যাপ পায়নি। এমনিতে সারা বাড়িঘর, আশেপাশের সব যায়গায় খোঁড়াখুড়ি করেছে ধনসম্পদের আশায়। কেউ এক কনাও পায়নি।

শুনলি ভুতো, আমার মনে হয় এটা সেই ম্যাপের একটা অংশ। পুরোটা না। এটা যে এই এলাকার ম্যাপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু এই অংশ দিয়ে লুকানো যায়গা বের করা যাবেনা। আরেক অংশও দেখতে হবে। সেটা কারো না কারো কাছে থেকে গেছে।'

ভুতো অবাক হয়ে শুনছিল। গনিস্যার কথা শেষ করলেও সে মুখ খুলল না।

গনিস্যারই আবার কথা শুরু করলেন। বললেন, 'মনেহয় উদাসীবাবার সাথে সোলেমানের পরিবারের কোন সম্পর্ক আছে। তাকে ছাড়া সেটা জানা যাবে না। মনেহয় সেই লোক দুজন কোনভাবে ম্যাপের আরেক অংশ পেয়েছে। সেজন্যই খোঁজখবর করছে। উদাসীবাবাও সেজন্যই নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

ভুতো এখনও নির্বাক। সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছেনা। এখানে তার ভুমিকাই বা কি? উদাসীবাবা ম্যাপটা সাথে করে নিয়েই যেতে পারত। তাকে দিল কেন?

গনিস্যার যেন তার মনের কথা পড়তে পারলেন। বললেন, 'শোন ভুতো, তোকে এটা দেয়াও খুব গুরুত্বপুর্ন। কেউ যখন সন্যাসী হয় তখন তার ধনসম্পদের ওপর লোভ থাকে না। হয়ত তার কোন পরিকল্পনা ছিল, কোন কারনে সেটা ত্যাগ করেছে। হয়ত তোকে পছন্দ করেছে। তোকেই সেজন্য এটা দিয়ে গেছে। খুঁজে বের করতে পারলে এতে তোর অধিকার সবচেয়ে বেশী।'

এখনও ভুতোর মাথায় ঢুকছেনা কিছু। ধনসম্পদ মানে কি? সোনাদানা, টাকাপয়সা? ওগুলো পেলে সে নিয়ে করবেই বা কি? কি কিনবে? কাকে দেবে?

গনিস্যার তখনো তাকে বুঝাচ্ছেন।

'শোন ভুতো, এখন সব কাজ হিসেব করে করতে হবে। লোভী মানুষ যখন পেছনে লেগেছে তখন সহজে পিছু ছাড়বেনা। ওরাই ভুতের ভয় ঢুকিয়েছে মানুষের মনে, মজনুর বাছুরটাকে মেরেছে। তোর বাড়িতে আছে জানলে পাওয়ার

চেষ্টা করবে। তুই বাড়ি গিয়ে জোছনাকে বুঝিয়ে বলবি, তারপর ওটা নিয়ে সাবধানে কোথাও লুকিয়ে রাখবি। লোকে গুজব ছড়াচ্ছে ছড়াক আসল তাবিজটা কেউ যেন না পায়। ওই লোকদুজনকে দেখলে ওদের ধারে কাছেও যাবি না। মনে থাকবে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ভুতো।

বাড়ি ফিরে ভুতো যখন জোছনাবানুকে তাবিজের কথা বলল জোছনাবানু ভুতোর কথায় পাত্তাই দিল না। কোথাও লুকিয়ে রাখার চেয়ে তার কাছে থাকা ভাল, এটাই বলল সে। কোন বিপদ হলে তারই হবে। আর কেউ যদি জোর করে নিতে আসে সে দেখে নেবে তার কত সাহস।

ভুতোর একবার মনে হল তার কথাই ঠিক। কি-ই বা বিপদ হতে পারে ওর কাছে থাকলে? কিন্তু সেদিন রাতেই যা ঘটল তাতে তাকেও আবার নতুন করে ভাবতে বসতে হল।

ঘরে ঘুমিয়েছিল জোছনাবানু আর তার মা। তাদের টিনের ঘরে হাওয়া ঢোকার জন্য জানালা খোলাই থাকে। কেউ ইচ্ছে করলেই উঠান পেরিয়ে জানালার কাছে আসতে পারে। মানুষ হলেও পারে, ভুত হলেও পারে। জানালার কাছে শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল গুলচেহারাবানুর। সাবধানে চোখ খুলে দেখল জানালার কাছে ভুতের মত কালো মুর্তি দাঁড়িয়ে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল তার। প্রথমেই তার মনে হল একে দেখেই মোসলেম মিয়া জ্বরে পরেছে। চোখ বন্ধ করে ভয়ে কাঁপতে শুরু করল সে।

গুলচেহারাবানু নিজে ভীতু হতে পারে, তার মেয়ে জোছনাবানু ভয় পাওয়ার বান্দা না মোটেই। এরই মধ্যে সাহসের জন্য যথেষ্ট নাম কুড়িয়েছে সে। কে একজন তাকে কি বলায় ঘুসি মেরে দাঁত ভেঙে দিয়েছে। সে তার কপালের কাছে চুল ছোট করে কেটেছে। বাকি চুলগুলো পেছনে থাকলেও ছোট চুলগুলি কপালের ওপর থাকে সবসময়। এজন্য তাকে দেখে শক্তি আরো বেশি মনে হয়। সরাসরি তারসাথে লাগতে যাওয়ার সাহস কম মানুষেরই আছে।

আবছা অন্ধকারে জোছনাবানু দেখল শব্দ শুনে তার মা ভাল করে কাঁথায় মাথামুড়ি দিল। তার মনে হল কেউ একজন যেন দাঁড়িয়ে আছে জানালার কাছে। নিশ্চয়ই চোর। সাবধানে বিছানা থেকে নেমে পরল সে। মাথা উচু না করে দরজা সামান্য ফাঁক করে বারান্দায় বের হল। বারান্দায় গরু চরানোর লাঠি গোঁজাই থাকে, সেটা হাতে নিয়ে গুটিগুটি পায়ে ঘরের কোনায় এসে দাঁড়াল।

তার অনুমানই ঠিক। কে একজন দাঁড়িয়ে আছে জানালার কাছে। মাথার ওপর একটা কাপড় দিয়ে রেখেছে যেন চেনা না যায়। লাঠিটা দুইহাতে শক্ত করে ধরল জোছনাবানু। তারপর দুপা এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

'কে-রে?'

ভুত দেখার মতই চমকে উঠল লোকটা কথা শুনে। ঘুরে তাকাল, তারপরই দৌড় মারল। জোছনাবানু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে কেন? সেও তাড়া করে এসে লাঠি চালাল। শপাং করে বাড়ি লাগল পিঠের ওপর। লোকটা একবার চিৎকার করেই থেমে গেল। সেই অবস্থাতেই কোনমতে ছুটে পালাল।

সেখানে দাঁড়িয়ে ওর পালানো দেখল জোছনা বানু। কত বড় সাহস! তার জানালার কাছে আসে। ভয় দেখাতে নাকি চুরি করতে?

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল মাথায় দেয়া কাপড়টা পরে আছে মাটিতে। সেটা উঠিয়ে নিল। তার মা ততক্ষনে টের পেয়েছে কিছু ঘটছে বাইরে। জোছনাবানু ঘরে নেই। সাহস করে বাইরে এসে দাঁড়াল সে।

'জোছনা, ও জোছনা-'

ডাক শুনে ঘুরে ঘরের দিকে ফিরল জোছনাবানু, 'কেডা জানি আইছিল। দিছি একটা বাড়ি-'

ভুতোর ঘুম এমনিতেই হালকা। কথাবার্তা শুনে সেও বের হল তার ঘর থেকে। এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'কি হয়েছে জোছনাবু?' জিজ্ঞেস করল সে।

জোছনা হেঁসে ফেলল ভুতোকে দেখে। হাতের কাপড়টা বাড়িয়ে ধরল, 'দ্যাখ, কেডা জানি দাড়াইছিল জানলার কাছে। লাঠির বাড়ি খাইয়া ভাগছে।'

এগিয়ে এসে কাপড়টা হাতে নিল সে। একটা গামছা। নতুন কেনা।

চিন্তিত হল ভুতো। এসব ভাল লক্ষন না মোটেই। সাধারন চোর নতুন গামছা কিনে চুরি করতে আসেনা। এর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

'দেখতে পেয়েছ কে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না-রে। বাড়ি খাইয়া ভাগছে। শুটকামত একটা ব্যাডা।'

সেটা কে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না জোছনাবানু। নিজের বাহাদুরীতেই সে সন্তুষ্ট।

এত সহজে সবকিছু মেনে নিতে পারল না ভুতো। ওর মন বলছে এখানে আরো বড় কোন বিষয় রয়েছে। গনিস্যার বলেছে তাকে সাবধানে থাকতে। তাবিজটার কথা কাউকে না জানাতে। ওরা তাবিজ পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু এখন সেকথা ভেবে লাভ কি? যারা তাবিজের খোঁজ করছে তারা একটু বুদ্ধিমান হলেই জেনে যাবে জোছনাবানুর কাছে যে তাবিজ আছে সেটাই ওই তাবিজ। সেটাই হয়েছে। রাতের বেলা ওদেরই একজন এসে হাজির হয়েছে। তাদের বাড়িতে রাতে চোর আসবে না। যে এসেছিল সে চোর না মোটেই। অন্তত সাধারন চোর না।

গুলচেহারাবানু ঘুমাতে গেলে জোছনাবানু আর ভুতো আবার গেল জানালার কাছে। এবারে জোছনাবানুর হাতে আলো। ভুতো ভাল করে জানালার কাছে মাটি দেখল। জুতাঅলা পায়ের দাগ সেখানে। জোছনাবানু এতকিছু লক্ষ্য করেনি। সেও তাকে কিছু বলল না। কিছুক্ষন পর জোছনাবানু হাই তুলে ঘুমাতে গেল। বারান্দায় এসে বসে থাকল ভুতো।

আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল সে।

যারা পেছনে লেগেছে তারা অতিরিক্ত চালাক। এদের সাথে চালাকী করতে হবে। কোনভাবে ভুল বোঝাতে হবে। তাবিজটা তার হাতে থাকলে সে সাবধানে থাকতে পারত। বহুদুর থেকে কারো হেঁটে আসার শব্দ শুনতে পায় ভুতো। কেউ দৌড়ে তাকে ধরতে পারবে না। তারকাছে ওটা আছে জানলেও অত সহজে হাত করতে পারবে না।

কিন্তু ওটা রয়েছে জোছনাবানুর কাছে। ওটা তারকাছে এখন বাহাদুরির মত। সহজে সেটা হাতছাড়া করবে না।

অনেক ভেবে একটা বুদ্ধি বের করল ভুতো। ওটা থাক জোছনাবানুর কাছে। সে অন্যদের বুঝাবে ওটা অন্য তাবিজ। আসল তাবিজ তার কাছে।

সে একটা মোটা সুতা তার গলায় বাঁধল। একটা কড়ি তারসাথে এমনভাবে বাঁধল যেন মনে হবে তার গলায় তাবিজ রয়েছে। এটা নিয়ে লোকে গল্পগুজব করবেই। ওদের কাছে সেই গল্প পৌছালে ওরা জোছনাবানুর পেছনে লাগবে না।

সকালে দোকানে যাওয়ার সময় গনিস্যারকে রাতের ঘটনার কথা জানাল ভুতো। তখন তাড়াহুড়া থাকায় বেশী কথা বলা সম্ভব হল না। ভুতোকে রাতে ফেরার সময় দেখা করতে বললেন তিনি। তখন একটা কিছু বুদ্ধি বের করা যাবে।

৯

রাতে ভুতোর অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে একসময় অধৈর্য্য হয়ে পরলেন গনিস্যার। চেষ্টা করেও পড়ায় মন দিতে পারলেন না। বিছানায় শুয়ে থেকে টেবিলে রাখা ঘড়ি দেখলেন। এগারটা বেজে গেছে। এখানে এগারটা মানে অনেক রাত। পুরো গ্রাম নিশ্চুপ হয়ে যায় এই সময়।

ভুতো এল না কেন? ও-তো কথা দিয়ে কথা না রাখার মানুষ না। কোন কাজে কি আটকা পরল? না-কি বিপদ হল কোন?

একবার ভাবলেন সকালে খোঁজ নেয়া যাবে। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সি'র রাখতে পারলেন না গনিস্যার। একসময় জামা গায়ে দিয়ে হাতে টর্চ নিয়ে বাইরে বেরলেন। দেখা যাক ভুতো বাড়ি ফিরেছে কিনা।

একেবারে নিঝুম রাত। ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। টর্চ ছাড়া দেখা যায়গা কিছু। হাঁটার সময় ইচ্ছেকরে শব্দ করে হাঁটতে হয়। পথে কোন সাপ থাকলে নিজেই সরে যায় শব্দ শুনে। সাবধানে ভুতোর বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি। সরু মাটির পথ, পথের দুধারে গাছপালা। এ যায়গায় আশেপাশে কোন বাড়িঘর নেই। হঠাৎই থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

রাস্তার ধারে সাদামত কি যেন পড়ে রয়েছে। জামগাছটার নিচে। মনে হচ্ছে একজন মানুষ। আলো ফেললেন তিনি। সাথেসাথেই ভুতোর জামা চিনতে পারলেন। পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে। দৌড়ে কাছে এসে ধরলেন ওকে। সোজা করলেন। কপাল দিয়ে রক্ত গড়িয়ে গেছে। অজ্ঞান হয়ে রয়েছে সে। দ্রুত গলায় হাত দিয়ে দেখলেন। আসে- আসে- শ্বাস নিচ্ছে। কোনমতে তাকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটলেন ভুতোর বাড়ির দিকে। বাড়ির কাছে পৌছেই চিৎকার কলে ডাকলেন 'কে আছো' বলে।

তার হাঁকডাক শুনে গুলচেহারাবানু বের হল সকলের আগে। হাতের বাতি উচু করে ভুতোকে রক্তাক্ত দেখেই হাউমাউ করে উঠল সে।

'হায় হায়, খুন, খুন করছে রে। কে কোথায় আছো। আমার ভুতোকে কে খুন করল।'

তার চিৎকার শুনে দৌড়ে এল আশেপাশের লোকজন। অজ্ঞান ভুতোকে দেখে ভীড় করে চেঁচামেচি শুরু করল সবাই মিলে।

www.MurchOna.com

ধমক দিয়ে তাদের থামালেন গনিস্যার, 'থামো। একটা কাঁথা পেতে দাও বারান্দায়।'

গুলচেহারাবানু ধমক খেয়ে মুখবন্ধ করল কিন্তু কি করতে বলা হয়েছে তা বুঝল না। জোছনাবানু দৌড় দিল কাঁথা আনতে। বারান্দায় কাঁথার ওপর শুইয়ে দেয়া হল ভুতোকে। মাথার কাছে কুপিবাতি ধরে ভাল করে দেখলেন গনিস্যার। রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। নতুন করে বের হচ্ছে না। যা বের হয়েছে তাতেই মাথা, গলা ভিজে গেছে। তার সাদা সার্ট কালচে হয়ে গেছে কাঁধের কাছে। ভুতোর হাত নাড়া দিলেন তিনি। কোন সাড়া নেই।

দ্রুততই সিদ্ধান্ত নিলেন গনিস্যার। একে সদরে নিতে হবে। ডাক্তার দেখাতে হবে। সদর এখান থেকে দুরে হলেও রাস্তা ভাল, রিক্সাভ্যান নিয়ে যাওয়া যায় সেখানে।

চারিদিকে কৌতুহলী মুখের ভীড়। সেদিকে তাকালেন তিনি। তার এক ছাত্রকে চিনতে পারলেন।

'এই পলা এক দৌড়ে মতির বাড়ি যা। ভ্যান নিয়ে আসতে বল। সাথে করে নিয়ে তবে আসবি। বল ভুতোকে সদরে নিতে হবে।'

পলা নামের ছেলেটি দেরী করল না। দৌড় দিল মতির বাড়ি। মতি তখন সবেমাত্র বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়েছে। গামছা দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে।

'অ মতিভাই, গনিস্যারে এক্ষনে যাইতে কইছে। কে জানি ভুতোর মাথা ফাটাইছে। সদরে নিতে কইছে।' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল পলা।

মতি থেমে তার কথা শুনল মনোযোগ দিয়ে কিন্তু গা করল না। ভাল করে মুখ মুছে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

'ক যামুনে। ভাত খাইয়া লই।'

পলা ছেলেটি এত সহজে ছাড়ল না। গনিস্যার তাকে বলেছে সাথে করে নিয়ে যেতে। কথা না শুনলে গনিস্যার কেমন রেগে যান সেটা সে ভালই জানে। কথার গুরুত্ব বুঝাতে রীতিমত চিৎকার করে উঠল সে, 'স্যারে কইছে সাথে কইরা নিয়া যাইতে। নাইলে রাগ করব।'

মতি ধমকে উঠল এবার, 'যা-যা, সারাদিন খাইটা আইছি অহন যামু সদরে? সদর জানি এহানে। ভাত দাও।'

www.MurchOna.com

মতির বউ বারান্দায় দাড়িয়েছিল। তারদিকে চেয়ে তাড়া দিল মতি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এতক্ষন মনোযোগ দিয়ে মতির বউ শুনছিল সবকথা। এবার সে মুখ খুলল। তার স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'পোলাডারে দেইখ্যা আস। স্যারে কইছে।'

'পারুমনা। যে পারে যাউক। ভাত দাও।' বিরক্তি দেখাল মতি।

'একটা পোলা মরতাছে-' আবারও বলল মতির বউ।

'মরুক গা। খিদা লাগছে, ভাত দে।'

ভালভাবে বললে কাজ হবেনা বুঝে ধমক দিল সে। তার বউ একচুলও নড়েনি যায়গা থেকে। হা করে দাঁড়িয়ে আছে পলা।

মতির বউ একেবারেই শান্ত স্বভাবের। কারোসাথে ঝগড়াঝাটিতে যায়নি কখনো। তবুও তাকে ভয় করে চলে সকলে। কখনও তাকে জোরে কথা বলতে দেখেনি কেউ। এবারেও গলা উঠাল না। কিন্তু শান্তভাবে যা বলল তাতে মতির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল।

'ঘরে ভাত আছে, নিয়া খাও। পলা, গাড়িডা বাইর কর- আমি যামু।'

কিছুটা সময় লাগল মতির কথা বুঝতে। দেখল পলা সাথেসাথে রওনা দিয়েছে গাড়ির দিকে।

এরপর কি হবে জানে মতি। তার বউ গাড়ি নিয়ে যাবে ছেলেটাকে বাঁচাতে। সারা গ্রাম জানাজানি হবে সেটা। মান ইজ্জত আর থাকেনা। আর একবার তার বউ রাগলে তাকে ফেরাতে কদিন লাগবে কে জানে। হয়ত ওখান থেকেই চলে যাবে কোনদিকে।

নিজের বউকে একেবারেই বুঝতে পারেনা মতি। গ্রামের কারোসাথে মেশেনা, কেউ এলে এমনভাবে কথা বলে যে সে আর আসার উৎসাহ পায়না। তার সদ্ভাব শুধু ছোট ছোট ছেলেদের সাথে। নিজের ছেলেমেয়ে নেই বলে ওদেরকে ডেকে ডেকে খাওয়ায়।

তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাল মতি, 'আমি কি না কইছি। কইলাম এট্টু খাইয়া যাই। হুহ-, জামাডা দ্যাও-'

মতির ভ্যানগাড়ির চাকা শিকল দিয়ে তালা লাগানো। পলা টেনে আনতে পারছে না। সেদিকে তাকিয়ে ধমক দিল মতি, 'রাখ, আমি নিতাছি।'

মতির বউ ঘরে ঢুকল। বের হল একহাতে জামা আরেকহাতে কাগজে মোড়ানো পিঠা নিয়ে।

'এইডা খাইতে খাইতে যাও।'

জামা গায়ে চড়াল না মতি। তার রিক্সাভ্যানের ওপর ছুড়ে দিয়ে তালা খুলে হ্যান্ডেল ধরে টান দিল। পলাও একলাফে উঠে বসল সেখানে।

ভুতো এবং গনিস্যারকে নিয়ে মতির রিক্সাভ্যান যখন হাসপাতালের সামনে পৌছাল তখন গভীর রাত। রাস্তাঘাটে জনমানুষ নেই একটাও। ভুতো তখনও মড়ার মত পড়ে আছে। এতটুকু নড়াচড়া নেই। গনিস্যার তার মাথা কোলে করে বসে রয়েছেন ভ্যানের ওপর। ভেবে কোন কুলকিনারা বের করতে পারছেন না তিনি। ভ্যান হাসপাতালের সামনে থামতেই নেমে ভুতোকে কোলে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

চিকিৎসার বিষয়টি খুব সহজ হলনা। দেখা গেল ডিউটিতে একজনই ডাক্তার। ঘরে বসে গল্প করছে। গল্পরত মহিলা নার্সও গুরুত্ব দিলনা একেবারে। বলল সকালের আগে দেখা হবে না। যখন আউটডোর খুলবে তখন দেখা হবে।

একেবারে হতভম্ভ হয়ে গেলেন গনিস্যার। একজন মানুষ আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে আর তাকে দেখা হবে সকালে! ডাক্তার বসে বসে গল্প করবে!!

ভুতোকে কোলে করে বারান্দায় এনে কোনমতে শুইয়ে রাখলেন। মতিকে বললেন, 'দেখ, আমি আসছি।'

একটু দুরেই ওষুধের দোকান খোলা। চেয়ারে বসে ঢুলছিল দোকানদার। ক্রেতা দেখে আসে- চোখ মেলল। তারপরই রক্তমাখা মানুষ দেখে ধড়মড় করে উঠল।

এবারে গনিস্যার নিরাশ হলেন না। দোকানদার দ্রুতই টেলিফোন নম্বর বের করে আকবর ডাক্তারকে কল করল। তিনি তাদের গ্রামের মানুষ। গনিস্যারের একসময়ের সহপাঠি। পরিচয় পাওয়া মাত্র ছুটে এলেন ডাক্তার। ভুতোকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ভেতরে বসা ডাক্তারকে ধমকে বের করে দিলেন বারান্দায়। গনিস্যার আর মতি দুজনেই তখন বাইরে অপেক্ষা করছে। মতি ভুতোর কাঁথা ভাজ করে রাখল একপাশে। গনিস্যার একেবারে গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক্তার তখন গজগজ করছে, 'নিকুচি করি ডাক্তারির। এত টাকাপয়সা খরচ করে ডাক্তার হয়ে রাতদুপুরে গালাগালি শুনি। ব্যাটারা মরার সময় পায়না। গন্ডগোল করে মাথা ফাটাবে আর ঝাল ঝাড়বে এখানে এসে।'

গনিস্যার কিছু বলছেন না। মতি একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল তারদিকে। মুখভার করে কি যেন ভাবছেন তিনি।

রাগ ধরে রাখতে পারল না মতি। চাপাস্বরে বলল, 'হ্যার যদি কিছু হয় তর মাথায় আমি রডের বাড়ি দিমু। হালার ডাক্তার।'

ডাক্তার ক্রুদ্ধভাবে তাকাল তার দিকে। পারলে যেন এক্ষুনি বের করে দেয় তাকে। তাকিয়ে আছে মতিও। সে তার গামছা ঝাড়ল শব্দ করে।

আর কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে গেল ডাক্তার।

সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন গনিস্যার। পিলারে হেলান দিয়ে মাথা নিচু করে বারান্দায় বসে থাকল মতি।

কতক্ষন সময় গেল জানা নেই তাদের কারোই। একসময় আকবর ডাক্তার যখন বললেন ভুতোর ভয়ের কিছু নেই তখন সে খবরটাই বাড়িতে জানানোর জন্য মতিকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

পরদিন দুপুরে মতি যখন আবার হাসপাতালে গেল খোঁজ নিতে তখন গনিস্যার বাড়ি ফিরলেন। ঘরে ঢুকেই দেখলেন তার ঘর তছনছ করা হয়েছে। এমনিতেই তার ঘরে তেমন কিছু জিনিষপত্র নেই। বিছানা, আলনায় কয়েকটা জামাকাপড়, একটা বুকসেলফ, পড়ার টেবিল আর খাটের নিচে একটা ট্রাংক। সবকিছুই কে যেন ওলটপালট করে কিছু খুঁজেছে।

কি খুঁজেছে দেখাও প্রয়োজন মনে করলেন না তিনি। এমনিতেই বুঝতে সময় লাগল না। লোভী মানুষ লেগেছে পেছনে। ওরাই ভুতোর মাথায় মেরেছে। এযাত্রা অন্তত বেঁচে গেছে সে। কিন্তু এরা এত সহজে পিছু ছাড়বে বলে মনে হয় না। লেগেই থাকবে। যতক্ষন না তাদের লোভ মেটে। আর লোভী মানুষের লোভ কখনো মেটে না। সাবধানে থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কোনমতে বিছানা ঠিক করে তিনি শুয়ে পরলেন। বিশ্রাম দরকার। সন্ধার দিকে আবার যেতে হবে হাসপাতালে।

শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলেও ঘুম এল না চোখে। ভাবতে লাগলেন।

কেউ একজন ভুতোর মাথায় বাড়ি মেরেছে। তাবিজটা ভুতোর কাছে পায়নি। এজন্যই তার ঘরেও খোঁজ করেছে। কাগজে যে নক্সা আঁকা হয়েছিল সেটা ভাঁজ করে রাখা ছিল বইয়ের ভেতর, কোনা বের করে, সেটা নিয়ে গেছে। বুদ্ধিমান হলে এটা দিয়েও কাজ সারতে পারবে। এজন্য এতটুকু দুঃখবোধ হচ্ছেনা তার।

ম্যাপ কোন এলাকার তা রয়েছে তার মাথায়। অন্তত এই অংশ জানার জন্য তাকে ম্যাপ দেখতে হবে না।

ম্যাপ চুরি করে গুপ্তধন খোঁজার চেষ্টা একেবারেই বোকামী। এত লোকের সামনে যায়গা খুঁজে মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন বের করা এত সহজ না। গ্রামের লোকজন পাহারা দিয়ে রাখতে পারবে। লোভে অন্ধ হয়ে গেছে ওরা। বাস্তবে কি সম্ভব কি অসম্ভব ভাবেনি। ভুতের ভয় দেখিয়ে সবাইকে দুরে রাখা সম্ভব না।

সবচেয়ে খারাপ কাজ করেছে ভুতোকে মেরে। ভাগ্য ভাল বলেই ও বেঁচে গেছে।

ভুতোকে মারল কে? কিভাবে?

হঠাৎ করেই প্রশ্নটা এল গনিস্যারের মাথায়। ভুতো অত্যন্ত সাবধানী ছেলে। কেউ যদি অন্ধকারে ওত পেতে থাকে তাহলেও সে টের পাবে। টের পেয়ে সতর্ক হবে। যথেষ্ঠ বুদ্ধি রয়েছে ওর, ভালভাবেই সেটা টের পেয়েছেন তিনি।

তাহলে কি এমন কেউ যার সাথে সে শক্তিতে পারেনি? বয়স্ক মানুষ হলে সেটা হতেই পারে। তার ওপর যদি হাতে লাঠি থাকে।

যদি সেটাই হয় তাহলে ভুতো তাকে চিনতে পারবে। সুস' হলেই বলে দেবে সেটা কে। তখন

তারমানে ভুতোর জন্য বিপদ। যে-ই হোক, সে চাইবে না ভুতো মুখ খুলুক। সাবধান হতে হবে আরো। ভুতোকে একেবারেই একা রাখা যাবে না।

ভুতোর বাপকে বলে খুব লাভ হবেনা। অন্য কাউকে দোকানে বসিয়ে সে যেতে পারবে না। দুদিন দোকান বন্ধ রাখলে তার অনেক জিনিষ পচে নষ্ট হবে। সে ক্ষতি পোষানো তারপক্ষে কঠিন। অন্য কাউকে কাজে লাগাতে হবে।

শুধুমাত্র ম্যাপ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না ওরা। নিজেদের পরিচয় যেন প্রকাশ না পায় সে চেষ্টাও করবে। তারমানে ভুতোর জন্য বিপদ। বিপদ তার জন্যও। শত্রু অত্যন্ত ধুর্ত। ভুতোর কাছে ওটা আছে তা যেমন জানে তেমনি ভুতোর সাথে তার এ নিয়ে আলাপ হয়েছে এটাও জানে। তার ঘরে ম্যাপের কপি পেয়েছে। তার পেছনেও লাগবে।

আর শুয়ে থাকতে পারলেন না তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত সোজা করে বড় করে শ্বাস নিলেন। যথেষ্ঠ বয়স হয়েছে তার, তবুও এখনও একেবারে বুড়িয়ে যাননি। যদি সংঘাতের ব্যাপারই হয় তাহলে তিনিও এত সহজে ছেড়ে দেবেন না। সে প্রস'তিও রাখতে হবে।

www.MurchOna.com

বেশিক্ষন বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ তিনি পেলেন না। উঠে জামা গায়ে দিয়ে ভুতোর বাড়ির দিকে রওনা হলেন তিনি। জোছনার সাথে কথা বলা দরকার। পড়াশোনায় ভাল না হলেও তার বুদ্ধি আছে। মেয়ে হয়েও সাহস ছেলেদের চেয়ে বেশী। ভুতোকে সে ভালবাসে খুবই। তাকে বুঝালে অনায়াসে কাজ করতে পারবে।

কিছুক্ষনপর দেখা গেল জোছনাবানু তার প্রয়োজনীয় জামাকাপড় নিয়ে গনিস্যারের সাথে হাসপাতালের পথে রওনা হয়েছে।

দুটো দিন খুব ব্যস্ততায় কাটল গনিস্যারের। তার জীবনে সময়মত ক্লাশ না নেয়ার ঘটনা নেই। এবারেও ব্যতিক্রম ঘটালেন না তিনি। সকালে বাড়ি ফিরে নিয়মিত স্কুলে গেলেন, ক্লাশ নিলেন। তারপর দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে নামমাত্র বিশ্রাম নিয়ে হাসপাতালে ভুতোর পাশে কাটালেন। পথে জোছনার মায়ের রান্না করা খাবার নিয়ে পৌছে দিলেন হাসপাতালে জোছনার কাছে। মতি ছিল বলেই রক্ষা। তাকে সবসময়ই যাতায়াত করতে হয়। খাবার আনানেয়ার কাজ সে অনেকটাই করে দিল।

ভুতোর মাথায় একপাশে লাঠির বাড়ি লেগেছে। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে সে। পুরো একদিন পর সে ভালভাবে চোখ মেলে চাইতে পারল। গনি স্যারকে দেখল, জোছনাকে দেখল। কথা বলল না কোন। ডাক্তার বলেছে কথা বলা যাবে না। জোর করে ওঠা যাবে না। হাসপাতালে জোছনাবানু তার কাছে বসে গল্প করে। ভুতো শুনে শুধুই হাসে। জোছনাবানু চারিদিকে ঘুরে ঘুরে অন্য রোগীদের দেখে। কতজনের কতরকম সমস্যা। কতরকম অদ্ভুত অদ্ভুত রোগ। দেখে মন খারাপ হয়ে যায় তার। তারপর একসময় এসে ভুতোর কাছেই চুপ করে বসে থাকে।

গনিস্যার তাকে বলেছেন এক মুহুর্তের জন্যও ভুতোকে চোখের আড়াল করা যাবে না। যারা ভুতোকে মেরেছে তারা আবারও মারার চেষ্টা করতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রাখে জোছনাবানু। অপেক্ষা করে থাকে। তার সামনে পড়লে সেও দেখে নেবে তার মাথা কত শক্ত।

১০

ভুতোদের গ্রামে সাধারনত মোটরগাড়ি আসে না। গ্রামে গাড়িঅলা মানুষ যেমন নেই তেমনি গাড়িঅলা আত্মীয়ও নেই কারো। কোন কারনে যদি কারো গাড়ি গ্রামে এসে ঢোকে তাহলে যতক্ষন সেটা চলে ততক্ষন তার পেছনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভীড় করে দৌড়াতে থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম থানার গাড়ি। ওটার পেছনে কেউ দৌড়ায় না।

থানার জিপটা যখন গ্রামের পথ ধরে এসে জঙ্গলের ধারে থামল তখন লোকজন দুর থেকে উঁকি মারতে লাগল। দেখতে পেল কি সব জিনিষপত্র নামানো হচ্ছে গাড়ি থেকে। নুরু দারোগা সেটা থেকে নেমে কোমড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক ওদিক দেখছে। অন্য লোকজন গাড়ি থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে জঙ্গলে গাছপালার আড়ালে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁশ, আর মোটা মোটা কাপড় দেখে মনে হচ্ছে ঘর বানাবে। তারমানে কেউ থাকবে সেখানে। লোকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল। কেউ দেখার জন্য সামনে এগোল না।

জিনিষপত্র নামানো হয়ে গেলে নুরু দারোগা হেঁটে এগিয়ে আসতে শুরু করল লোকজনের দিকে। যারা দুরে দাঁড়িয়ে দেখছিল তারা তাকে এগিয়ে আসতে দেখেই সরে পরল যে যেদিকে পারে। ইদ্রিস পা চালিয়েও সেটা করতে পারল না। দেখে ফেলল নুরু। ডাকল, ‘এই শোন’

এরপরও ইদ্রিস না শোনার ভান করে অন্যদিকে তাকিয়ে কেটে পরার চেষ্টা করল কিন্তু সম্ভব হল না। নুরু দারোগা সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে। জিজ্ঞেস করল, ‘তোর নাম ইদ্রিস না?’

না থেমে উপায় থাকল না ইদ্রিসের। সে উত্তর দিতেও ভুলে গেল। হাতের ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে তার কাছে এসে থামল নুরু। তারপর ছড়িটা একদিকে তাক করল।

‘তর বাড়ি তো ওইডা, না-কি? কথা কস না ক্যান?’

‘জ্বে-’ কোনমতে উত্তর দিল ইদ্রিস।

‘ভালা। কাজকাম ক্যামুন চলতাছে?’

‘জ্বে।’

‘কোন গন্ডগোল নাই তো?’

www.MurchOna.com

'জ্বে।'

ইদ্রিসের দিকে ভালভাবে দেখে হেঁসে ফেলল নুরু। এই লোকগুলো যমের মত ভয় পায় তাকে। এদের একজনেরও এতটুকু সাধ্য নেই তার কথার নড়চড় করে।

এবার বনের দিকে ছড়ি দেখিয়ে নুরু দারোগা বলল, 'এই লোকগুলান সরকার থিক্যা আইছে। এইহানে কাম করব। দেহিস কেউ বিরক্ত না করে। করলে খবর আছে।'

'জ্বে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল ইদ্রিস। ওর চোখে তখনও সন্দেহ। সরকারী লোক এখানে কি কাজ করবে ভেবে পাচ্ছে না সে। গাড়ি থেকে যারা নেমেছে তাদের একজনের পড়নে ভাল জামা কাপড়। অন্য একজনের গুন্ডামত চেহারা। বাকিদের দেখে মনে হয় দিনমজুর। নয়ত ডাকাতি করে। এরা কি কাজ করবে?

মনে মনে প্রশ্ন করলেও নুরু দারোগাকে প্রশ্ন করে সাহস পেল না সে। নুরু দারোগাকে দেখে মনে হল তারও তাড়া আছে। সে ঘুরে গিয়ে তার গাড়িতে উঠল। একটু পরই চলে গেল গাড়ি। মোটামত লোকটা বনের ধারে এসে হাত নেড়ে সবাইকে চলে যেতে বলল। বলেই চলে গেল বনের মধ্যে। অধিকাংশই চলে গেল ঝামেলা না বাড়িয়ে। যে দুএকজন দুরে দাঁড়িয়ে দেখছিল তারা দেখল মোটামত লোকটা একটুপর আবার বাইরে এসে তাদেরকে দেখছে।

চিনে ফেললে মুসকিল। হয়ত নুরু দারোগাকে নাম বলে দেবে। থানা পুলিশের নাম শুনলে ভয় পায়না কে? লোকে বলে বাঘে ছুলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুলে ছত্রিস ঘা। তারাও চলে গেল যে যার বাড়ির দিকে।

লোকের মুখে মুখে মুহুর্তের মধ্যেই গ্রামের সবাই জেনে গেল নুরু দারোগার সাথে সরকারী লোক এসেছে। ওরা জঙ্গলে তাবু বানিয়ে থাকবে। কেউ কেউ বলল জঙ্গলে যে ভুত দেখা গেছে সেটার জন্যই ওদেরকে পাঠানো হয়েছে। কেউ বলল গ্রাম পাহারা দেয়ার জন্যই পাঠানো হয়েছে ওদের। কেউই সামনে এসে খোঁজখবর করল না। অন্তত ওরা যখন জঙ্গলে আছে তখন ভুত ধরলে ওদেরকেই ধরবে একথা ভেবেই অনেকে খুশী হল।

গনিস্যার বিকেলে ফিরেই শুনলেন ওদের কথা। তিনি কিন্তু খুশী হলেন না। যখন শুনলেন কারা যেন কি কি জিনিষপত্র এনে জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছে তখন তিনি নিজেই গেলেন দেখতে। বনের দিকে নজর অনেকেরই। গাছপালা কেটে

বিক্রি করতে চায়, যায়গা দখল করতে চায়। একবার গাছকাটা নিয়ে রীতিমত কোর্টে মামলা হয়েছিল। গ্রামের হয়ে তিনিই দেখেছিলেন সবকিছু। এবারও প্রথমেই তিনি ধারনা করলেন তেমন কিছু। হয়ত গাছ কেটে বিক্রি করা হবে। এত বছরের পুরনো বন উজার করে হয়ত ইটের ভাটা তৈরী হবে। সালামত আলী দীর্ঘদিন থেকেই চেষ্টা করছে বন ইজারা নেয়ার, ধারেকাছে ইটের ভাটা তৈরীর। কয়েক বছরে সে আশেপাশের অনেক জায়গাজমি কিনে নিয়েছে। ট্রাক কিনেছে কয়েকটা, তিনতলা বাড়ি বানিয়েছে।

বনের ভেতর ঢুকে এগিয়ে যেতেই দেখলেন ভেতরে তাবু খাটানো হয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে বলে হ্যাজাক জ্বালানো হয়েছে। সেটা ঝুলানো আছে তাবুর সামনে ছোট একটা খুঁটির সাথে। পাশেই রান্নার ব্যবস্থাও করেছে। একটা হাঁড়ি বসানো সেখানে। মগে করে চা খাচ্ছে একজন মোটামত লোক। আরেকটু দুরে গাছের গুঁড়িতে বসে লম্বামত আরেকজন। একটু দুরে আরো দুজন। এরা দুজন মনেহয় শ্রমিক। গনিস্যার দ্রুত একবার দেখে নিলেন সবকিছু। এখানে লোক মনে হয় এই চারজনই। গাছ কাটার জন্য যেধরনের যন্ত্রপাতি দরকার তা এদের কাছে নেই। তারমানে এদের উদ্দেশ্য অন্য। তাবুর ভেতরে কি আছে দেখা যাচ্ছেনা।

এই দুজনই কি ভুতোর দেখা লোক?

ভুতোর বর্ননার সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে। বাকি দুজন মনেহয় মাটি খোঁড়ার জন্য এসেছে। তারমানে কোথায় খুঁড়তে হবে জেনে গেছে ওরা। সময় নষ্ট না করে কাজ শেষ করতে চায়।

নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন না তিনি।

গনিস্যার দেখলেন মোটা লোকটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অপরজন তখনও দেখতে পায়নি তাকে। হয়ত মনে মনে গান করছে আর পা দিয়ে তাল ঠুকছে।

‘কি হচ্ছে এখানে?’ এগিয়ে এসে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করলেন গনিস্যার।

লম্বা লোকটা কথা শুনে তাকাল। তারপর বসে থেকেই ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরল তার দিকে। এখন দুজনই তাকিয়ে আছে গনিস্যারের দিকে।

‘এখানে কি হবে?’ আবার জানতে চাইলেন গনিস্যার।

গনিস্যার লক্ষ্য করলেন লম্বা লোকটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, মোটা লোকটা তার পায়ে খোঁচা মেরে থামিয়ে দিল।

'আমরা সরকারের পারমিশন নিয়ে এসেছি। আপনার কিছু জানার থাকলে নুরু দারোগাকে জিজ্ঞেস করবেন।' বলল মোটা লোকটা।

'এখানে কি করবেন?' একই প্রশ্ন আবার করলেন গনিস্যার।

মোটা লোকটা একবার লম্বা লোকের দিকে তাকাল। এধরনের প্রশ্ন বোধহয় আশা করেনি তারা। ধরেই নিয়েছিল নুরু দারোগা ধমক নিলেই সবাই দুরে থাকবে।

এ বোধহয় সেই মাষ্টার। মোহরআলী থাকলে ভাল হত। বেশ সামাল দিতে পারত, একবার মনে মনে বলল মোটা লোকটা। সে কিছুএকটা বলার জন্য মুখ খুলতে গেল। কিন্তু আর আগেই কথা বলে বসল অপরজন, 'আপনার তাতে দরকার কি?'

গনিস্যার তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে।

নুরু দারোগার নাম শুনে মুহুর্তের জন্য অন্যকিছু ভাবতে চাইলেন গনিস্যার। এরা কি অন্য কোন কাজে এসেছে? বোঝা যাচ্ছে এদের মতলব ভাল না। সাথে নুরু দারোগা কেন?

গুপ্তধন খোঁজার বিষয়টা তার অনুমান হলেও সরকার এমন কোন কাজের পারমিশন দিতে পারে না যা প্রকাশ করতে আপত্তি থাকতে পারে। সাধারনত যারা সরকারের অনুমতি নিয়ে কোথাও কাজ করতে যায় তারা প্রথমেই সেখানকার লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে। এরা লোকজনকে এড়িয়ে চলছে। তাকেও সহ্য করতে পারছে না। এদের কোন ভাল উদ্দেশ্য থাকতেই পারে না।

সোজাসুজি প্রশ্ন করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে অন্যপথে গেলেন গনিস্যার। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের কাজ করার সব যন্ত্রপাতি আছে?'

দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল এবার।

'মানে?' একসাথে মুখ খুলল দুজন।

গনিস্যার বললেন, 'মানে, আপনাদের কিছু দরকার হলে গ্রাম থেকে নিতে পারেন? বললে আমি দেখতে পারি।'

'আমাদের কিছু দরকার নেই।' উত্তর দিল মোটা লোকটা, 'আমরা দুএকদিন কাজ করেই চলে যাব। মাটি পরীক্ষা করব।'

'না-না গাছপালা।' বাধা দিল লম্বা।

মোটা লোকটা চোখ গরম করে তাকাল তার দিকে। লম্বা লোকটা সেটা লক্ষ্য করল না। উৎসাহ নিয়ে বলে যেতে থাকল, 'আমরা বনবিভাগের কাজ করছি।

থানাকে বলা আছে, ওরা সবকিছু দেখবে। কিছু দরকার হলে নুরু দারোগা দেখবে। আর মোহরআলী-’

মোটা লোকটা এবার খোঁচা মেরে থামিয়ে দিল তাকে।

‘আপনি এই গ্রামে থাকেন?’ গনিস্যারের সাথে ভালমানুষী গলায় কথা বলতে শুরু করল সে, ‘একটু চা খান। আদা-গরম মশলা দেয়া-’

‘আমি চা খাই না।’ বললেন গনিস্যার।

‘সিগারেট?’

‘না।’

আরকিছু দেখা প্রয়োজন আছে বলে মনে হল না গনিস্যারের। নিশ্চিতভাবেই এই দুজন ভুতোর দেখা লোক। এরা মোহর আলীর সাথে কাজ করছে। কোনভাবে নুরু দারোগাকেও হাত করেছে। তারমানে সরাসরি লেগে খুব সহজে এদের সাথে পারা যাবে না।

‘কিছু দরকার হলে জানাবেন।’ বলে ঘুরে ফেরত আসতে শুরু করলেন তিনি।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন তিনি। ভুতো আহত হয়ে হাসপাতালে। এদেরই কেউ ওর মাথায় বাড়ি দিয়েছে। সম্ভবত মোহরআলী। ওরা মনেহয় সত্যিকারের যায়গাটা বের করে ফেলেছে। দুএকদিন কাজ করবে, তারমানে এরই মধ্যে ওগুলো বের করে ফেলবে। তারপর নিয়ে পালাবে।

কিছুতেই সেটা করতে দেয়া যাবে না। বাধা দিতে হবে।

থানার দিকে গিয়ে লাভ হবে না। নুরু এরই মধ্যে ওদের হয়ে কাজ করছে। উপরের কাউকে জানালে তারা প্রথমে নুরুকেই জানাবে। তাতে আরো সাবধান হয়ে যাবে ওরা। কাজ করতে হবে এখানকার লোকজনকে নিয়েই। একবারে হাতেনাতে ধরতে হবে ওদের।

একাজে কাকে কাকে পাওয়া যাবে একবার মনেমনে ঝালাই করলেন গনিস্যার।

ভুতো এখনও অসুস' হয়ে হাসপাতালে। অবশ্য ইচ্ছে করলেই বাড়ি আসতে পারে সে। আগামীকাল সকালেই আসার কথা। ও জানে সবকিছু।

জোছনাবানু শুনলেই লাফিয়ে উঠবে। যদি জানে এরা মেরেছে ভুতোকে তাহলে লাঠি নিয়ে তাড়া করবে।

মজনুর বাছুরটাকে এরাই মেরেছে জানলে মজনুও চুপ করে থাকবে না। আর-

মতি লোকটার মন ভাল। গায়ে শক্তি প্রচুর। ওকে বললে রাজী হবে ধরেই নেয়া যায়।

আর কারো কথা মনে করতে পারলেন না তিনি।

হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কাছে পৌছে হঠাৎ করেই তার মনে হল রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। ঘরে কোন জিনিষপত্রও নেই। বাজার করা হয়নি। দোকানে খেতে হলে হাটে যেতে হবে।

সেদিকেই রওনা হলেন তিনি। ভুতোর বাপের সাথে দেখা হয়না বহুদিন ভুতো আহত হবার পরও তারসাথে দেখা হয়নি। একবার ভুতোর বাবার সাথেও কথা বলা যাবে।

হাটে পৌছে দেখলেন লোকজন একেবারেই নেই। এখানে ওখানে দুএকটা কুপিবাতি জ্বলছে। কয়েকজন বসে নিজেদের মধ্যে গালগল্প করছে। হোটেলে মিষ্টি তৈরী হচ্ছে। আগামীকাল হাটের দিন। হাটে বিক্রী হবে। আগে খাওয়ার কাজ সেরে নিতে হোটেলে গেলেন তিনি। তারা জানাল ভাত খাওয়ার ভাল কিছু নেই। খাওয়ার শেষ যা পড়ে থাকে তাই আছে কর্মচারীদের খাওয়ার জন্য।

গনিস্যার খাবেন শুনে হোটেলের মালিক তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি রাজী হলেন না। বলে দিলেন কোনমতে একটা ডিম ভেজে দিলেই চলবে। ডিমভাজা আর পাতলা ডাল তার প্রিয় খাবার।

এটা একেবারেই অল্প সময়ের কাজ। মুহুর্তেই খাবার এনে তার সামনে হাজির করল ওরা।

খাওয়াদাওয়া সেরে ভুতোদের দোকানের সামনে এসে অবাক হলেন তিনি। দেখলেন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। কাছে এসে দেখলেন শিকল দিয়ে তালা লাগানো। তারমানে ভুতোর বাপ এখানে নেই। কোথাও গেছে দোকানে তালা দিয়ে।

কিছুক্ষন বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকলেন সেখানেই।

অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক তাকে দেখে এগিয়ে এল, ‘কে? কেডা ওইখানে?’

‘আমি।’ উত্তর দিলেন গনিস্যার।

লোকটি এগিয়ে এলো তাকে চিনতে পেরে। সাথেসাথে সালাম দিল, ‘স্লামালেকুম মাষ্টার সাব।’

‘ওয়ালেই কুম আস সালাম। কে, জহির নাকি?’

www.MurchOna.com

সালামের উত্তর দিলেন গনিস্যার। সেই সাথে চিনতে পারলেন লোকটিকেও। সেও এখানেই একজন ব্যবসায়ী। সম্ভবত পাইকারী পান, সুপারী আর পানের মসলা বিক্রি করে।

'জ্বে সার।' উত্তর দিল জহিল নামের লোকটি।

গনিস্যার তাকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ভুতোর বাপ কোথায়? দোকান বন্ধ দেখছি।'

'অ, সদরে গ্যাছে। ভুতোরে দ্যাখতে। ভোরের আগে আইব না।' বলল জহির।

তিনি অবাক হলেন শুনে। জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ ওদিকে গেল যে? কেউ কোন খবর দিয়েছে নাকি?'

জহির বলল, 'জানি না মাষ্টার সাব। পোলারে দ্যাখতে গ্যাছে। ওই এক পোলা ছাড়া হ্যার তো কেউ নাই। হাসপাতালে গ্যাছে শুইন্যাই মন খারাপ। কোন কাম ঠিকমত করতাছে না।'

এটা একেবারেই আশা করেননি তিনি। তিনি ভেবেছিলেন ভুতোর কোন খোঁজখবরই তার বাপ রাখেনি। অন্তত গত দুদিনে যখন তার দেখা পাওয়া যায়নি একবারও।

ভুতোর বাপ তার কাছে এক রহস্যময় চরিত্র। তার কথা অনেক সময় ভেবেছেন তিনি। একসময় কৃষিকাজ করত। নিজের যে সামান্য জমি ছিল তার ফসল দিয়ে সংসার চলে না, বাড়িতে ভুতোর মা সবসময় অসুস'। সব মিলিয়ে টালমাটাল অবস্থা। এরই মধ্যে জমিটুকু বিক্রি করে দিল। অনেকে আপত্তি করেছিল পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করায়, সে কোন আপত্তি শোনেনি। জমি বিক্রির টাকা দিয়ে দোকান দিল। নিজে সৎ মানুষ, লোকে বিশ্বাস করে তাকে, ফলে ব্যবসা চালু হতে সময় লাগল না। অন্তত খরচের টাকা আসে সেখান থেকে।

এরই মধ্যে ভুতোর মা মারা গেল। ভুতোকে তিনি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দোকানে কাজে লাগালেন। একবার তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন ভুতোর বাবাকে। বলেছিলেন ভুতো পড়াশোনা শিখলে তারই লাভ। সে আরো ভালকিছু করতে পারবে।

ভুতোর বাপ তার কথার কোন উত্তর দেয়নি। বরং এমন উদাহরন তুলে ধরেছিল যে তাকে লজ্জা পেয়ে সরে আসতে হয়েছে। অনেকে লেখাপড়া শিখেও অসৎ হয়, খারাপ কাজ করে, তাদের গ্রামেই করছে এই যুক্তির বিপক্ষে কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পাননি।

এখন গনিস্যারের মনে হল ভুতোর বাপ মানুষটি আসলেই আলাদা। সে ছেলেকে গড়তে চেয়েছে নিজের মত করে, তার চোখের সামনে রেখে। লেখাপড়া শিখুক বা না শিখুক- ভালমন্দ চিনতে শিখবে, খারাপ কাজ থেকে দুরে থাকবে। এজন্যই নিজে সরাসরি সামনে না এসেও খোঁজখবর রেখেছে। ভুতো অন্যদের থেকে আলাদা এর পেছনে তারও বড় ভুমিকা রয়েছে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেকথা আরেকবার মনে হল তার।

'স্যার একটু বসেন, চায়ের ব্যবস্থা করি।' বলল জহির।

গনিস্যার একবার ভাবলেন না বলে দেবেন। এরা দরিদ্র মানুষ, তাকে শিক্ষক বলে সন্মান করে চা খাওয়াতে চাইছে। এতে অতিরিক্ত খরচ হবে। পরক্ষনেই ভাবলেন আপত্তি করার প্রয়োজন নেই। বরং চা খাওয়ার জন্য বসে কিছুটা আলাপ করা যাবে। আলাপ করা এখন খুবই প্রয়োজন। হাতে একেবারে সময় নেই।

দোকানের সামনে বেঞ্চে বসলেন তিনি। জহির নিজেই হাতে করে চা আনল। চায়ের দোকান এখনো খোলা।

'বসো, তোমার সাথে কথা আছে।' চায়ের কাপ হাতে নিয়ে জহিরকে বললেন গনিস্যার।

জহির তার সামনে বসল।

গনিস্যার সাধারন বিষয় নিয়ে আলাপ শুরু করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ব্যবসা কেমন চলছে?'

জহির বলল, 'তা সার আপনাদের দোয়া।'

গনিস্যার বললেন, 'তোমার ছেলে জামাল তো খুব ভাল পড়াশোনায়। ও কি দোকানের দিকে আসে নাকি?'

জহির বলল, 'আমি আসতে কই না। ছাত্র মানুষ, যদি পড়াশুনা নিয়া থাকতে চায় থাউক। তাও নিজের ইচ্ছায় আসে, এটা ওটা কাজকাম করে। ভুতোরে দেইখা শিখছে।'

গনিস্যার 'হুঁ' বলে চুপ করে থাকলেন।

জহির আপনমনেই কথা বলে গেল, 'পড়ালেখা করলে কতকিছুই না জানা যায়। অতটুক পোলা, চৌদ্দ বছর বয়স, অহনই বাপরে বুদ্ধি দেয়। কয় এমনে করলে ভাল হয়, এমনে করলে ঠিক হয়। পরে দেখছি ওর কথাই ঠিক। আগে শুনতাম জ্বর হইলে একেবারে না খাওয়া রাখতে হয়, সাগু-বার্লি দিতে হয়। ওর

বোনের অসুখ, কয় ভালাভালা খাবার দিতে। তাইলে শরিলে শক্তি পাইব, তাড়াতাড়ি জ্বর সারব। বইতে নাকি এসব লেখা আছে। আমি তো বকলম। মাঝে মাঝে ভাবি যদি লেখাপড়া জানতাম কত কথাই না জানতে পারতাম।'

গনিস্যার বললেন, 'ঠিকই বলেছ জহির। মানুষ চিন্তাভাবনা করে, বুদ্ধি খাঁটিয়ে যা কিছু জেনেছে সব লিখে রেখেছে বইয়ে। বই পড়ে সব জানা যায়, যা ভাল তা শেখা যায়। ইচ্ছে করলে তুমি এখনো পড়াশোনা শিখতে পার। তোমার ছেলের কাছেই শেখ নাহয়। এতে লজ্জা করার কিছু নেই। এখন হয়ত কদিন লজ্জা লাগবে, তারপর যখন নিজেই পড়তে পারবে তখন দেখবে জানার কতকিছু রয়েছে সামনে। কিভাবে চাষ করতে হয়, কিভাবে জিনিষের যত্ন নিতে হয়, কিভাবে ব্যবসা করতে হয় সবকিছুই শিখবে।'

জহির একথার উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে বসে থাকল।

গনিস্যার এবার কাজের কথায় গেলেন। বললেন, 'ভুতোর কি হয়েছে জানো?'

জহির প্রশ্ন শুনে মুখ তুলল। গনিস্যার তাকে আহত অবস্থায় কোলে করে এনেছেন এটা শুনেছে সে। হাসপাতালেও তিনিই নিয়ে গেছেন এটাও জানে। এর বেশি কিছু জানা নেই তার।

গনিস্যার বললেন, 'কেউ একজন ওর মাথায় বাড়ি দিয়েছে লাঠি দিয়ে। মনে হয় যখন বাড়ি যাচ্ছিল সেই সময়।'

বলে চুপ করলেন তিনি। জহিরের প্রতিক্রিয়া কি সেটা জানা প্রয়োজন। সেজন্যই অপেক্ষা করলেন তিনি।

জহির চুপ করে ভাবল কিছুক্ষন। তারপর বলল, 'ভুতোরে কে যে মারতে পারে, আমার মাথায় কিছু আসতাছে না। সবাই ওরে পছন্দ করে।'

গনিস্যার বললেন, 'ঠিকই জহির। ভুতো খুব ভাল ছেলে। কোনরকম ঝামেলার মধ্যে যায় না, কেউ কিছু করতে বললে সাথে সাথে করে দেয়। কোন ভালমানুষ ওকে মারতে পারে না। রজব আলীর একটা বাছুর মারা গেছে শুনেছ?'

জহির হা করে তাকিয়ে থাকল। শুনেছে তো বটেই। কিন্তু ভুতোকে মারার সাথে এর সম্পর্ক কি?

গনিস্যার তার ব্যাখ্যা না দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন জুড়ে দিলেন এর সাথে, 'জঙ্গলের মধ্যে লোক তাবু ফেলেছে সেটা শুনেছ?'

এটাও শুনেছে জহির। এরসাথে দারোগার ব্যাপার আছে তাও শুনেছে। সে বলল, 'কি জানি সরকারি কাম করব কইছে।'

গনিস্যার বললেন, 'হতে পারে। তবে আমার মনে হয় ওরা সব ঠিক বলেছে এটা ধরে নেয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমি দেখতে গিয়েছিলাম ওখানে, ওরা কি করছে। ওদের একেকজন একেকরকম কথা বলে। ভালমানুষ এভাবে বারবার কথা ঘুরায় না। আর গ্রামে যখন এধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে তখন সাবধানে থাকাই ভাল। নাকি?'

'জ্বে স্যার।' সাথেসাথেই সায় দিল জহির।

গনিস্যার বললেন, 'দেখ, আমার মনে হয় রজব আলীর বাছুরকে বিষ দেয়া, ভুতোর মাথায় বাড়ি দেয়া, এসবের সাথে ওই লোকগুলোর সম্পর্ক আছে। আমি একেবারে নিশ্চিত হয়ে ওদেরকে দোষ দিচ্ছি না। তবে বিষয়টা জানা দরকার।'

'কি করমু সার কর।' উদগ্রীব কণ্ঠ শোনা গেল জহিরের।

এর আগে একবার ডাকাতি ঠেকানোর দল গড়েছিলেন গনিস্যার। সেই দলে ছিল জহিরও। দল ধরে লাঠি হাতে ঘুরে ঘুরে গ্রাম পাহাড়া দিত তারা। রীতিমত মজা লাগত সেটা তার কাছে। সারাক্ষন তাদের উৎসাহ দিতেন গনিস্যার। দুই সপ্তাহের মধ্যে ডাকাতি একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেকথা মনে আছে জহিরের। আবার যদি তেমন কিছু প্রয়োজন হয় সে অবশ্যই করবে। আবার যদি দল গড়া প্রয়োজন হয় গড়বে, গ্রাম পাহাড়া দেয়া প্রয়োজন হয় দেবে। অন্তত গনিস্যার যখন সাথে আছেন তখন তারসাথে থাকতে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না।

গনিস্যারও সেই সময়ের কথাই ভাবছিলেন হয়ত। বললেন, 'এখনো সরাসরি কাজ করার সময় আসেনি। আগে ভালভাবে খোঁজখবর নেয়া দরকার। বিশেষ করে এখানে যখন বাইরের লোক আস্তানা গেড়েছে তখন ওদের মতলব কি সেটা জানা দরকার। ওরা ভুতের ভয় দেখিয়েছে জানো?'

জহির হেঁসে ফেলল ভূতের কথা শুনে। মোসলেম মিয়াকে সে নিজেই কতবার ভুতের ভয় দেখিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ভুতের গল্প শুনলে সে অন্ধকার হলেই সব যায়গায় ভুত দেখতে শুরু করে। সে ভয় পাবে না-তো ভয় পাবে কে?

গনিস্যার কাজের কথায় গেলেন। বললেন, 'ওরা রাতে ওখানে কিছু করবে মনে হয়। কি করে সেটা জানা দরকার। তুমি কি দুচারজন লোক জোগাড় করতে পারবে যারা একাজ করতে পারে?'

জহির বলল, 'তা পারুম। আপনি আছেন শুনলে অনেকেই আসতে চাইব।'

গনিস্যার বললেন, 'তাহলে সেটাই কর। এখনই লোকজানাজানি করা দরকার নেই। একজন একজন করে জিজ্ঞেস করবে। বলবে রাতে একসাথে জঙ্গলে যাব, দূর থেকে দেখব ওরা কি করে। যদি খারাপ কিছু না দেখি তাহলে কিছু করা দরকার নেই। ওদেরকে ওদের মত কাজ করতে দেব। আর যদি ওদের খারাপ মতলব থাকে তাহলে বাধা দিতেই হবে। সেজন্যই কয়েকজন দরকার। আগেই জানিয়ে রেখ, ওদের দলে নুরুও আছে। কোন ঝামেলা হলে বড় রকমের হতে পারে। ভিতু লোকদের ডাকা দরকার নেই।'

জহির বলল, 'ঠিক আছে সার। আমি কথা কইয়া দেখি।'

গনিস্যার বললেন, 'আজ রাতে জানাতে পারবে? তাহলে আজই দেখা যেত। এসব কাজে দেরি করা যায় না, কখন কি ঘটে যায় তার ঠিক নেই।'

জহির বলল, 'আপনে চিন্তা কইরেন না সার। আপনে বাড়ি যান। আমি কথা কইয়া এক্কেরে সাথে নিয়া আপনের সাথে দেখা করমু।'

গনিস্যার উঠলেন, 'আচ্ছা, এই কথাই থাকল তাহলে।'

উঠে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন গনিস্যার। অনেকটা স্বস্তি নিয়ে ঘরে ফিরলেন তিনি। তিনি জানতেও পারলেন না তার বাড়ি ফেরার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ি ফিরল ভুতো।

ডাক্তার ভুতোর বাবাকে বলেছে তাদের আর কিছু করার নেই। কদিন শুয়ে থাকলে, ভাল খাবার খেলে ভুতো সেরে উঠবে। শুনে শুধুশুধু তাকে হাসপাতালে রেখে দেয়ার কোন কারন তিনি দেখেননি। কদিন বাড়িতে শিংমাছের ঝোল খেলে সুস' হতে সময় লাগবে না। জোছনাবানুও একা থেকে হাঁফিয়ে গেছে। কথা বলার মত কাউকে পায়নি সে। একা ভুতোর সাথে আর কতক্ষন কথা বলা যায়। মতি তার ভ্যানে চাপিয়ে তিনজনকে নামিয়ে দিয়ে গেছে ওদের বাড়ি।

১১

অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে ভুতো। দাঁড়াতে পারে, হাঁটাহাটি করতে পারে। মনে হয় সবকিছুই ঠিক আছে। শুধু শরীরে আগের মত শক্তি পায় না। একটুতেই গা ঘেমে ওঠে। দৌড়াতে পারবে না মোটেই। জোরে পা ফেললেই মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে।

নিজের ঘরে বিছানায় বসে গুলচেহারাবানুর দেয়া বাটিভর্তি দুধ খেতে খেতে এসবই ভাবছিল ভুতো। তার কখনো অসুখ হয়েছে কিনা একেবারেই মনে নেই তার। বহুদিন হয়ে গেছে সে দিনের বেলা বিছানায় শুয়ে থাকেনি। আর এখন পুরো দুদিন তিনরাত তাকে একটানা শুয়ে থাকতে হল। ঠিক কি হয়েছিল মনে করার অনেক চেষ্টা করেছে ভুতো।

সে দোকান থেকে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে গনিস্যারের সাথে দেখা করার কথা। যেখানে তাদের বাড়ি আর গনিস্যারের বাড়ির রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে সেখানে সে মোড় ঘুরল গনিস্যারের বাড়ি যাওয়ার জন্য। যায়গাটা অন্ধকার, কিন্তু ভুতোর রীতিমত অভ্যেস আছে অন্ধকারে চলার। সবাই বলে সে অন্ধকারে দেখতে পায়। সে নিজেও কখনো বুঝে উঠতে পারেনি আসলেই একে দেখতে পাওয়া বলে কিনা। অন্ধকারে কিছুক্ষন থাকলে একসময় তা চোখে সয়ে যায়, আবছা ভাবে বোঝা যায় কোথায় কি আছে। সবারই সেটা হয়। ভুতোর হয়ত বেশি হয় কারন সে অন্ধকার দেখতে পছন্দ করে। একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে তার। আর অন্ধকার রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে রাতের এক ধরনের শব্দ শোনা যায়। ভুতো মন দিয়ে শোনে সেই শব্দ। মনেহয় গাছপালা, আকাশ সবাই নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। ভুতো সে গল্প শুনলেও ওরা আপত্তি করে না। তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই গল্প করে। কেউ মারা গেলে আকাশে তারা হয়ে থাকে। রাতের আকাশে তারার দিকে তাকিয়ে সে চেনার চেষ্টা করেছে কোনটা তার মা। আকাশের কোথায় থেকে তাকে দেখছে। সবসময় চোখে চোখে রেখেছে তাকে। ভুতো তার কথা শুনছে কি-না, তার কথামত চলছে কি-না দেখছে।

অন্ধকারে জামগাছটা চিনেছিল সে। কিন্তু এতই দ্রুত হাঁটছিল যে সাবধান হওয়ার কথা মনেই হয়নি তার। জামগাছটার ঠিক নিচে আসতেই কি যেন হল। সে পড়ে গেল মাটিতে।

কি হয়েছিল তার? গাছ থেকে কিছু পড়েছিল তার মাথায়। কেউ বাড়ি দিয়েছে লাঠি দিয়ে?

যদি কেউ বাড়ি দিয়ে থাকে সে নিশ্চয়ই গাছের ওপর বসেছিল ঘাপটি মেরে। কখনোই নিচে দাঁড়িয়ে ছিল না। গাছের ডালে বসেছিল একটুও নড়াচড়া না করে। না হলে সে টের পেল না কেন? সামান্য নড়াচড়া করলেও সে টের পেত।

কে সে? কে তাকে মারার জন্য ওভাবে ওত পেতে থাকতে পারে?

সাথেসাথেই সেই জঙ্গলে দেখা লোক দুজনের কথা মনে হল ভুতোর। ওরা লুকানো ধনসম্পদ খুঁজছে। গুপ্তধনের ম্যাপের একটা অংশ ওদের কাছে। এখনো জোছনাবানুর গলায় ঝুলছে তাবিজের সাথে। ওটা নেয়ার জন্যই কি আক্রমন করেছে তাকে?

মজনুর বাছুরটাকে বিষ দিয়ে মেরেছে কে যেন। মজনু বলেছে ওর সন্দেহ মোহরআলীকে। মোহরআলী নাকি সেদিনই সকালে এসেছিল ওদের বাড়ি, আবার পরদিনই এসে দেখে গেছে।

ওই লোকদুজনের সাথে মোহরআলীর সম্পর্ক কি? আর দারোগা নুরু মিয়ার? সে নাকি গাড়িতে করে লোক রেখে গেছে জঙ্গলে।

হঠাৎ করেই মনে পড়ল ভুতোর, সেই লোকদুজনের একজন বলেছিল নুরুকে হাতে রাখতে। তারমানে নুরু দারোগাকে। মুহুর্তে সবকিছু পরিস্কার হয়ে গেল তারকাছে।

ওই লোকদুজন, সাথে মোহর আলী আর নুরু দারোগা, সকলেই ছুটছে ধনসম্পদের পিছনে। গ্রামের মানুষকে ভয় দেখিয়ে দুরে রাখছে জঙ্গল থেকে। আর নিজেরা প্রস'তি নিচ্ছে সেগুলো খুঁজে বের করার। কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে এনে ফেলেছে। হয়ত আজ রাতেই মাটি খুঁড়ে ওগুলো বের করে ফেলবে। তারপর পালাবে এখান থেকে।

একবার পালিয়ে গেলে আর কিছুই করার থাকবে না।

এটা হতে দেয়া যাবে না। যে কোন ভাবেই হোক ঠেকাতে হবে। দেখতে হবে আসলে কি হচ্ছে জঙ্গলে।

বিছানায় শুয়ে থেকে অপেক্ষা করল ভুতো। তার খালা জানলে কিছুই করতে দেবে না। শুধু শুধু হৈচৈ করে লোক জানাজানি করবে। তার ঘুমানোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে, তারপর কাজে নামতে হবে।

শুয়ে থেকে জানালা দিয়ে আকাশে চাঁদ উঠতে দেখল ভুতো। বেশ ছোট চাঁদ, চারদিন কি পাঁচদিনের হবে, তবুও যথেষ্ট আলো। ভুতোর মনে পড়ল, তাকে যেদিন মাথায় বাড়ি দেয় সেদিন এই আলোটুকু ছিল না।

চাঁদের আলোয় আকাশ দেখে মনে হচ্ছে শীতকালের সকাল। সাদা কুয়াশা ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। চাঁদের চারপাশে হালকা সোনালী রঙ, তারপরই ফিকে সাদা হয়ে ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। চাঁদের আলোয় দুরের গাছপালা, ঘরবাড়ি সবাই যেন ঝিমাচ্ছে। সবাই নিশ্চুপ। গাছের পাতাও নড়ছে না। এতটুকু বাতাস নেই কোথাও। বাইরে থাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় চোখের পাতা ভারী হয়ে এল ভুতোর।

ভুতো বুঝল না সে ঘুমিয়ে আছে না জেগে। মনে হচ্ছে জেগেই আছে। সে বুঝতে পারছে তার চোখ বন্ধ। চোখ বন্ধ করেই সে চারিদিকে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। অনুভব করছে সবকিছু। ঘরের প্রতিটি জিনিষ সে দেখছে। সে শুয়ে আছে তার বিছানায়। একটা ঘোরের মধ্যে সে অনুভব করল কে যেন ঘরে এসে ঢুকেছে। এসে বসেছে তার কাছে। বিছানায় বসে রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে। কে যেন একটু বাতাস ছড়িয়ে দিল তার গায়ে। সে দেখার চেষ্টা করছে। প্রানপন চেষ্টা করছে চোখ খোলার কিন্তু কিছুতেই পারছে না। সে হাত নড়ানোর চেষ্টা করছে। অনেক চেষ্টা করে সে হাত নড়াল একটু। তারপরই চোখ খুলতে পারল।

কেউ কি আছে ঘরে?

ঘরে সে একা। ঘর একেবারে অন্ধকার। চাঁদ আরো নিচে নেমে গেছে। গাছের আড়ালে চলে গেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। সে শুয়ে আছে তার বিছানায়। তারপরই তার মনে হল সে যেন কয়েকমাস আগের দিনে ফিরে গেছে। একইভাবে সে শুয়ে আছে বিছানায়। তার গায়ে কাঁথা দিয়ে মা শুয়ে আছে তার পাশে। থেমে থেমে কথা বলছে। খুব আসে- করে, নিচু গলায়। যেন শোনা যায় না।

খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল ভুতো। ওর মা বলছে-কখনো খারাপ কাজ করবি না। কখনো ভাল কাজ করতে ভয় পাবি না।

একেবারে পরিস্কার ওর মায়েরই গলা। চিনতে এতটুকু ভুল হল না ভুতোর। তারপরই ও বুঝল ও একাই শুয়ে আছে বিছানায়। ঘরে আর কেউ নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। ওর মা এখানে নেই। আর কখনো ফিরবে না।

একটু পর বিছানায় উঠে হেলান দিয়ে বসল ভুতো। ওর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। এইসময় মা এইকথা বলল কেন? একথা তো সে ভোলেনি।

একেবারে মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছে। একবারের জন্যও কোন খারাপ কাজ করেনি। একসময় সে এর ওর গাছ থেকে ফল পেড়ে আনত। অন্যের পুকুর থেকে মাছ ধরত। এর ওর বাড়িতে ঢিল মারত। লোকে বকাঝকা করলে, গালাগালি করলেও গায়ে মাখত না। সে সব ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন। ওর সঙ্গীরা বারবার বলেও একবারও রাজী করাতে পারেনি তাকে। ফরিদ চাচা নিজে থেকেই বলেছিল তার গাছে উঠে জাম খেতে, সে ওঠেনি। চাচি ঠাট্টা করে বলেছিল, 'গাছে ওঠা ভুইল্যা গেলি, বইস্যা থাকতে থাকতে তর চাচার মত হাতে পায়ে বাত হইব।' সে কোন উত্তর দেয়নি সে কথার। শুধুই হেঁসে সরে গেছে সেখান থেকে।

সে সবসময় ব্যস্ত থাকতে চায় ভাল কাজ নিয়ে। দোকানে কেউ এলে নিজেই জিজ্ঞেস করে কি দিতে হবে। যা দরকার সেটা এগিয়ে দেয়। কোন কাজ না থাকলে জিনিষপত্র সাজিয়ে রাখে। বাড়িতে থাকলে গাছে পানি দেয়, গাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়ে দেয়, হাঁসমুরগীকে খাবার দেয় নয়ত অন্যকিছু করে। আর যখন কোন কাজই থাকে না তখন গাছপালার ভেতর ঘুরে বেড়ায়।

কখনো ভাল কাজ করতে ভয় পাবি না-এ কথার মানে কি?

ওই লোকগুলো গ্রামে এসেছে, বাড়ি ফিরেই শুনেছে সে। ওদের সাথে নুরু দারোগা ছিল। ওরা সেই গুপ্তধন খুঁজছে। ওরাই তার মাথায় মেরেছে। ওরা মজনুর বাছুরটাকে বিষ দিয়েছে। ওরা গ্রামের মানুষকে ভুতের ভয় দেখিয়েছে।

ওরা খারাপ মানুষ। ওরা খারাপ কাজ করছে। ওদের কাজে বাধা দিতে হবে। এটাই মনে করিয়ে দিয়েছে ওর মা।

এর পর আর দেরি করা যায় না।

একসময় বিছানা থেকে নামল ভুতো। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেছে। তার খালা, জোছনাবানু কারও সাড়াশব্দ নেই কোন। আশেপাশের কোন বাড়ি থেকেও কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

উঠে দাঁড়াল ভুতো। সে বাইরে যাবে। অন্তত দেখে আসবে জঙ্গলে ওরা কি করছে। যদি দেখে সত্যিসত্যিই ওরা জিনিষপত্র বের করে ফেলেছে তাহলে ডাকবে অন্যদের। কোনভাবেই ওগুলো নিয়ে পালাতে দেবে না। লোকজন নিয়ে বাধা দেবে, দরকার হলে মারামারি হবে সেজন্য।

নাকি আগেই জানিয়ে যাবে কাউকে? তার কোনকিছু হলে যেন অন্যরা খবর পায়?

জোছনাবানুকে বলা যায়। সে যেমন সাহসী, তেমনি আগ্রহ আছে সব বিষয়ে। কিন্তু তাকে ডাকতে গেলেই গুলচেহারাবানু জেনে যাবে। তারচেয়ে বরং অন্য কাউকে বলা যাক।

বাইরে বের হয়ে মজনুর বাড়ির দিকে রওনা হল ভুতো। মজনু ঘুমায় একেবারে জানালার কাছে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকা যায়। আগে অনেকবার ওকে এভাবে ডেকেছে ভুতো।

আজও কোন সমস্যা হল না। প্রথমে একটা খোঁচা দিল ওর গায়ে। তারপর আসে- করে গায়ের চাদরটা টানল। তখন অন্ধকারেই দেখতে পেল চোখ খুলে সোজা তার দিকে তাকিয়ে আছে মজনু।

সাথেসাথে নিজের পরিচয় দিল ভুতো, ‘আমি ভুতো। বাইরে আয়।’

বলেই সরে গেল জানালার কাছ থেকে। বাড়ির কোনায় ছোট কাঠাল গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরই মজনু এসে হাজির হল সেখানে। ওর ঘুম চলে গেছে একেবারে। রাতের বেলা ভুতোর সাথে কোথাও যাওয়ার উত্তেজনায় সে অসি'র। কতদিন সেটা করা হয় না।

‘কি ভুতো- কখন আইলি?’ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল মজনু।

ভুতোর মাথায় সাদা কাপড়ের ব্যান্ডেজ জড়ানো। একটা গামছা মাথায় দিয়ে রেখেছে যেন সহজে দেখা না যায়। গামছাটা সরে যাওয়ায় চাঁদের আলোয় মজনু দেখতে পেয়েছে সেটা।

ভুতো বলল, ‘একটু আগে। ওদিকে জঙ্গলে কি হয়েছে জানিশ?’

মজনু বলল, ‘হ। নুরু দারোগার লোক আইছে। সরকারের লোক। কি জানি করব।’

ভুতো বলল, ‘ওরা সরকারের লোক না। ওখানে গুপ্তধন আছে সেগুলো বের করে নিতে এসেছে। লোকজনকে ভয় দেখিয়ে দুরে রাখার জন্য এসব করেছে। তোর বাছুরকে ওরাই বিষ দিয়েছে। ওদের দলে মোহর আলী আছে। আমার মাথায় বাড়ি দিয়েছে সেই।’

ভুতোর কথা শুনে একেবারে হা হয়ে গেল মজনু। অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকল ভুতোর দিকে।

সে নিজেও ঘটনাগুলো নিয়ে ভেবেছে। ভেবে ভেবে সত্যিকারের ব্যাখ্যা পায়নি কোন। আলাপ করার মত কাউকে পায়নি বলে কাউকে জানায়নি তার মনে হওয়া কথা। ভুতোর মাথায় বাড়ি দেয়া, একেবারে অবিশ্বাস্য ঘটনা। তার পরিচিত এমন কেউ নেই যে জেনেশুনে ভুতোর সাথে লাগতে যাবে। পাশের গ্রামের যে লাঠিয়াল

বাহাদুর সেও একবার ভুতোকে ওস্তাদ মেনে গেছে। মহররমের সময় লাঠিবাজি খেলায় তাকে হারিয়েছে ভুতো। এখনও সেই দৃশ্য মনে আছে মজনুর। একদিকে লম্বা চওড়া এক জোয়ান, আরেকদিকে তার সহপাঠি ক্ষুদে ভুতো। দুবার হাতে বাড়ি খেয়েই পরাজয় মেনে হাতের লাঠি ফেলে দিল বাহাদুর। এমন চোখের পলকে যে একদিক থেকে আরেকদিকে চলে যায় তারসাথে পারা যায় না।

আর তার এত সুন্দর বাছুরকে বিষ দিয়ে মারারও কোন কারন খুঁজে পায়নি সে। টুকটুকে লাল রঙের বাছুর, শুধু কপালের ওপর আর হাঁটুর নিচে সাদা রঙ। সবাই বলে চাঁদকপালী। এমন মায়াময় চোখ, মনেহয় তার সব কথা বোঝে।

এদিকে অচেনা কয়েকজন লোক এসে আস্তানা গেড়েছে বনের মধ্যে। তারা কি করবে পরিস্কার করে বলেনি কাউকে। এখন মনে হচ্ছে ভুতোর কথাই ঠিক। ভুতো সবই জানে।

সে জিজ্ঞেস করল, ‘কি করবি এখন?’

ভুতো বলল, ‘ওরা খারাপ লোক। এখানে অন্যায় কাজ করতে এসেছে। আমাদের গ্রামে এসে খারাপ কাজ করে পালিয়ে যাবে সেটা হতে দেব না। বাধা দেব।’

মজনু আবার বলল, ‘কি করবি?

চুপ করে গেল ভুতো। ভাবতে থাকল চুপ করে। যা কিছুই করুক না কেন, ভেবেচিনে- করতে হবে। একটা কাজ করা যায়, তা হচ্ছে গনি স্যারকে জিজ্ঞেস করা। তিনি অবশ্যই একটা পথ দেখাতেন। কিন্তু এখন অনেক রাত। কয়েকদিন তিনি যে ভাবে ব্যস্ত ছিলেন তাতে এই সময় আবার বিরক্ত করতে মন সায় দিল না।

সে নিজে কি করতে পারে?

মনে মনে ঠিক করে নিয়ে এক সময় মুখ খুলল সে। মজনুকে জিজ্ঞেস করল, ‘ওরা কয়জন জানিশ?’

মজনু বলল, ‘চাইরজন।’

‘ঠিক দেখেছিস?’

‘হ। দুইজন প্যান্ট পরা আর দুইজন লুঙ্গি পরা।’

ভুতো বলল, ‘আরো বেশি হবে তাহলে। ওদের সাথে মোহর আলীও থাকবে। হয়তো লুকিয়ে এসেছে তুই দেখিসনি। আর নুরু দারোগাও আসতে পারে। সেও আছে ওদের দলে। মনে হয় টাকা দিয়ে হাত করেছে।’

www.MurchOna.com

মজনু সাবধান করল, 'তাইলে? নুরু দারোগার বন্দুক আছে।'

ঠিকই- মনে মনে বলল ভুতো। অন্যদের কাছেও অস্ত্র থাকতে পারে। শক্তি দিয়ে ওদের সাথে পারা যাবে না। গ্রামে কেউ বাধা দিতে পারে সেটা ওরা জানে। সেই প্রস'তি নিয়েই এসেছে। মানুষের মনে আগেই ভয় ঢুকিয়েছে। আর যেখানে দারোগা ওদের পক্ষে সেখানে গ্রামের মানুষ কি করবে?

ভুতো বলল, 'চল আগে দেখি সবকিছু। দুর থেকে চুপ করে দেখব ওরা কি করে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

একমুহুর্ত ভাবল মজনু।

ভুতো যা বলছে সেটাই করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে তার না বলার কোন সুযোগ নেই। ওর নিজেরও কৌতুহল হচ্ছে। ভুতো বলেছে ওরা গুপ্তধন বের করবে। সেটা দেখা দরকার। এতদিন শুধু গুপ্তধনের গল্পই শুনেছে আর বইয়ে পড়েছে। এখন একেবারে বাড়ির কাছে গুপ্তধন।

সে জিজ্ঞেস করল, 'খালিহাতে যাবি?'

ভুতো কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

মজনু বলল, 'খাড়া, দুইডা লাঠি আনি।'

মজনু ঘুরে চলে গেল বাড়ির ভেতর। ভুতো সেখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকল ওর জন্য। চারিদিক দেখে ভুতোর মনে হল পুরো গ্রামটাই যেন ঘুমিয়ে রয়েছে এখন। পোকার ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। চাঁদের আলো আর জোনাকীর আলো ছাড়া কোন আলোও নেই। জঙ্গলের দিক পুরো অন্ধকার। বড় বড় গাছগুলো অন্ধকার তৈরী করে নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে আছে। জঙ্গলের ভেতর লোকগুলো ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে জানার উপায় নেই। কোন শব্দ আসছে না ওদিক থেকে। কোন আলোও দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে।

লোকগুলো যদি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে কিছু করা দরকার নেই, ভাবল ভুতো। দেখে ফেরত এসে গনিস্যারের সাথে আলাপ করলেই হবে। একটা কিছু ব্যবস্থা তিনি করবেনই।

আর যদি জেগে থাকে। যদি দেখা যায় মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন বের করে ফেলেছে, তাহলে?

ওদেরকে বাধা দিতে হবে। কখনোই ওগুলো নিয়ে পালাতে দেবে না ওদেরকে। সেজন্য একটা ব্যবস্থা করে রাখতেই হবে।

একটু পরই মজনু ফেরত এল দুহাতে দুটি লাঠি নিয়ে। রীতিমত তেল দিয়ে পালিশ করা লাঠি। ভুতোকে একটা দিয়ে আরেকটা সে ঘুরিয়ে দেখল। হাতে লাঠি

থাকলে মনের জোরও বেড়ে যায়। বোঝা যাচ্ছে মজনুর মনের জোর বেড়ে গেছে অনেক। প্রয়োজন হলে লাঠি চালাবে সে।

ভুতো সতর্ক করল তাকে। বলল, 'শোন মজনু, খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। আমরা ভাগ হয়ে দুজন দুদিকে থাকব। যদি তেমন কিছু হয় তুই দৌড়ে গনিস্যারকে খবর দিবি। একাএকা মারামারি করতে যাবি না।'

মজনু হাঁসল। দেখা যাবে তখন।

হাতে একটা করে লাঠি নিয়ে ওরা দুজন পা বাড়াল জঙ্গলের দিকে।

www.MurchOna.com

১২

বনে ঢুকে বেশ কিছুক্ষন হাঁটার পর দুর থেকেই ওরা হ্যাজাকের আলো দেখতে পেল। সাবধানে এগিয়ে এসে বড় একটা গাছ আড়াল করে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল একটা আমগাছের ডালে হ্যাজাক ঝুলানো। যেখানে তাবু খাটানো হয়েছে তার খুব কাছে। সেখানে দুজন লোক কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। মোটামত লোকটা দাঁড়িয়ে তদারক করছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে মোহরআলী। হাতে একটা টর্চ। একটু পরপরই সেটার আলো গর্তের মধ্যে ফেলে খোঁড়া যায়গাটা দেখছে।

একটু দুরে, হ্যাজাক ঝুলানো গাছের কাছেই আরেকটা গোড়ায় বসে আছে লম্বা লোকটা। গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট টানছে। সে তাকিয়ে আছে অন্যদিকে। শুধু মাঝেমাঝে দুর থেকে গর্ত খোঁড়া দেখছে।

মোট পাঁচজন।

ভুতো আশা করেছিল নুরুকেও দেখতে পাবে। সে এরমধ্যে জড়িয়ে আছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সে নিজে মোটা লোকটার মুখে তার নাম শুনেছে, এই লোকদেরকে রেখে গেছে থানার গাড়ি এনে। গ্রামের লোকদেরকে বলে গেছে দুরে থাকতে। সে ভালভাবেই জানে এই লোকগুলো কি করছে। কোন অবস্থাতেই সে নিজের ভাগ ছেড়ে দেবে না। অন্যের দেয়া ভাগের ওপরও নির্ভর করবে না। নিজেই তার অংশ বুঝে নেবে। এই লোকগুলোর মতিগতি আঁচ করতে পেরেছে ভুতো। এদের প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ঠকানোর তালে আছে।

চারিদিকে চেয়ে ভুতো নুরুকে না দেখে ভাবল সে এখনও এসে পৌছেনি। তার কথাও মাথায় রাখতে হবে। তারমানে ছয়জন।

লোকদুজন মাটি খুড়েই যাচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজ করছে। মোটা লোকটা আর মোহর আলী তাড়া দিচ্ছে তাদের। বেশ নরম মাটি সেখানে। ভেজা ভেজা। খুঁড়তে খুব কষ্ট হচ্ছে না। দ্রুতই খুঁড়ে তোলা মাটির পাহাড় জমে উঠছে ওদের পাশে। বোঝা যাচ্ছে আজ রাতের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফেলতে চায় ওরা। এখন মাঝরাত। হাতে সময় রয়েছে যথেষ্ট।

ভুতো আর মজনু সেখানেই গাছের গোড়ায় বসে পরল। দেখা যাক ওরা গর্ত খুঁড়ে আসলেই কিছু বের করতে পারে কিনা। বসে ওরা তাকিয়ে থাকল ওদের থেকে অনেকটা দুরে আলোর দিকে। সেখানে কয়েকজন লোভী মানুষ প্রানান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ধনসম্পত্তি পাওয়ার।

ওদেরকে অনবরত খুঁড়ে যেতে দেখে ভুতোর মনে হল একেবারে ঠিক যায়গা বের করে খুঁড়তে পারবে এমন কথা নেই। গনিস্যার বলেছে যায়গা বের করা বেশ শক্ত। আর মাটি খুঁড়লেই সাথে সাথে পেয়ে যাবে এমন কথাও নেই। মাটির অনেক নিচে থাকতে পারে।

ঘন্টাখানেক কিংবা আরো বেশি সময় কেটে গেল সেভাবেই। এতটুকু বিরাম না দিয়ে মাটি খুঁড়েই যাচ্ছে লোক দুজন। গর্তের দুপাশে উচু হয়ে জমা হচ্ছে মাটি। নিশ্চয়ই অনেক টাকা দেয়ার কথা বলেছে ওদের। নাহলে এত রাতে অন্ধকারের মধ্যে এত পরিশ্রম করত না। মোটা লোকটার গা মাটিকাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। এতটুকু মাথা ঘামাচ্ছে না সেটা নিয়ে। শুধু লম্বা লোকটাই যেন কাপড়ে মাটি লাগার ভয়ে দুরে বসে রয়েছে।

মাটি খোঁড়ার ধুপধাপ শব্দ শুনতে শুনতে অভ্যস' হয়ে গিয়েছিল ভুতোর কান। তারপর হঠাৎই ঠন করে একটা ভোতা শব্দ হল।

সাথেসাথে মাটি খোঁড়া বন্ধ করল ওরা। মোহরআলী আরো সামনে এগিয়ে ভালো করে টর্চ ধরল গর্তের মধ্যে। তারপরই ঝুঁকে বসে পড়ল সেখানে। কিছু একটা দেখছে মনোযোগ দিয়ে। তারপরই সে উল্লাসে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল।

লম্বা লোকটা লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল সেখানে। একেবারে গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করল। মাটি খোঁড়া শ্রমিক দুজনও গলা উচু করে হাসতে শুরু করল।

ওদের সম্মিলিত হৈচৈ এর মধ্যেই ভুতোরা আরেকটা মুর্তি দেখতে পেল। তাবু থেকে দৌড়ে বের হল নুরু।

তাবুর কথা এতক্ষন মাথায় আসেনি ভুতোর। এর ভেতরে কেউ বসে বা ঘুমিয়ে থাকতে পারে মনেই হয়নি। এতক্ষন ঘুমাচ্ছিল নুরু এই তাবুর ভেতরেই। তারমানে সত্যিসত্যিই আরো একজন বাড়ল।

নুরু দারোগা পুলিশের পোষাক পড়ে নেই এখন। অন্য সময়ের চেয়ে বেশি মোটা আর খাটো মনে হচ্ছে তাকে। মনে হচ্ছে তার পিস্তলটাও নেই। কিংবা থাকলেও পকেটে রেখেছে। সে বের হয়ে হাস্যকরভাবে দৌড়ে সোজা খোঁড়া গর্তের কাছে মোটা লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপরই সেখানে আরো হাস্যকর দৃশ্যের সুচনা হল।

একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ানোয় পা পিছলে নুরু পড়ে গেল গর্তে। পড়ে গিয়ে মনেহয় ব্যথাও পেয়েছে। কোমড় সমান হয়ে গেছে গর্ত। প্রথমে একেবারে

হারিয়ে গেল সে গর্তের মধ্যে, তারপর তার মাথা দেখা গেল। মাটিখোঁড়া লোক দুজন দাঁড়িয়ে সেখানে।

দুহাত দিয়ে মাটি খাঁমচে ওঠার চেষ্টা করছে নুরু। নরম মাটিতে তার পা পিছলে যাচ্ছে বারবার। ওপর দিকেও ধরার মত কিছু পাচ্ছে না। ওখানে শুধুই ঘাস। একটু পর মোহরআলী আর মোটা লোকটা দুদিক থেকে তার হাত ধরে ওঠানোর জন্য টানতে শুরু করল। লম্বা লোকটা সেখানেই একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। এগিয়ে আসেনি ধরার জন্য।

দুজন মিলে দুহাত ধরে টেনে কিছুটা তুলে ফেলল নুরুকে। তারপর আর নুরুর ওজন ধরে রাখতে পারল না মোহরআলী আর মোটা লোকটা। কিছুটা উঠেই তাদের হাত ছুটে গিয়ে আবার উল্টে পড়ল গর্তে। মোটা লোকটা নিজেও পরতে পরতে সামলে নিল।

আবার ওঠার চেষ্টা করছে নুরু। এবারে মাটিখোঁড়া লোক দুজন পেছন থেকে ধাক্কা মেরে নুরুকে উঠিয়ে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে কিছুদুর এগিয়ে মাটিতে বসে হাঁফাতে থাকল নুরু। লম্বা লোকটা কাছেই দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে খিক খিক করে হাঁসছে দেখে রেগে গেল প্রচন্ড। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও কি মনে করে আবার বসে পরল। হয়ত মনে পড়ল তারসাথে পুলিশের কোন লোকজন নেই। এদের সাথে লাগতে গেলে বিপদ হতে পারে। ভাগ তো পাবেই না, বরং মার খেতেও হতে পারে। এখানে তার ক্ষমতার কোন মুল্য নেই।

মোহরআলী টর্চ দিয়ে ভাল করে গর্তের ভেতরটা দেখল। তারপর সাবধানে নেমে পড়ল। অন্যরাও গর্তের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল দেখার জন্য। লম্বা লোকটা গাছ থেকে হ্যাজাক খুলে এনে দাঁড়াল সেখানে। সবাই গর্তটা ঘিরে রয়েছে।

দুর থেকে ভুতো বুঝতে পারল না কি করছে ওরা। গুপ্তধন কি পেয়ে গেছে তাহলে?

একটু পরই আবার আনন্দে চিৎকার করে উঠল মোটা লোকটা। তাতে যোগ দিল অন্যরা। নুরু আসায় তাদের যে উল্লাস থেমে গিয়েছিল সেটা আবার শুরু করল। আনন্দে লাফাতে শুরু করল লম্বা লোকটা। নুরু কোনমতে উঠে দাঁড়াল।

তারমানে সত্যিসত্যিই গুপ্তধন পেয়ে গেছে।

হ্যাজাকের আলোটা সি'রভাবে নেই এখন। লম্বা লোকটার হাতে সেটা অনবরত নড়ছে। সেই আলোয় জঙ্গলের গাছপালার ভেতর কয়েকজন মানুষকে বিকট দেখাচ্ছে। লম্বা লম্বা ছায়া গাছের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে। এরই মধ্যে হঠাৎ করেই সবকিছু ছাপিয়ে নুরুর আর্তচিৎকার শোনা গেল।

ভুতো দেখল উঠে দাঁড়ানো নুরু হঠাৎ করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

লোকগুলো হতভম্ভ হয়ে গেল দেখে। একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল সবকিছু। তখনো কেউ বুঝতে পারেনি কি হয়েছে তার। নুরু একবার চিৎকার করেই পড়ে সি'র হয়ে গেছে। চিত হয়ে পরে আছে মাটিতে। লম্বা লোকটা হাতের হ্যাজাক নিয়ে এগিয়ে গেল ভালভাবে দেখতে। তারপরই একজন মাটিখোঁড়া লোকের চিৎকার শোনা গেল।

'সাপ, সাপ।'

সাপ কামড়েছে নুরুকে।

গুপ্তধন থাকলে সেখানে সাপ থাকবে। ভুতো যেখানেই গুপ্তধনের কথা শুনেছে সেখানেই সাপের কথা শুনেছে। এটা হয়তো সেই সাপ। গুপ্তধন পাহাড়া দিচ্ছে।

ভুতো দেখতে পেল মুহুর্তেই দিগবিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে ছুটতে শুরু করল লোকজন। মুহুর্তের জন্য দেখল মোহরআলী গর্ত থেকে ওঠার চেষ্টা করছে। লাফ দিয়ে উঠে পরল। তারপরই দেখল শ্রমিকদের একজন দৌড়ে আসছে তারই দিকে। লাফ দিয়ে উঠেই সে ঘুরে দৌড়ানোর চেষ্টা করল। তখনই অন্ধকারে ওর মাথা ঠুকে গেল একটা গাছে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্ঞান হারাল ভুতো।

১৩

জ্ঞান ফিরে ভুতো প্রথমে বুঝল না সে কোথায়। ওর মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে। হাত নড়াতে পারছে না। একেবারে অবশ হয়ে গেছে দুহাত। ঘাড় নড়াতে চেষ্টা করলে ব্যথা পাচ্ছে। তারপরই ও টের পেল ওর দুহাত পিছনে একসাথে বাঁধা। ওর সামনে একটু দুরে ধাপধুপ করে শব্দ হচ্ছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। সেখানে আলো দেখা যাচ্ছে।

আসে- আসে- চোখ মেলল ভুতো। ভাল করে দেখার চেষ্টা করল।

ওর সামনে, হাত বিশেক দুরে লোকগুলো দাঁড়িয়ে। ওরা কি যেন করছে। গর্ত থেকে শ্রমিক দুজন কি একটা তুলে দিল। মোহর আলী, লম্বা আর মোটা লোক তিনজন মিলে ধরাধরি করে সেটা একপাশে রাখল। সেখানে আরো কয়েকটা একই রকম কালো কালো কি যেন রাখা।

www.MurchOna.com

গুপ্তধন। কলসী জাতিয় কোনকিছুর মধ্যে রাখা সেই ধনসম্পদ। সাপের ভয় দমাতে পারেনি ওদেরকে। আবার ফিরে এসেছে। হয়ত সাপটা মেরে ফেলেছে। এখন দ্রুত কাজ শেষ করে পালাবে। তাকে বেঁধে রেখেছে একটা গাছের গোড়ায়।

নুরুর দেহটা পরে আছে আগের যায়গাতেই। হয়ত মরেই গেছে। সেদিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই এদের।

নড়েচড়ে দেখল ভুতো। ওর দুহাত পিছনে বেঁধে রেখে দেয়া হয়েছে। ওর পিঠের কাছে একটা গাছ। সেটাতেই হেলান দিয়ে বসে থাকল সে।

গাছের সাথে মাথায় আঘাত লাগায় জ্ঞান হারিয়েছিল সে। এতবড় ভুল সে করল কিভাবে? না দেখেই গাছের দিকে দৌড় দিল কেন?

মজনু কোথায়? ওকে নিশ্চয়ই ধরতে পাড়েনি। ধরতে পারলে ওকেও বেঁধে রাখত এখানেই। তারমানে ও পালিয়ে গেছে।

ওকে বলা আছে গনি স্যারকে খবর দিতে। তারমানে গনিস্যার খবর পাবেন। খবর পেয়ে আসবেন।

তিনি কখনোই একা আসবেন না। এখানে কতজন থাকতে পারে সেটা তিনি জানেন। কি করলে ভাল হবে সেটাও জানেন। সাথে লোকজন নিয়ে, প্রস'তি নিয়েই আসবেন তিনি।

অপেক্ষা করতে থাকল ভুতো। ওর সামনেই কিছু একটা ঘটবে।

ওরা একটার পর একটা কলসী তুলে সাজাচ্ছে। ভুতো গুনে দেখল ছয়টা তোলা হয়ে গেছে। সাত নম্বর উঠাল এইমাত্র।

একবার ভুতোর মনে প্রশ্ন জাগল, ওরা ওগুলো নেবে কিভাবে। দেখে বোঝা যাচ্ছে খুব ভারী। গর্ত থেকে তুলতেই দুজনকে রীতিমত কষ্ট করতে হচ্ছে। মাথায় করে নিয়ে রাতের বেলা গ্রাম থেকে বাইরে যেতে পারবে? না-কি সেকথা ওদের মাথায় আসেনি? গ্রামের মানুষ অন্যসময় ভয় পেয়ে চুপ করে থাকতে পারে, তাই বলে ওরা মাথায় করে গুপ্তধন নিয়ে যাচ্ছে জানলে তখনো কি চুপ করে থাকবে?

আসে- আসে- শরীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে ভুতো। মনের জোর বাড়ালে তা শরীরের শক্তি বাড়ায়। সে সমস্ত মনের জোর একত্রিত করে হাতে শক্তি জোগাতে চেষ্টা করল। তাকে কিছু করতে হবে। মজনুর অন্য কিছু হতে পারে। গনিস্যার দেরী করতে পারেন। এভাবে চুপ করে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না।

নিজের দুহাত মোচড়াতে শুরু করল ভুতো।

মনে হয় ভাল দড়ির ব্যবস্থা করতে পারেনি ওরা। মোটা দড়ি দিয়ে হাত বেঁধেছে। মোটা দড়ির গিঁট শক্ত হয় না। তার হাত যেমন চিকন এবং নরম তাতে একটু আল্গা করতে পারলেই হাত বের করে আনা যাবে। সে চেষ্টাই করতে থাকল সে।

নিশ্চয়ই ওরা ভেবেছে ওর জ্ঞান ফিরবে না। কিংবা ফিরলেও ওঠার শক্তি পাবে না। কিংবা হাত বাঁধা থাকায় কিছু করতে পারবে না। কিংবা গুপ্তধন পেয়ে ওরা ভুলেই গেছে ওর কথা।

দেখতে দেখতে ভুতো হাত আলগা করে ফেলল। কিন্তু হাত বের করার আগেই সে তার সামনে ঘটতে দেখল আরেক কান্ড।

লম্বা লোকটা হ্যাজাক হাতে ধরে গর্তের ধারে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। গর্তের অন্যদিকে টর্চ হাতে মোহরআলী। আরেকটা কলসী বের হচ্ছে। গর্তের কিনারায় রেখে কলসীর চারিদিকে গায়ের সাথে লেগে থাকা মাটি সরাচ্ছে একজন। মনে হচ্ছে এটাই শেষ। মাটি খোঁড়া লোকের একজন গর্তের নিচে, আরেকজন উঠে এসেছে ওপরে। মোটা লোকটা নেমে গেছে গর্তের নিচে। এতক্ষন দুজনে ধরাধরি করে নিচ থেকে কলসী তুলে দিচ্ছিল আর ওপরের দুজন ধরাধরি করে সরিয়ে রাখছিল।

শেষ কলসীটা পরিস্কার করে ঠেলে ধরেছে মোটা লোকটা আর অন্যজন। মোহরআলী আর আরেকজন সেটা ধরেছে টেনে তোলার জন্য। লম্বা লোকটা হ্যাজাক বাড়িয়ে ধরে দেখছে। তক্ষুন ঘটল ঘটনাটা।

লম্বা লোকের হাত থেকে হ্যাজাক পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। একবার চিৎকার করার চেষ্টা করেই লম্বা লোকটাও পড়ে গেল তার মধ্যে। কলসীটা বাকি দুজনের হাত ফসকে পড়ল নিচে। মনে হয় মোটা লোকটার পায়ে, কারন সে-ও সেই মুহুর্তে চিৎকার করে উঠল। লাফাতে থাকল গর্তের মধ্যে।

গর্তের মধ্যে পরেও হ্যাজাক জ্বলছে তখনো। গর্তের কাছাকাছি যায়গা দেখা যাচ্ছে শুধু। লম্বা লম্বা আলো ওপরের দিকে ছড়িয়ে গেছে। তারপরই অন্ধকার।

হতভম্ভ মোহরআলী আবারও টর্চ জ্বেলে সেটা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল কি হয়েছে। সেই আলোয় ভুতো দেখতে পেল জোছনাবানুকে।

জোছনাবানুর হাতে লম্বা লাঠি। ওটা দিয়েই মেরেছে লম্বাকে। এবার দুপা সামনে এসে আবার লাঠি চালাল। বোধহয় মোহরআলীকেই মারতে চেয়েছিল, কিন্তু সে বেশ দুরে। তার একেবারে পাশ দিয়ে ঘুরে লাঠির আঘাত লাগল ওপরে দাঁড়ানের শ্রমিকটার হাতে। হাতে লাগার পরও সে লাঠি চেপে ধরল। লাঠির

একপ্রান্ত তার হাতে, আরেক প্রান্ত জোছনাবানুর হাতে। জোছনাবানু শক্তিতে পারবে না তার সাথে। এখনই ওটা চলে যাবে লোকটার হাতে।

ভুতো হাত খুলে ফেলেছে। ওর সামনেই পরে আছে একটা ভাঙা ইট। মুহুর্তে সেটা গিয়ে লাগল শ্রমিকটার মাথায়। লাঠি ছেড়ে মাথা চেপে ধরে বসে পড়ল সে মাটিতে। লাঠি পুরোটাই চলে এল জোছনাবানুর হাতে। সেটা এবার আরেক শ্রমিকের মাথায় পড়ল ঠকাশ করে।

মোহর আলী একেবারে একা এখন। পরিসি'তি একেবারেই প্রতিকুল বুঝতে সময় লাগল না তার।

সবকিছু জানাজানি হয়ে গেছে। এখনই আরো লোকজন এসে পরবে। ধনসম্পত্তি দুরের কথা, এখন জান নিয়ে ফেরত যাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। জোছনাবানুর দিকে চোখ রেখে একপা একপা করে পেছাতে শুরু করল সে। কোনমতে পালাতে হবে তাকে। একবার পালাতে পারলে গুপ্তধন ছাড়াই টিকে থাকতে পারবে সে। অন্যদের মত শুধু লোভ নিয়েই সে চলে না।

কিন্তু চলে যেতেও বাধা। বাধা পেয়ে থেমে সে টর্চ ধরল সেদিকে।

সেই টর্চের আলোয় ভুতো দেখল উদাসীবাবা। সেই চেহারা, সেই চুলদাড়ি, সেই একই ভঙ্গি। তার পাশে কালো মোচড়ানো যে লাঠিটা থাকত সবসময় সেটা ডানহাতে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন তার চোখ খোলা। অপলক চেয়ে আছেন মোহর আলীর দিকে।

সামনে পা বাড়াল ভুতো। তক্ষুনি আরো শব্দ শুনল সে। বনের মধ্যে দিয়ে আরো লোক এগিয়ে আসছে হুড়মুড় করে। অনেক লোকের গলা শোনা যাচ্ছে। আলো দেখা যাচ্ছে তাদের সাথে। মজনুর গলা শোনা গেল। গনিস্যারের গলাও।

জোছনাবানু আরো সামনে এগিয়ে এসে শেষ বাড়িটা মারল মোহর আলীর মাথায়।

১৪

গনি স্যারের অনুমানই ঠিক। উদাসীবাবা সতিসত্যিই জমিদার সোলেমানের উত্তরাধিকারী। উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার তিনি। একসময় সংসার ত্যাগ করে সন্যাসী হয়ে যান। তার কাছে ম্যাপের যে অংশটি ছিল সেটা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন তার পুর্বপুরুষের আদি ঘরবাড়ি ছিল ভুতোদের গ্রামে। জানতে পারেন তার পুর্বপুরুষের ধনসম্পদ কোথাও লুকানো আছে। নিজের পুর্বপুরুষদের ভিটেমাটি দেখতেই তিনি এসেছিলেন এখানে। তাদের পরিনতি কি সেটা তিনি জানতে পারেন এখানে এসে। রোস্তম স্যার তাকে সব কথা বলেছেন।

গুপ্তধন খুঁজে বের করার কোন ইচ্ছে তার হয়নি কখনো। তারকাছে থাকা ম্যাপের অংশ তিনি ইচ্ছে করেই ভুতোকে দিয়েছিলেন। এটা নিয়ে এত দ্রুত লোকজন গুপ্তধনের খোঁজ করবে এটাও তিনি ভাবেননি। ভেবেছিলেন ওটা ভুতোর কাছে থেকে যাবে। সে বড় হলে যদি জানতে পারে তাহলে খোঁজ করবে।

এখন সে গুপ্তধন পাওয়া গেছে। উত্তরাধিকার সুত্রে তিনিই এর মালিক। তিনি তার পুর্বপুরুষের ধনসম্পত্তি সরকারকে দিয়ে দিলেন। আর সরকার তাকে যে অর্থ দিল সেটা তিনি দিলেন ভুতোকে। তারপর কাউকে না জানিয়ে একদিন কোথায় চলে গেলেন।

ভুতো আবার স্কুলে যেতে শুরু করল। এবার সে এত ভালভাবে পড়াশোনা করল যে বছর শেষে গনিস্যার তার নাম ধরে ডেকে পুরস্কার তুলে দিলেন তার হাতে। তখন সবাই জানল ভুতোর আরেক নাম মোহাম্মদ মোবারক হোসেন।

(শেষ)

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com